প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮

“ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

পরামর্শকবৃন্দ

মোঃ মতিউর রহমান
টীম লিডার

মোঃ রেজাউল করিম
পরিবেশ বিশেষজ্ঞ

শেতুল মুনা
আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ

মোঃ শাকিল হোসেন
পরিসংখ্যানবিদ

মির্জা আশরাফুজ্জামান
সমীক্ষা সমন্বয়ক

আইএমইডি’র কর্মকর্তাবৃন্দ

এস এম হামিদুল হক
মহাপরিচালক

মোঃ মাহবুবুর রহমান
পরিচালক

মুহাম্মদ মোস্তফা হাসান
উপ-পরিচালক

সমীক্ষক

এমআরআই এসোসিয়েটস
প্লট-৪৩০ (চতুর্থ তলা), রোড-৩০, মহাখালী ডিওএইচএস ঢাকা-১২১৯
ইমেইলঃ mirzas003@gmail.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.mri.bd.com

জুন ২০২০

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচিপত্র	i
	ACRONYMS	iv
	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	v
প্রথম অধ্যায়	**প্রকল্পের বিবরণ**	**১**
১.১.	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.৩.	প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি	২
১.৪.	অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন এর হ্রাস/বৃদ্ধি হার)	২
১.৫.	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	৩
১.৬.	অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	৩
১.৭.	ক্রয় পরিকল্পনা	৪
১.৮.	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম	৫
১.৯.	লগ ফ্রেম	৯
১.১০.	টেকসইকরণ পরিকল্পনা	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	**প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি (Methodology)**	**১০**
২.১.	পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি	১০
২.২.	প্রকল্প এলাকা নির্বাচন	১০
২.৩.	নমুনায়ন পদ্ধতি ও নমুনার আকার নির্ধারণ	১১
২.৩.১	সংখ্যাগত বিশ্লেষণ	১২
২.৩.১.১	সরাসরি সাক্ষাৎকার	১২
২.৩.১.২	উপকারভোগী উত্তরদাতার নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ	১২
২.৩.১.৩	নমুনা উত্তরদাতা নির্বাচন পদ্ধতি ও বিতরণ	১৩
২.৩.২	গুণগত বিশ্লেষণ	১৩
২.৩.২.১	সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	১৩
২.৩.২.২	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)	১৪
২.৩.২.৩	কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই)	১৪
২.৩.৩	নমুনা সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১৫
২.৪	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	১৫
২.৪.১	উপকারভোগী উত্তরদাতাদের জন্য প্রশ্নাবলি প্রণয়ন	১৫
২.৪.২	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন সভার গাইডলাইন (FGD Guideline) প্রণয়ন	১৬
২.৪.৩	কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) চেকলিস্ট প্রণয়ন	১৬
২.৪.৪	পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের চেকলিস্ট	১৮

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২.৪.৫	প্রশ্নাবলি/গাইডলাইন/চেকলিস্ট প্রি-টেস্টিং ও চূড়ান্তকরণ	১৮
২.৪.৬	সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃতব্য নির্দেশক/সূচকসমূহ	১৮
২.৪.৭	প্রশ্নাবলির বৈধতা যাচাই	১৯
২.৪.৮	উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি	১৯
২.৪.৯	সকল প্রকার স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে কর্মশালা	২০
২.৪.১০	তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ	২১
২.৫.	সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২১
তৃতীয় অধ্যায়	**ফলাফল পর্যালোচনা**	**২৩**
৩.১.	প্রকল্পের অগ্রগতি	২৩
৩.১.১.	প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২৩
৩.১.২.	অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়	২৩
৩.১.৩.	প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি	২৪
৩.১.৪.	প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি	২৬
৩.২.	ক্রয় কার্যক্রম	২৭
৩.২.১.	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	২৭
৩.২.২.	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহ পদ্ধতি পর্যালোচনা	২৭
৩.২.৩.	ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা	২৮
৩.৩.	উদ্দেশ্য অর্জন	৩০
৩.৩.১.	উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও input পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৩০
৩.৪.	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৩১
৩.৪.১.	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ	৩১
৩.৪.২.	জনবল নিয়োগ	৩২
৩.৫.	তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যবেক্ষণ	৩২
	ক. প্রকল্পের সংখ্যাগত তথ্যের বিশ্লেষণ	**৩২**
৩.৫.১.	উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি	৩২
৩.৫.২.	নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কে ধারণা	৩৩
৩.৫.৩.	প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্ব অবস্থা ও বাস্তবায়নের পরের অবস্থার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ	৩৪
৩.৫.৪.	পরিবেশের উন্নতির ধরণ	৪১
৩.৫.৫.	ভৌত অবকাঠামো (ওয়াকওয়ে, বেঞ্চ, পার্কিং ইত্যাদি) নির্মাণের ফলে সৃষ্ট উপকার	৪৩
৩.৫.৬.	প্রকল্পের কার্যক্রম/ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/বৃক্ষরোপণ কাজের সাথে উত্তরদাতা/উপকারভোগীদের সম্পৃক্ততা	৪৩
৩.৫.৭.	প্রকল্প এলাকায় নির্মিত ভৌত অবকাঠামোসমূহে অসামাজিক কার্যক্রম ও মাদকসেবীদের দখলে	৪৪

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	খ. প্রকল্প সম্পর্কে গুণগত তথ্যের বিশ্লেষণ	**৪৫**
৩.৫.৮	দলভিত্তিক আলোচনা (এফজিডি) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	৪৫
৩.৫.৯.	মুখ্য ব্যাক্তিবর্গের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ	৪৭
৩.৫.১০.	কেস স্টাডি	৪৭
৩.৫.১১.	স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	৪৮
৩.৫.১২.	প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৫০
৩.৫.১৩	প্রকল্পের Exit plan বিশ্লেষণ	৫০
৩.৫.১৪.	আইএমইডি কর্তৃক সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশ প্রতিপালন	৫০
৩.৫.১৫	প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃস্ট সুবিধাদি টেকসই হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৫২
৩.৬.	প্রকল্প সমাপ্তির পর বর্তমানে আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণ	৫৫
৩.৬.১	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব	৫৫
৩.৬.২	নৌ-যান ব্যবহারকারী, নৌ-চালক ও ব্যবসায়ীদের উপর প্রকল্পের প্রভাব	৫৭
৩.৬.৩	টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন এবং ঝুঁকি প্রশমনে প্রকল্পের প্রভাব	৫৮
৩.৬.৪	প্রকল্পের প্রভাব সংক্রান্ত সামগ্রীক তথ্যাদি	৫৯
৩.৬.৫	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার লেসন ল্যার্নিং	৫৯
চতুর্থ অধ্যায়	**SWOT Analysis**	**৬০**
পঞ্চম অধ্যায়	**সার্বিক পর্যবেক্ষণ**	**৬২**
ষষ্ঠ অধ্যায়	**সুপারিশ ও উপসংহার**	**৬৪**
পরিশিষ্ট	পরিশিষ্ট-১ উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নাবলি	
	পরিশিষ্ট-২ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) সভার গাইডলাইন	
	পরিশিষ্ট-৩ মুখ্য ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রশ্নাবলি	
	পরিশিষ্ট-৪ প্রকল্প পরিচালকের জন্য প্রশ্নাবলি	
	পরিশিষ্ট-৫ ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট	
	পরিশিষ্ট-৬ পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট	
	পরিশিষ্ট- ৭ বছর ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি	

Acronyms

APP	Annual Procurement Plan
BIWTA	Bangladesh Inland Water Transport Authority
DPP	Development Project Proposal
FGD	Focus Group Discussion
GoB	Government of Bangladesh
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informants Interview
PCR	Project Completion Report
PRA	Participatory Rural Appraisal
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rules
PMER	Project/ Programme Planning, Monitoring, Evaluation and Reporting
QAQC	Quality Assurance and Quality Control
RFP	Request for Proposal
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
ToR	Terms of Reference
TL	Team Leader
TC	Technical Committee
TQM	Total Quality Management

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

প্রতি বছরের ন্যায় চলতি অর্থ বছরেও (২০১৯-২০২০) আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮ এর মাধ্যমে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক বাস্তবায়িত **"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"** শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রাজধানী শহর ঢাকা তুরাগ, বালু, বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা চারটি নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ নদীসমূহে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের জন্য ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগীতে তিনটি অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর রয়েছে। এ নদীগুলোর তীরবর্তী এলাকার অনেকাংশ অবৈধ দখলে রয়েছে। এ বিশাল তীরভূমি দখলমুক্ত করার জন্য বিআইডব্লিউটি'র নিজস্ব প্রহরী ও প্রয়োজনীয় সংখ্যাক জনবল নেই। নদী বন্দর এলাকায় অবৈধ স্থাপনা স্থায়ীভাবে রোধকল্পে নদীর তীরে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং গাইড ওয়াল নির্মাণ করা এবং ওয়ালের নিকটে ওয়াকওয়ে, স্টেপ্স/স্টেয়ারস নির্মাণ, জেটি নির্মাণ, বসার বেঞ্চ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি নির্মাণের বিষয়ে ২১-০৭-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ৯৯০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৮.১২.১২ তারিখে ১০৮৪৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি মাননীয় নৌ-পরিবহণ মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ব্যয় মূল ডিপিপির তুলনায় ৯.৫২% বেশি হওয়ায় মাননীয় মন্ত্রী উক্ত সংশোধন অনুমোদন করেছিলেন। পরবর্তীতে গত ০৩.০৭.১৪ তারিখে আইএমইডি'র সুপারিশে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ আরোও ১(এক) বছর বৃদ্ধি করে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ করা হয়।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টংগী নদী বন্দর এলাকার ফোরশোর ভূমির অবৈধ দখল প্রতিরোধ; বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদীর প্রস্তাবিত অংশের সৌন্দর্যবর্ধন; নদীসমূহের উভয় তীরের পরিবেশ উন্নয়নসহ সেবার মান বৃদ্ধি এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে প্রস্তাবিত নদীগুলোর ফোরশোর ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ছিল প্রকল্পটির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ছিল ১১৫৭০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ১১৫৭০ মিটার তীররক্ষা কাজ, ১৯৩৫ মিটার আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ৮০টি আরসিসি সিড়ি নির্মাণ, ৫০০ মিটার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, ১১১৫ মিটার কিউ ওয়াল নির্মাণ, ৩ লক্ষ ঘন মিটার নদীর তীরের ভরাট অংশের মাটি কাটা এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম।

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) দুই ধরনের পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। মূল্যায়ন কাজে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি দুই ধরনের উৎসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য ১০৫০ জন উপকারভোগীর সাথে সরাসরি প্রশ্নমালা জরিপ, ১০ টি দলীয় আলোচনা, স্থানীয় কর্মশালা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎকার, সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদন যেমন ডিপিপি, আরডিপিপি, পিইসি, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রভৃতির সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের তথ্য পর্যালোচনা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়ের কাজ, মোট ৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে সকল নির্মাণ কাজ এবং ৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পের সমগ্র সেবা সংগ্রহ করার কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রাপ্ত বিভিন্ন প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মালামাল ও নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত PPA, 2006 & PPR 2008 অনুসরণ করা হয়েছিল এবং সমগ্র পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১০৭৫৩.৩৮ লক্ষ টাকা (৯৯.১৭%)। পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টংগী নদী বন্দর এলাকার প্রায় মোট ১৫.৬১ কিলোমিটার এলাকার দখল মুক্ত হয়েছে। তাছাড়া পুনরায় দখলকৃত জায়গা যাতে বেদখলে পরিণত না হয় তার জন্য তীরের উপর

১৪০৮৬ মি. ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ১৩২০৬.৮০ মি. তীররক্ষা কাজ, ১৫২৯ মি. আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ৮৯টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ, ২৫১ মি. বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, ৮৭০ মি. কিউ ওয়াল নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রতিটি অবকাঠামোই বর্তমানে কার্যকর রয়েছে, যদিও প্রায় সব কয়টি অবকাঠামোতে সংস্কার প্রয়োজন।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৭.৩% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে নদীর তীরের ফোরশোর জমিতে অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠায় তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হত। সমস্যাগুলো হলো: যাতায়াতের সমস্যা; পরিবেশ নষ্ট হওয়া; নদীর নাব্যতা ও প্রশস্ততা হ্রাস; নারী ও শিশুদের চলাচলে অসুবিধা; নদীপথে পণ্য পরিবহণে অসুবিধা; মাদক ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি, ইত্যাদি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগীদের বিভিন্ন সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৯৯.০% উপকারভোগী। সুবিধাসমূহ: যাতায়াতের সুবিধা; টেকসই পরিবেশ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি; নদীর নাব্যতা ও প্রস্থতা বৃদ্ধি, প্রভৃতি। তাছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদীর তীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে; ঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; ফোরশোর এলাকা দুর্গন্ধমুক্ত হয়েছে; নদীর ফোরশোর এলাকা থেকে আর্বজনা অপসারণ হয়েছে; এবং মশার উপদ্রব কমেছে বলে মনে করেন যথাক্রমে ৯৯.৮%; ৬৩.৮%; ১০০%; ১০০% এবং ৮৭.৫% উত্তরদাতা।

প্রকল্পটির SWOT analysis করলে দেখা যায়, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টংগী নদী বন্দর এলাকার ফোরশোর ভূমির অবৈধ দখল প্রতিরোধ; নদীর প্রশস্ততা, নাব্যতা ও পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়া; প্রকল্প এলাকার নদীর সৌন্দর্যবর্ধন; ফোরশোর এলাকা দূষণমুক্ত হওয়া প্রভৃতি ছিল প্রকল্পটির প্রধান প্রধান সবল দিক। ঠিক তেমনি প্রকল্পের আওতায় স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা না রাখা; রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও তদারকির জন্য প্রকল্পে কোন বরাদ্দ না রাখা; সঠিক Exit Plan না রাখা; আর্বজনা ফেলানোর জন্য কোন সুনির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা না রাখা ছিল প্রকল্পের প্রধান প্রধান দুর্বল দিক। আবার প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি; জমির ব্যবহার বৃদ্ধি; ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসারসহ বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে নিরাপত্তার অভাবে বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকায় রাতের বেলা অবাধে চলাফেরা করতে না পারা; অবকাঠামো সমূহে নোঙর করার দড়ি বাধাঁর কারণে ভেংগে যাওয়ার সম্ভবনা; অবকাঠামোর যেখানে সেখানে আর্বজনা ফেলানোর ফলে সৌন্দর্য হ্রাস এবং ওয়াকওয়ের নিচ দিয়ে ড্রেন তৈরি করার ফলে অবকাঠামোর স্থায়িত্ব হুমকির মুখে পতিত হওয়া ছিল প্রকল্পের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকিসমূহ।

সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ এবং প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে সমীক্ষাদল কর্তৃক কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়। যা ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হলঃ রাতের বেলা ওয়াকওয়ে ব্যবহারকারীরা যাতে শারীরিক হেনস্থা এবং ছিনতাইকারীর কবলে না পরেন সেই লক্ষ্যে ভবিষ্যত প্রকল্পে স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা রাখা; প্রকল্প এলাকায় যাতে রাতের বেলায় অসামাজিক কার্যক্রম এবং মাদকসেবীদের মাদক গ্রহণের স্থান হিসেবে ব্যবহার না হয় সে বিষয়ে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা; প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো বিশেষ করে বেঞ্চসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নষ্ট হয়ে যাওয়া বেঞ্চগুলো সংস্কার করে ব্যবহারের উপযোগী করা এবং নতুন বেঞ্চের সংখ্যা বৃদ্ধি করা; প্রকল্প এলাকার যেখানে সেখানে এবং নদীর ফোরশোর এলাকায় যাতে কেউ আর্বজনা ফেলাতে না পারে সেই লক্ষ্যে ভবিষ্যত প্রকল্পে আর্বজনা ফেলার ব্যবস্থা রাখাসহ প্রকল্প এলাকার জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণ কালে প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ওয়াকওয়ের প্রস্থতা যাতে প্রয়োজনের তুলনায় কম না থাকে সে বিষয়ে নজর দেওয়া; অতিবৃষ্টিতে যাতে প্রকল্প এলাকায় পানি জমাট বেঁধে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করতে না পারে সেই লক্ষ্যে ভবিষ্যত প্রকল্পে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা; ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্পের জন্য বাজেটে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দের সংস্থান রাখা এবং ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণকালে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর যেমন-ওয়াসা, সিটি করপোরেশন, ধর্ম মন্ত্রণালয়কে সম্বন্বয় করে বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি নদীর তলদেশ থেকে বর্জ্যমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করাসহ কতিপয় সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে যা ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হলে প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট সুফলগুলো টেকসইকরণ নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রথম অধ্যায়
প্রকল্পের বিবরণ

১.১. প্রকল্পের পটভূমি

রাজধানী শহর ঢাকা তুরাগ, বালু, বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা চারটি নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ নদীসমূহে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের জন্য ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগীতে তিনটি অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর রয়েছে। এ নদীগুলোর তীরবর্তী এলাকার অনেকাংশ অবৈধ দখলে ছিল। কিছু ক্ষেত্রে (যেমন: গাবতলী এলাকার বড় বাজার; আমিন বাজার এলাকার হিজলা পাড়া; শীতলক্ষ্যা নদীর কাচঁপুর এলাকা; টান বাজার এলাকার নারায়নগঞ্জ টার্মিনাল এলাকা) বালু ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরাও নদী তীরবর্তী এলাকা দখল করে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছিল। অনেক ক্ষেত্রে তারা পাঁকা/সেমিপাঁকা দালান নির্মাণ করে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছিল। ফলে নদীর প্রশস্ততা এবং নাব্যতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছিল।

বিআইডব্লিউটিএ নদীর তীরভূমিসহ নদী ও নৌ-পথ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিআইডব্লিউটিএ'র উচ্ছেদ কর্মসূচি'র আওতায় ২০০১ সন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারই ধারাবহিকতায় স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী নৌ-বন্দরের অবৈধ দখল উচ্ছেদ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিআইডব্লিউটিএ নদীর তীরভূমিসহ নদী ও নৌ-পথ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে আসছে। যদিও নদী তীরভূমি দখলমুক্ত রাখার জন্য বিআইডব্লিউটিএ'র নিজস্ব কোন নিরাপত্তা প্রহরী ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নেই। এ ধরনের কাজে প্রচুর শ্রম এবং খরচের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। নদী বন্দর এলাকায় অবৈধ স্থাপনা স্থায়ীভাবে রোধকল্পে নদীর তীরে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং গাইড ওয়াল নির্মাণ করা এবং ওয়ালের নিকটে ওয়াকওয়ে, স্টেপ্স/স্টেয়ারস নির্মাণ, জেটি নির্মাণ, বসার বেঞ্চ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সবচেয়ে ফলপ্রসু পদক্ষেপ বলে প্রতীয়মান হয়। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

নদী তীরবর্তী এলাকায় অবৈধ দখল রোধকল্পে, বিশেষ করে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ এবং বালু নদীর তীরভূমি রক্ষার্থে ওয়াকওয়ে, ব্যাংক প্রটেকশন, কিউওয়াল ইত্যাদি নির্মাণের বিষয়ে বিগত ২১-০৭-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষাপটে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ঢাকা নদী বন্দরের আমিনবাজার, গাবতলী এলাকা, নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের কাঁচপুর ব্রীজ ও টানবাজার এলাকা এবং টংগী নদী বন্দরের টংগী এলাকায় নদীর তীরে আরসিসি কলাম/রিটেইনিং ওয়ালসহ ওয়াকওয়ে, ব্যাংক প্রটেকশনসহ ওয়াকওয়ে, স্টেপ্স/স্টেয়ারস ইত্যাদি নির্মাণ করার লক্ষ্যে গত ২৯.০৩.১১ তারিখে একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং এর বাস্তবায়ন মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় জুলাই'১১ –জুন'১৩।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

১.	**প্রকল্পের নাম**	:	**"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"**			
২.	**ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়**	:	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।			
	খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।			
৩.	**প্রকল্প এলাকা**	:	**বিভাগ**	**জেলা**	**উপজেলা**	
			ঢাকা	ঢাকা	১) ঢাকা মেট্রোপলিটন	২) সাভার
				গাজীপুর	১) গাজীপুর সদর	
				নারায়ণগঞ্জ	১) নারায়ণগঞ্জ সদর	২) সিদ্দিরগঞ্জ

৪.	**প্রকল্পের অর্থায়ন**	:	**মূল ব্যয় (লক্ষ টাকা)**	**সর্বশেষ সংশোধিত (লক্ষ টাকা)**	**মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি**	**প্রকৃত ব্যয়**
ক)	মোট	:	৯৯০০.০০	১০৮৪৩.০০	**৯৪৩.০০ লক্ষ টাকা (৯.৫২%)**	১০৭৫৩.৩৮ লক্ষ টাকা
খ)	জিওবি (১০০%)	:	৯৯০০.০০	১০৮৪৩.০০		

৫.	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
ক)	মূল	:	০১ জুলাই ২০১১	৩০ জুন ২০১৩
খ)	১ম সংশোধিত	:	০১ জুলাই ২০১১	৩০ জুন ২০১৫
গ)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	:	০১ জুলাই ২০১১	৩০ জুন ২০১৫
ঘ)	সময় বৃদ্ধি (% মূল অনুমোদিত সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি)	:	**২৪ মাস (১০০% সময় বৃদ্ধি)**	

তথ্যসূত্র: পিসিআর (সেপ্টেম্বর, ২০১৫)

১.২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো:

(১) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টংগী নদী বন্দর এলাকার ফোরশোর ভূমির অবৈধ দখল প্রতিরোধ;

(২) বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদীর প্রস্তাবিত অংশের সৌন্দর্যবর্ধন;

(৩) নদীসমূহের উভয় তীরের পরিবেশ উন্নয়নসহ সেবার মান বৃদ্ধি এবং

(৪) আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে প্রস্তাবিত নদীগুলোর ফোরশোর ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

১.৩. প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি

গত ২৯.০৩.১১ তারিখে ৯৯০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৮.১২.১২ তারিখে ১০৮৪৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি মাননীয় নৌ-পরিবহণ মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ব্যয় মূল ডিপিপির তুলনায় ৯.৫২% বেশি হওয়ায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উক্ত সংশোধন অনুমোদন করেছিলেন। পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে না পারার কারনে গত ০৩.০৭.১৪ তারিখে আইএমইডি'র সুপারিশে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ আরোও ১(এক) বছর বৃদ্ধি করে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ করা হয়।

প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ

ক. প্রকল্পের মুল আইটেমগুলো শুরু করার পূর্বে তীরভূমির অবৈধদখল উচ্ছেদ করাই ছিল অন্যতম প্রধান বাঁধা। ফলে নির্মাণ কাজের জন্য সাইটগুলো ঠিকাদারকে বুঝিয়ে দিতে অনেক দেরী হয়েছিল। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষ সময়সীমায় এসেও অনেক স্থানের বিশেষ করে টংগী বাজার এলাকা, উত্তরার রাজাবাড়ী এলাকা, কাঁচপুরের শিমরাইল ওয়াসা পাম্প এলাকার প্রকল্প এলাকাগুলো অবৈধ দখলে ছিল। যার কারণে ঐ এলাকাগুলো তখন পর্যন্ত ঠিকাদারদের বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। এই সকল কারণে জুন'১৪ পর্যন্ত প্রকল্পটি মোট কাজের মাত্র ৮০% কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। ফলে অবশিষ্ট ২০% কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় জুন'১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছিল।

খ. প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যয় ও পরিমাণের হ্রাস/বৃদ্ধি

১.৪. অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন এর হ্রাস/বৃদ্ধি হার)

প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির সময় এর সাথে প্রকল্পের নির্মাণ কাজেরও কিছু হ্রাস বৃদ্ধি করা হয়। যেমন: মূল ডিপিপিতে নির্ধারিত (ক) তীরের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ এর দৈর্ঘ্য ৭৩১০ মিটার থেকে বৃদ্ধি করে ১১৫৭০ মিটার, (খ) তীররক্ষার কাজ ৭৩১০ মিটার থেকে বৃদ্ধি করে ১১৫৭০ মিটার, (গ) আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ এর দৈর্ঘ্য ৫২০০ মিটার থেকে হ্রাস করে ১৯৩৫ মিটার, এবং (ঘ) কিউ ওয়াল নির্মাণ এর দৈর্ঘ্য ২৪০০ মিটার থেকে হ্রাস করে ১১১৫ মিটার নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের নির্মাণ কাজের বিভিন্ন অঙ্গের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে এবং নির্মাণ কাজের জন্য পণ্য ও

জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে প্রকল্পটির ব্যয় মূল ডিপিপির তুলনায় ৯.৫২% বৃদ্ধি করে ১০৮৪৩.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

১,৫. প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

ঢাকা নদী বন্দরের (আমিনবাজার, গাবতলী এলাকা) ৪.২৮ কিলোমিটার, নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের (কাচঁপুর ব্রীজ ও টানবাজার এলাকা) ৫.৩৮ কিলোমিটার এবং টংগী নদী বন্দরের (টংগী এলাকা) ৫.১৬ কিলোমিটারসহ মোট ১৫.০০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ
০১.	তীরের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ	মিটার	১১৫৭০.০০
০২.	তীররক্ষা কাজ	মিটার	১১৫৭০.০০
০৩.	আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ	মিটার	১৯৩৫.০০
০৪.	আরসিসি সিড়ি নির্মাণ	সংখ্যা	৮০টি
০৫.	বাউন্ডারি ওয়াল নির্মান	মিটার	৫০০.০০
০৬.	কিউ ওয়াল নির্মাণ	মিটার	১১১৫.০০
০৭.	নদীর তীরের ভরাট অংশের মাটি কাটা	লক্ষ ঘন মিটার	৩.০০
০৮.	অবৈধ দখল উচ্ছেদ	থোক	থোক

১.৬. অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

প্রকল্পে রাজস্ব ব্যয় বাবদ মোট ৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে উক্ত খাতে মোট আর্থিক অগ্রগতি ৪২.১২ লক্ষ টাকা। অপরদিকে মূলধন ব্যয় বাবদ ১০৭৩৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও মোট ব্যয় হয় ১০৭১১.২৫৩ লক্ষ টাকা। ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি ও প্রাইস কন্টিজেন্সি খাতে মোট ব্যয় যথাক্রমে ৫.০০ লক্ষ টাকা ও ৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও উক্ত খাতে প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১০৮৪৩.০০ লক্ষ টাকা থাকলেও প্রকৃত ব্যয় ছিল ১০৭৫৩.৩৮৭ লক্ষ টাকা।

(অংকসমূহঃ লক্ষ টাকায়)

কোড নং	কার্যক্রম	একক	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		জুন/১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		বিচ্যুতির (+/-) কারণ
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
ক) ব্যয় খাতঃ রাজস্ব							
৪৮০০	পরামর্শক (ডিজাইন, সার্ভে, সুপারভিশন, সয়েল টেস্ট ইত্যাদি)	থোক	থোক	৫০.০০	থোক	৪২.১২৭	প্রয়োজনের সাপেক্ষে
	মোট রাজস্ব =			**৫০.০০**		**৪২.১২৭**	
(খ) ব্যয় খাতঃ মুলধনিক							
৬৮০০	যানবাহন	সংখ্যা	১টি	৫০.০০	১টি	৪৮.০৪৫	বাজার মূল্য হ্রাস
৬৮১৪	সার্ভে যন্ত্রপাতি টোটাল স্টেশন মেশিন, লেভেল মেশিন)	সংখ্যা	২টি	৭.৫০	২টি	৭.৪৯	বাজার মূল্য হ্রাস
৬৮১৫	অফিস ইকুইপমেন্ট (কম্পিউটার-২, প্রিন্টার-২, ফটোকপিয়ার-১)	সংখ্যা	৫টি	৩.৫০	৫টি	২.৩৯৫	বাজার মূল্য হ্রাস
৭০০০	**পুর্তকর্ম**						
	ক) তীরের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ	মিটার	১১৫৭০.০০	১১৭৩.১৫	১৪০৮৬.০০	১৭৪০.৮৬৮	এলাকার চাহিদার কারণে পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বাজার মূল্য উর্দ্ধগতি
	খ) তীররক্ষা কাজ	মিটার	১১৫৭০.০০	৩৬৯৪.৯৯	১৩২০৬.৮০	৪৯১৭.৯৯৭	

কোড নং	কার্যক্রম	একক	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		জুন/১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		বিচ্যুতির (+/-) কারণ
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
ক) ব্যয় খাতঃ রাজস্ব							
	গ) আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ	মিটার	১৯৩৫.০০	১৮৬৩.৩১	১৫২৯.০০	৯৯৮.৮০	বাজার মূল্য উর্দ্ধগতি এবং এলাকার বিবেচনায় পরিমাণ হ্রাস
	ঘ) আরসিসি সিড়ি নির্মাণ	সংখ্যা	৮০টি	১৭৬৪.৭২	৮৯	১৪২৯.৭৯	এলাকার চাহিদার কারণে পরিমাণ বৃদ্ধি
	ঙ) বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	মিটার	৫০০.০০	৩৫.০০	২৫১.০০	২.৭২২	বাজার মূল্য উর্দ্ধগতি এবং এলাকার বিবেচনায় পরিমাণ হ্রাস
	চ) কিউ ওয়াল নির্মাণ	মিটার	১১১৫.০০	১৫৪০.৪৩	৮৭০.০০	১০৮০.৫৮২	
	ছ) নদীর তীরের ভরাট অংশের মাটি কাটা	লক্ষ ঘন মিটার	৩.০০	৫৪০.০০	৩.৩৬	৪৩৪.৮২	বাজার মূল্য হ্রাস
	জ) অবৈধ দখল উচ্ছেদ	থোক	থোক	১০.০০	-	৬.৩০	
৭৯৮০	অন্যান্য ব্যয় (স্টেশনারী, ফুয়েল/ড্রাইভার ব্যয় ও প্রকল্প পরিচালনার অন্যান্য ব্যয়)	থোক	থোক	৫৫.৪০	-	৪১.৪৫	
	মোট মূলধন			**১০৭৩৮.০০**		১০৭১১.২৫৩	
গ)	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি			৫.০০		-	এলাকা বিবেচনায় অপ্রয়োজনীয়
ঘ)	প্রাইস কন্টিজেন্সি			৫০.০০		-	এলাকা বিবেচনায় অপ্রয়োজনীয়
	মোট প্রকল্প (ক+খ+গ+ঘ)			**১০৮৪৩.০০**		**১০৭৫৩.৩৮৭**	

তথ্যসূত্র: পিসিআর, সেপ্টেম্বর ২০১৫

১.৭. ক্রয় পরিকল্পনা

পণ্য: প্রকল্পের অধীনে যন্ত্রপাতি (Goods) এ ৪টি প্যাকেজে পিকআপ, সার্ভে যন্ত্রপাতি ও অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় বাবদ ডিপিপিতে ৬১,০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঠিকাদরের সাথে ৫৭.৯৩৫ লক্ষ টাকায় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। প্রকল্পটির প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় পিপিআর-২০০৮ এবং পিপিএ-২০০৬ এর বিধি ও আইনসমূহ প্রতিপালনসহ পিইসি গঠনপূর্বক দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কার্য: Construction Works-এর জন্য ৮টি প্যাকেজে ডিপিপি বরাদ্দ ছিল ১০৬১১.৬০ লক্ষ টাকা, সে আনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি এবং ১০৬০৩.৫৭৮ লক্ষ টাকায় কাজগুলো বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটির প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় পিপিআর-২০০৮ এবং পিপিএ-২০০৬ এর বিধি ও আইনসমূহ প্রতিপালনসহ পিইসি গঠনপূর্বক দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সেবা: সেবা-এর জন্য ৩টি প্যাকেজে ডিপিপি বরাদ্দ ছিল ৫০.০০ লক্ষ টাকা, সে আনুযায়ী কিউসিবিএস পদ্ধতিতে টেন্ডার আহবান করে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি এবং ৪২.০০ লক্ষ টাকায় কাজগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় পিপিআর-২০০৮ এবং পিপিএ-২০০৬ এর বিধি ও আইনসমূহ প্রতিপালনসহ পিইসি গঠনপূর্বক দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১.৮. ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
জিডি-০১	যানবাহন	সংখ্যা	০১টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ	জিওবি	৫০.০০	নভেম্বর ১২	ফেব্রুয়ারী ১২	মার্চ ১৩
জিডি-০২	জরিপ যন্ত্রপাতি (১টি স্টেশন মেশিন ও ১টি লেভেলিং মেশিন)	সংখ্যা	০২টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ	জিওবি	৭.৫০	অক্টোবর ১১	নভেম্বর ১১	জানুয়ারি ১২
জিডি -০৩	কম্পিউটার-২ এবং প্রিন্টার-২	সংখ্যা	৪টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ	জিওবি	১.৫০	নভেম্বর ১২	ফেব্রুয়ারী ১২	মার্চ ১৩
জিডি-০৪	ফটোকপিয়ার-০১	সংখ্যা	০১টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ	জিওবি	২.০০	নভেম্বর ১২	ফেব্রুয়ারী ১২	জানুয়ারি ১৩
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৬১.০০			

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			চুক্তি মূল্য	প্রকৃত তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
টঙ্গী নদী বন্দরঃ														
ডব্লিউডি-০১	তুরাগ নদীর টঙ্গী প্রান্তে ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ: মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=১২৯০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=১২৯০ মি. গ. পাইলের উপর ওয়াকওয়ে=৬৭৫.০০ মি. ঘ. কিউ ওয়াল=৩৩৫মি. ঙ. আরসিসি সিড়ি=১৫টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	এমওএস	জিওবি	২০৪৯.৫৮	নভেম্বর ১২	ফেব্রুয়ারী ১২	জুন ১৪	২০১৮.০০	১৯.১১.১২	১৪.০৩.১৩	১০.০২.১৫
ডব্লিউডি-০২	তুরাগ নদীর ঢাকা প্রান্তে ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ: মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=২০৯০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=২০৯০ মি. গ. পাইলের উপর ওয়াকওয়ে=৬২৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=১৮টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটিএ-বোর্ড	জিওবি	১৭২৮.১১	নভেম্বর ১২	ফেব্রুয়ারী ১২	জুন ১৪	১৭৩০.৮৯	১৯.১১.২০১২	২৪.০৩.২০১৩	২৪.০৫.২০১৫
ঢাকা নদী বন্দরঃ														
ডব্লিউডি-০৩	ঢাকা নদীর আমিনবাজার এলাকায় ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ: মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=৬৪৫ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=৬৪৫ মি. গ. ওয়াল=২২৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=৮টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটিএ বোর্ড	জিওবি	৮৮৯.৪০	জানুয়ারি ১২	ডিসেম্বর ১২	জুন ১৪	৮৭৫.৭২	২৭.০২.২০১২	১৭.০১.১৩	১৭.০৩.১৫
ডব্লিউডি-০৪	ঢাকা নদীর গাবতলী এলাকায় (বড় বাজার থেকে টার্মিনাল) ওয়ালসহ হাঁটার	মি. সংখ্যা, ল:ঘ: মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=৯০০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=৯০০ মি. গ. ওয়াল=৫২৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৯টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটিএ বোর্ড	জিওবি	১৪৩৭.২৫	জানুয়ারি ১২	ডিসেম্বর ১২	জুন ১৪	১৪২১.৯৫	২৭.০২.২০১২	০৭.১১.১২	০৭.১১.১৪

	রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ													
ডব্লিউডি-০৫	ঢাকা নদীর গাবতলী এলাকায় (টার্মিনাল থেকে নিম্নমুখী) ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ: মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=২১৩০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=২১৩০ মি. গ. ওয়াল=৭৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৮টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটিএ বোর্ড	জিওবি	১২৬৯.০৭	জানুয়ারি ১২	মার্চ ১২	জুন ১৩	১২৫৪.৪০	০১.০১.১২	০৫.০৪.১২	০২.০৪.১৪
নারানগঞ্জ নদী বন্দর:														
ডব্লিউডি-০৬	কাঁচপুর থেকে ডেমরা পর্যন্ত ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ: মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=২৭৬০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=২৭৬০ মি. গ. ওয়াল=৬০মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৫টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটিএ বোর্ড	জিওবি	১৭৯৬.৪০	জানুয়ারি ১২	মার্চ ১২	জুন ১৩	১৭৯৫.৮৫	০১.০১.১২	১৭.০৪.১২	১৫.০৪.১৪
ডব্লিউডি-০৭	কাচপুর এলাকায় (ব্রিজ থেকে নিম্নমুখী) ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ: মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=১৩০০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=১৩০০ মি. গ. ওয়াল=৯০মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৫টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটিএ বোর্ড	জিওবি	৭৪১.৪০	জানুয়ারি ১২	মার্চ ১২	জুন ১৩	৭৬৮.৫৫	০১.০১.১২	০৪.০৪.১২	২৮.০৭.১৪
ডব্লিউডি-০৮	টান বাজার এলাকায় ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ: মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=৬৫৫ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=৬৫৫ মি. গ. ওয়াল=৩৭০মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৮টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটিএ বোর্ড	জিওবি	৭৬৪.৬০	জানুয়ারি ১২	সেপ্টেম্বর ১২	জুন ১৪	৭৬১.৯১	২৭.০২.২০১২	১০.০৬.১২	২৯.০৪.১৪
ক্রয়কৃত কৃতকার্যের মোট মূল্য							**১০৬৭৫.৮১**				**১০৬২৭.২৬**			

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
এসডি-০১	নকশা ও নকশা সংক্রান্ত কার্যক্রম	থোক	থোক	কিউসিবিএস পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটিএ বোর্ড	জিওবি	৩০.০০	জুলাই ১১	আগষ্ট ১১	জানুয়ারি ১২
এসডি-০২/এসডি-০৩	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ (পরামর্শক, টিম লিডার ও জুনিয়ার পরামর্শক)	২ জন	৪৫ মাস (১৫+৩০)	কিউসিবিএস পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটিএ বোর্ড	জিওবি	১৫.০০	মার্চ ১২	মার্চ ১২	জুন ১৪
এসডি -০৪	ইঞ্জিনিয়ার জরিপ (সর্বমোট স্টেশন)	থোক	থোক	সিঙ্গেল সোর্স সিলেকশন পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটিএ বোর্ড	জিওবি	৫.০০	সেপ্টেম্বর ১২ থেকে সেপ্টেম্বও ১৪	অক্টোবর ১২ থেকে অক্টোবর ১৪	জুন ১৪
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							**৫০.০০**			

১.৯. লগ ফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য (Goal) মসৃণ এবং টেকসই অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজীকরণ	* নদী বন্দর এলাকায় অবৈধ দখলদার রোধ। * নদীর স্বাভাবিক প্রস্থ (১২০ থেকে ৫০০ ফুট) পুনরুদ্ধার।	আইএমইডির পোষ্ট ইভালুয়েশন প্রতিবেদন এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR)	দীর্ঘদিন ধরে সার্বক্ষণিক স্বাভাবিক জলপ্রবাহ থাকবে।
উদ্দেশ্য (Purpose) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী নদী বন্দরের অধীনে টেকসই ফোরশোর ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন	❖ ৩ নদীর ফোরশোর এলাকায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ❖ ১৫.০০ কিলোমিটার বেদখল হয়ে যাওয়া ফোরশোর জমি ৩ বছরের মধ্যে অধিবাসীদের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া।	পিডি এবং আইএমইডির পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন	নদী তীরবর্তী এলাকা দখলমুক্ত থাকবে।
আউটপুট ১) নদী বন্দর এলাকায় অবৈধ দখলদারী রোধ; ২) ঢাকা শহরের পরিবেশের উন্নতি; ৩) নদীতীরের সৌন্দর্যবর্ধন; ৪) ঢাকার মধ্যে ও আশেপাশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন বৃদ্ধি; ইত্যাদি।	১) পাইল কলামের উপর ১৯৩৫ মি. ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ২) তীর সংরক্ষণসহ ১১৫৭০ মি. ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ৩) ৮০টি আরসিসি সিড়ি নির্মাণ। ৪) ৫০০ মি. বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ। ৫) ১১১৫ মি. কিউ ওয়াল নির্মাণ।	অগ্রগতি, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন	● কার্য সম্পাদনের জন্য অনুকূল পরিবেশ
ইনপুট ১) নদীর তীরে নোঙর ও হাঁটার সুবিধা সৃষ্টি। ২) অন্যান্য কার্যক্রম।	**<u>প্রত্যেক কার্যক্রমের জন্য অর্থ খরচ (লক্ষ টাকা)</u>** ১) ১০৬১১.৬০ ২) ২৩১.৪০	পিডির প্রতিবেদন প্রকল্প অফিসের তথ্য	● প্রত্যেক কর্মকান্ডের জন্য সময়মত অর্থ যোগান ● সময়মত নির্মাণ সামগ্রীর সহজলভ্যতা

১.১০ টেকসইকরণ পরিকল্পনা

প্রকল্পের ডিপিপি এবং আরডিপিপিতে প্রকল্পটির টেকসইকরণ পরিকল্পনা ও এক্সিট প্লান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন দিকনির্দেশনা ছিল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি (Methodology)

২.১. পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি

১. প্রকল্পের ১০০% এলাকা প্রভাব মূল্যায়নের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা;

২. প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৩. প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্প ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;

৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬), সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের গাইডলাইন ইত্যাদি প্রতিপালন এবং গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬. প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, নিয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;

৭. প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৮. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান;

৮.১ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থায় দ্রুত ও টেকসই সুবিধাদি নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটির ভূমিকা যাচাইকরণ;

৮.২ নদী বন্দর এলাকায় অবৈধ দখলদার রোধ, পরিবেশের উন্নয়ন, নদী তীরের সৌন্দর্য বর্ধন, পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নদী তীরের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণে মতামত প্রদান;

৯. প্রকল্পের success story ও প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের টেকসইকরণ পরিকল্পনা (Sustainability plan) বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান;

১০. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিপত্রে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও অনুমোদিত ইনসেপশন প্রতিবেদনের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ; (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফলসমূহ অবহিত করণ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;

১১. চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা সংযোজন এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান;

২.২. প্রকল্প এলাকা নির্বাচন

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী নদী বন্দরের অধীনে টেকসই ফোরশোর ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনই ছিল **"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। নদী বন্দর এলাকায় অবৈধ স্থাপনা স্থায়ীভাবে রোধকল্পে নদীর তীরে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং গাইড ওয়াল নির্মাণ করা এবং ওয়ালের নিকটে ওয়াকওয়ে, স্টেপ্স/স্টেয়ারস নির্মাণ, জেটি নির্মাণ, বসার বেঞ্চ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নিম্নে প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রমের এলাকা ভিত্তিক তালিকা দেওয়া হল:

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রম
টঙ্গী নদী বন্দরঃ		
০১.	তুরাগ নদীর টঙ্গী প্রান্তে ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=১২৯০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=১২৯০ মি. গ. পাইলের উপর ওয়াকওয়ে=৬৭৫.০০ মি. ঘ. কিউ ওয়াল=৩৩৫মি. ঙ. আরসিসি সিড়ি=১৫টি
০২.	তুরাগ নদীর ঢাকা প্রান্তে ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=২০৯০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=২০৯০ মি. গ. পাইলের উপর ওয়াকওয়ে=৬২৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=১৮টি
ঢাকা নদী বন্দরঃ		
০১.	ঢাকা নদীর আমিনবাজার এলাকায় ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=৬৪৫ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=৬৪৫ মি. গ. ওয়াল=২২৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=৮টি
০২.	ঢাকা নদীর গাবতলী এলাকায় (বড় বাজার থেকে টার্মিনাল) ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=৯০০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=৯০০ মি. গ. ওয়াল=৫২৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৯টি
০৩.	ঢাকা নদীর গাবতলী এলাকায় (টার্মিনাল থেকে নিম্নমুখী) ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=২১৩০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=২১৩০ মি. গ. ওয়াল=৭৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৮টি
নারানগঞ্জ নদী বন্দরঃ		
০১.	কাচপুর থেকে ডেমরা পর্যন্ত ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=২৭৬০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=২৭৬০ মি. গ. ওয়াল=৬০মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৫টি
০২.	কাচপুর এলাকায় (ব্রিজ থেকে নিম্নমুখী) ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=১৩০০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=১৩০০ মি. গ. ওয়াল=৯০মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৫টি
০৩.	তান বাজার এলাকায় ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=৬৫৫ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=৬৫৫ মি. গ. ওয়াল=৩৭০মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৮টি

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধিতে উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক উপরোক্ত সকল এলাকাকে (১০০% প্রকল্প এলাকা) বর্তমান প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেই সকল ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যারা উক্ত প্রকল্প এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে অথবা/এবং প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত অবকাঠামোসমূহ ব্যবহার করে।

২.৩. নমুনায়ন পদ্ধতি ও নমুনার আকার নির্ধারণ

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকার সকল ধরনের উত্তরদাতার অংশগ্রহণমূলক (Participatory Rural Appraisal) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের মধ্য থেকে যে কোন ব্যক্তি সমীক্ষা কার্যক্রমে উত্তরদাতা হিসেবে অংশগ্রহণ করার জন্য সমানভাবে সুযোগ পেয়েছেন। এ পদ্ধতিটি **"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন; নদী বন্দর এলাকায় অবৈধ দখলদারী রোধ, ঢাকা শহরের পরিবেশের উন্নতি, নদীতীরের সৌন্দর্যবর্ধন, ঢাকার মধ্যে ও আশেপাশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন বৃদ্ধি, নদী তীরসমূহের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং উক্ত নদীসমূহের উভয় তীরের (আলোচ্য অংশের) পরিবেশ উন্নয়নে প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়ে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন সেকেন্ডারি প্রমাণপত্র পর্যালোচনার কাজে সংশ্লিষ্ট সকলমহলকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মূল্যায়ন সমীক্ষাটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার যথা প্রশ্নাবলির মাধ্যমে মাঠ সমীক্ষা, ফোকাস গ্রুপ

ডিসকাশন, প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ, রির্পোট পর্যালোচনা এবং প্রকল্প এলাকায় পরিদর্শন ও বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্যাকেজসমূহের (পণ্য, নির্মাণ কাজ ও সেবাসমূহ) ক্রয় কার্যক্রম (দরপত্র আহ্বান, দরপত্র মূল্যায়ন, ক্রয় পদ্ধতি অনুমোদন, চুক্তিনামা সম্পাদন প্রভৃতি) বিদ্যমান ক্রয় নীতিমালার আলোকে করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে।

নমুনায়ন পদ্ধতি

বর্তমান প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই ধরনের নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি যথা সংখ্যাগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যা নিম্নে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলোঃ

২.৩.১. সংখ্যাগত বিশ্লেষণ

২.৩.১.১. সরাসরি সাক্ষাৎকার

প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত স্থানীয় জনগণ এবং প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিত ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে এমন ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে কাঠামোগত প্রশ্নাবলির মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম ও এর প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাদি সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৩.১.২. উপকারভোগী উত্তরদাতার নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ

সমীক্ষা দল সমীক্ষাটি বস্তুনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে উপকারভোগীদের নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এ সমীক্ষা কার্যক্রমের জন্য Simple Random Sampling ব্যবহার করা হয়েছিল। নিম্নের পরিসংখ্যানের সূত্র ব্যবহার করে নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

নমুনা সংখ্যা,

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{Z^2 \times pq}}{\mathbf{e^2}} \times \textbf{Design Effect}$$

এখানে,

n = নমুনা সংখ্যা

Z= নরমাল ভ্যারিয়েট, যার মান ৫% সিগনিফিকেন্ট লেভেল এবং ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলে ১.৯৬

p হলো অনুমিত অনুপাত লক্ষ্যমাত্রা, এখন পর্যন্ত এলাকার ৫০% জনগণ উপকৃত হচ্ছে, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে p =০.৫

q= ১-p = ১-০.৫০ = ০.৫০

e= ভুলের সীমারেখা, যার মান ৪% ধরা হয়েছে. অর্থাৎ *e* =০.০৪। ক্লাস্টার নমুনা পদ্ধতিতে ভুলের পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভবনা থাকে বলে ডিজাইন ইফেক্ট-এর মান ১.৭৫ ধরা হয়েছে।

$$\mathbf{n} = \frac{(১.৯৬)^২ \times ০.৫ \times ০.৫}{(০.০৪)^২} \times ১.৭৫$$

$$\mathbf{n} = ০.৯৬০৪/০.০০১৬ \times ১.৭৫$$

$$\mathbf{n} = ১০৫০.৫৩ \sim ১০৫০$$

সুতরাং, পূর্ণাঙ্গ নমুনা সংখ্যায় n = ১০৫০ জন প্রোগ্রাম গ্রুপ/প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতা।

২.৩.১.৩. নমুনা উত্তরদাতা নির্বাচন পদ্ধতি ও বিতরণ

সাধারন দৈব নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে এই প্রকল্পের উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। তাই অবৈধ দখলের উচ্ছেদ এলাকার আয়তনকে স্তরিত নমুনায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধরে মোট নমুনার আকারকে বন্টন করা হয়েছে। ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর অঞ্চল হতে ১৫.৬১৪ কিলোমিটার অবৈধ দখলদারিত্ব থেকে ভূমি উদ্ধার করে বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। নিচে নমুনা বন্টন পদ্ধতি দেওয়া হলো:

গাবতলী = (১০৫০×৩.৮৭১/১৫.৬১৪)=২৬০

আমিনবাজার = (১০৫০×১.০১/১৫.৬১৪)=৭০

টঙ্গী = (১০৫০×৫.১২৬/১৫.৬১৪)=৩৫০

কাচপুর = (১০৫০×৪.৪/১৫.৬১৪)= ৩০০

টান বাজার = (১০৫০×১.২০৭/১৫.৬১৪)= ৭০

টেবিল-৩.১: উপকারভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতার সংখ্যা নির্বাচন ও বিতরণ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন	উত্তরদাতার বিন্যাস পদ্ধতি
ঢাকা	ঢাকা	গাবতলী	২৬০
		আমিনবাজার	৭০
	গাজীপুর	টঙ্গী	৩৫০
	নারায়নগঞ্জ	কাচপুর	৩০০
		টান বাজার	৭০
সর্বমোট	**৩**	**৫**	**১০৫০**

টেবিল-৩.২: প্রকল্প উপজেলায় উপকারভোগীদের ধরণ অনুযায়ী উত্তরদাতার সংখ্যা নির্বাচন ও বিতরণ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন	উত্তরদাতার বিন্যাস পদ্ধতি				
			সাধারণ পথচারী (৫০%)	শ্রমিক (৩০%)	ব্যবসায়ী (১০%)	নৌচালক (১০%)	সর্বমোট
ঢাকা	ঢাকা	গাবতলী	১৩০	৭৮	২৬	২৬	২৬০
		আমিনবাজার	৩৫	২১	৭	৭	৭০
	গাজীপুর	টঙ্গী	১৭৫	১০৫	৩৫	৩৫	৩৫০
	নারায়নগঞ্জ	কাচপুর	১৫০	৯০	৩০	৩০	৩০০
		টান বাজার	৩৫	২১	৭	৭	৭০
সর্বমোট	**৩**	**৫**	**৫২৫**	**৩১৫**	**১০৫**	**১০৫**	**১০৫০**

২.৩.২. গুণগত বিশ্লেষণ

এই সমীক্ষা কার্যক্রমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি), কি ইনফরমেন্ট ইনটারভিউ (কেআইআই) ও কেস স্টাডি পদ্ধতি সম্পন্ন করা হয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

২.৩.২.১. সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

- সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরামর্শক দল বাস্তবায়নকারী সংস্থা যথা BIWTA, IMED এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এবং বিভিন্ন কর্মকর্তার সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করেছেন।

- পরামর্শক প্রকল্পের বাস্তব এবং আর্থিক অর্জন সমূহ পর্যালোচনা করেছেন। বাস্তবায়িত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি যেমনঃ
  ক) বছর অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল ও প্রকৃত খরচের তুলনা
  খ) অঙ্গ অনুযায়ী বাস্তবায়িত প্রকল্পের ব্যয়
  গ) কার্য সম্পাদন ব্যয়
- মালামাল, নির্মাণ সামগ্রী ও সেবা ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করেছেন।

২.৩.২.২. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি): গুণগত বিশ্লেষণের জন্য প্রকল্পের ৫ টি উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন হতে দুইটি করে মোট ১০টি এফজিডি করা হয়েছে। প্রত্যেক এফজিডিতে ন্যূনতম ১০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিল। প্রতিটি এফজিডিতে প্রকল্প গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকজন তথা কৃষক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজের গণ্যমান্য লোকজন, শিক্ষক, ছাত্র, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল এবং এদের কাছ থেকে এফজিডি গাইডলাইনস-এর মাধ্যমে প্রকল্পের কর্মকান্ড ও এর প্রভাব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রতিটি এফজিডি প্রকল্প গ্রামের এমন একটি জায়গায় করা হয়েছিল যাতে সকল ধরনের অংশগ্রহণকারী উক্ত স্থানে সহজে আসতে পারে এবং অবাধে মতামত প্রদান করতে পারে। সর্বমোট ১০টি এফজিডি করার ফলে প্রায় ১০০ জন অংশগ্রহণকারী মতামত দিতে পেরেছিল। প্রস্তাবিত এফজিডিগুলো এফজিডি গাইডলাইন (পরিশিষ্ট-৩) অনুসারে পরিচালিত হয়েছিল। এফজিডিগুলো নিম্নোক্ত এলাকায় সম্পন্ন করা হয়েছিল:

এফজিডি সম্পন্ন করার স্থান

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন	সর্বমোট
ঢাকা	ঢাকা	গাবতলী	২
		আমিনবাজার	২
	গাজীপুর	টঙ্গী	২
	নারায়নগঞ্জ	কাচপুর	২
		টান বাজার	২
সর্বমোট	**৩**	**৫**	**১০**

২.৩.২.৩. কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই): প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত মুখ্য ব্যক্তিবর্গ তথা প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/প্রকৌশলী, বিআইডব্লিউটিএ-এর হেড অফিস-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ এবং ভূমি কর্মকর্তার সাথে কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে। ৫টি উপজেলার পরিবেশবিদ, শিক্ষক, স্থানীয় প্রশাসন, ভূমি কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে মোট ১০টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া বিআইডব্লিউটিএ-এর হেড অফিস-এ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের (প্রকল্প পরিচালক, প্রকৌশলী এবং সহকারী প্রকৌশলী) সঙ্গে আরো ১০টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে মোট ২০টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাথে কেআইআই পরিচালনা করার জন্য একটি KII Checklist (পরিশিষ্ট-৪ ও ৫) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কেআইআই গুলোতে যে সকল বিষয়/সূচকগুলো নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে প্রকল্পের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য অনুসারে বাস্তবায়ন, অর্জন ও প্রধান প্রধান কর্মকান্ডগুলোর বর্তমান কার্যকর অবস্থা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়, প্রকল্পের পণ্য, নির্মাণ সামগ্রী ও সেবাসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়া ও আর্থিক ব্যয়, পরিবেশের উপর প্রভাব, উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ, কৃষি ফসল উৎপাদনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব, প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প উন্নয়নে সুপারিশসহ খুঁটিনাটি বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়।

SWOT বিশ্লেষণঃ উপকারভোগীর কাছ থেকে সমীক্ষার প্রশ্নাবলির মাধ্যমে প্রকল্পের সবল (strength), দুর্বল (weakness), সুযোগ (opportunity) ও ঝুঁকি (threat) বিশ্লেষণের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাছাড়া এফজিডি ও কেআইআই এর মাধ্যমেও SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রশ্নাবলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো সমন্বয় করে খসড়া প্রতিবেদনে সংযোজন করা হয়েছে।

২.৩.৩. নমুনা সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

টেবিল-২.১: সংক্ষেপে উত্তরদাতার সংখ্যা এবং ধরণ

কার্যক্রম	অংশগ্রহণকারী/ উত্তরদাতা	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার ধরণ
ক. সংখ্যাগত সমীক্ষা			
ক-১. উপকারভোগী সমীক্ষা: ***(প্রশ্নাবলি ব্যবহার করে সরাসরি সাক্ষাৎকার)***	প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতা	১০৫০	প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী সকল ধরনের উপকারভোগী জনগণ যারা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সরাসরি উপকার পাচ্ছেন (কমপক্ষে ২৫% মহিলা)
	সর্বমোট	**১০৫০**	
খ. গুণগত সমীক্ষা			
খ-১: এফজিডি	মোট ১০টি এফজিডি প্রতিটি এফজিডি তে ১০ জন অংশগ্রহণকারী	১০০	সব ধরনের উপকারভোগী।
খ-২: মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার	প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত মুখ্য কর্মকর্তা/ ব্যক্তিবর্গ	১০	বিআইডব্লিউটিএ-এর হেড অফিস, প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট বন্দরের বিআইডব্লিউটিএ-এর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী এবং পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ভূমি অফিস, বন্দর কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ে বাপাউবো-এর প্রকৌশলী, পরিবেশবিদ, শিক্ষক, স্থানীয় প্রশাসন	১০	প্রতিটি উপজেলা হতে ২টি করে মোট ১০টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে।
সমীক্ষার মোট নমুনা		**১১৭০**	-
বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ	তীরের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ; তীররক্ষা কাজ; আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ; আরসিসি সিড়ি নির্মাণ; বাউন্ডারি ওয়াল নির্মান; কিউ ওয়াল নির্মাণ; নদীর তীরের ভরাট অংশের মাটি কাটা		প্রকল্প বাস্তবায়িত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

২.৪. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

২.৪.১. উপকারভোগী উত্তরদাতাদের জন্য প্রশ্নাবলি প্রণয়ন

প্রকল্পের ৫টি উপজেলায়/সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের মূল্যায়ন সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রকল্প উপজেলার মোট ১০৫০ জন প্রকল্প উপকারভোগীর নিকট হতে প্রশ্নাবলির (পরিশিষ্ট-১) মাধ্যমে প্রকল্পের সুফল ও প্রভাব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতাদের প্রশ্নাবলি প্রণয়নে যেসব সূচক/বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তা হলো- প্রকল্প কর্মকান্ডগুলোর বর্তমান কার্যকর অবস্থা, প্রকল্পের অবকাঠামো, কৃষি ফসল উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব ও পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে অর্জিত সুবিধাসমূহ, ব্যবসা-বানিজ্য বৃদ্ধি, ব্যবহারযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচনে প্রকল্পের প্রভাব, প্রকল্প কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের সুবিধা বৃদ্ধি, প্রকল্প কর্মকান্ডের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি, প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ, অন্য এলাকায় একই রকম আরো উন্নত প্রকল্পের জন্য সুপারিশ ইত্যাদি।

২.৪.২. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন সভার গাইডলাইন (FGD Guideline) প্রণয়ন

এফজিডি এর কাঙ্ক্ষিত অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে নমুনা গ্রামে ফোকাস গ্রুপ সভা (এফজিডি) করা হয়েছিল। ৫টি প্রকল্প উপজেলায় মোট ১০টি এফজিডি করা হয়েছিল যাতে ন্যূনতম ১০ জন করে অংশগ্রহণকারী উপস্থিত থাকে। এফজিডিগুলো এমন একটি জায়গায় করা হয়েছিল যাতে সকল ধরনের অংশগ্রহণকারী সহজে আসতে পারে এবং অবাধে কথা বলতে পারে। এফজিডি গাইডলাইন (পরিশিষ্ট-৩) অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যকারিতার দক্ষতা ও যথার্থতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য এফজিডি-র আয়োজন করা হয়।

এফজিডি গাইডলাইন প্রণয়নে যে সকল বিষয়/সূচক অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তা হলো- প্রকল্প কর্মকান্ডগুলোর বর্তমান কার্যকর অবস্থা, প্রকল্পের অবকাঠামো, কৃষি ফসল উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব ও পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে অর্জিত সুবিধাসমূহ, ব্যবসা-বানিজ্য বৃদ্ধি, ব্যবহারযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচনে প্রকল্পের প্রভাব, প্রকল্প কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের সুবিধা বৃদ্ধি, প্রকল্প কর্মকান্ডের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি, প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ, অন্য এলাকায় একই রকম আরো উন্নত প্রকল্পের জন্য সুপারিশ ইত্যাদি।

২.৪.৩. কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) চেকলিস্ট প্রণয়ন

প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে যেসকল কর্মকর্তা সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন এবং বর্তমানে যারা মাঠপর্যায়ে কর্মরত আছেন, তাদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেআইআই উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছিল। প্রকল্পের মুখ্য ব্যক্তি তথা প্রকল্প পরিচালক, বন্দর এলাকার বিআইডব্লিউটিএ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ভূমি অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা সঙ্গে কেআইআই পরিচালনা করা হয়। সর্বমোট ২০ জন ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে কেআইআই চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট-৪ ও ৫) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, ক্রয় প্রক্রিয়াসহ প্রকল্প ব্যয় এবং প্রকল্পের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছিল:

i) প্রকল্পের ধারণা, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য

- প্রকল্পটি সেক্টরের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রাসঙ্গিক ছিল কিনা;
- প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন এবং আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির সংশ্লিষ্টতা
- কম্পোনেন্ট অনুসারে প্রকল্পের সকল কাজ পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে কিনা;
- ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা:
- প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মকান্ডগুলোর বর্তমান কার্যকরী অবস্থা

ii) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন

- হেড কোয়ার্টার লেভেলে কোন অফিস প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল;
- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব কোন অফিস/কাদের উপর ন্যস্ত ছিল এবং তারা ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করেছে কিনা; ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তা কিভাবে সমাধান করা হয়েছে;
- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং-এর দায়িত্ব কোন অফিস/কাদের উপর ন্যস্ত ছিল এবং তারা ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করেছে কিনা; ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তা কিভাবে সমাধান করা হয়েছে;
- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, পরিমাণ নিশ্চিতকরণ ও সময় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত ছিল এবং তারা ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করেছে কিনা;
- গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুসারে ঠিকাদার বা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত পরীক্ষা করা হয়েছিল কিনা এবং কোন রকম ব্যত্যয় পাওয়া গেলে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা কিভাবে সমাধান করা হয়েছিল;
- মনিটরিং রিপোর্টে ঠিকাদারের কোন প্রকার চুক্তির বরখেলাপ (non-compliance) ছিল কিনা; ঠিকাদারের চুক্তির বরখেলাপ (non-compliance) থেকে থাকলে মনিটরিং রিপোর্টে এমনটি কতবার পাওয়া যায় এবং কিভাবে সমাধান করা হয়েছিল;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান বাঁধাগুলো কি ছিল এবং সেগুলো কিভাবে সমাধান করা হয়েছিল;

- সমাপ্ত নির্মাণ কাজের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয় কিনা; হয়ে থাকলে কারা এ কাজ করে থাকেন এবং তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কিনা; নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বাধাঁগুলো কি কি;

iii) প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া ও আর্থিক ব্যয়

- প্রকল্পের দরপত্রের জন্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন তৈরির দায়িত্ব কোন অফিস/কাদের ওপর ন্যস্ত ছিল এবং তা ঠিকমতো করা হয়েছিল কি না;
- পণ্য, নির্মাণ সামগ্রী ও সেবাসমূহ ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য কোন ধরনের টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল (পরিশিষ্ট-৮);
- পণ্য, নির্মাণ সামগ্রী ও সেবাসমূহ ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত সরকারী ক্রয় নীতিমালা (পিপিআর ২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং ঠিকমতো অনুসরণ না করা হয়ে কি ধরনের ব্যত্যয় হয়েছিল (পরিশিষ্ট-৮);
- কাজের চুক্তির মূল্যমান সিডিউল মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য ছিল কিনা; যদি না হয়, কেন এবং কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছিল;
- পণ্য ও ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানদন্ড কি ছিল এবং তা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা;
- চুক্তি অনুযায়ী সব কাজ টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুসারে সম্পাদন হয়েছে কিনা;
- যদি পুরোপুরি সম্পন্ন না হয়ে থাকে, তাহলে এমন ঘটনা কতবার হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- সরবরাহকৃত উপকরণের গুণগত মান কেমন ছিল;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার আর্থিক বাজেট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিনা; হয়ে থাকলে কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছিল;
- প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পে তহবিল বরাদ্দ যথেষ্ট ছিল কিনা;
- বরাদ্দকৃত তহবিল ১০০% ব্যবহার করা হয়েছে কিনা; যদি না হয় তার কারণ কি;

iv) প্রকল্পের সম্ভাব্য Exit Plan সম্পর্কিত তথ্যাদি

- বাস্তবায়িত বিভিন্ন অবকাঠামোর স্থায়িত্ব রক্ষায় কোন প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব পালন করছে?
- প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামোর স্থায়িত্ব রক্ষায় কি ধরনের মনিটরিং ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন?
- ভবিষ্যতে প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো স্থায়িত্ব রক্ষায় কি ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের প্রয়োজন হতে পারে?
- প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের জন্য প্রকল্পে কোন ব্যবস্থা আছে কি না, থাকলে কিভাবে ব্যবস্থা করা যেতে পারে?
- ভবিষ্যতে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের সঠিক ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের জন্য আপনার কোন পরামর্শ থাকলে উল্লেখ করুন

v) সমজাতীয় প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি

- একই এলাকায় বর্তমানে/অতীতে সমজাতীয় কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে/হয়েছিল? হয়ে থাকলে সেগুলো কি কি?
- ঐ সকল প্রকল্পের আওতায় কি কি কর্মকান্ড সম্পন্ন হয়েছিল?
- বর্তমান প্রকল্পের সাথে সমজাতীয় প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে কি কি সাদৃশ্য রয়েছে?
- বর্তমান প্রকল্পের সাথে সমজাতীয় প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে কি কি বৈসাদৃশ্য রয়েছে?

vi) প্রকল্পের প্রভাব

- কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রকল্পের প্রভাব;
- মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রকল্পের প্রভাব;
- ব্যবসা বানিজ্যর বৃদ্ধিতে প্রকল্পের প্রভাব;
- প্রকল্প কাজের কারণে এলাকাবাসীর জীবন-মান উন্নত হয়েছে কিনা;
- প্রকল্প কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের দরিদ্র্যতা হ্রাসে সাহায্য করেছে কি না;

- নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে কিনা;
- প্রকল্প কর্মকান্ডের প্রভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে কি না;

vii) প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ

- প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং নির্মাণ কাজের সবল (strength) দিকগুলো;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং নির্মাণ কাজের দুর্বল (weakness) দিকগুলো;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের উপকারভোগী জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট সুযোগসমূহ;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বর্তমানে কোন ধরনের ঝুঁকি (threat) আছে কিনা।

viii) সুপারিশমালা

- প্রকল্পের সবচেয়ে ভাল দিকসমূহ অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার পাশাপাশি খারাপ দিকসমূহ পরিহার করার পরামর্শ প্রদান।

২.৪.৪. পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের চেকলিস্ট

পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট-৬) অনুযায়ী পরামর্শক ও মাঠকর্মী প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও বর্তমান অবস্থা সরাসরি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেছেন।

২.৪.৫. প্রশ্নাবলি/গাইডলাইন/চেকলিস্ট প্রি-টেস্টিং ও চূড়ান্তকরণ

খসড়া প্রশ্নাবলি, গাইডলাইন ও চেকলিস্টসমূহ (পরিশিষ্ট-১ থেকে পরিশিষ্ট-৬) মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে। এসব প্রশ্নাবলি আইএমইডি-এর টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা এবং তাদের মতামত সাপেক্ষে সংশোধন করা হয়। এরপর এগুলো পুনরায় স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা হয় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য। এরপর প্রশ্নাবলি তথ্য সংগ্রহকারীদের দ্বারা প্রি-টেস্টিং-এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। প্রি-টেস্টিং/পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনির পর প্রশ্নাবলি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছিল।

২.৪.৬. সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃতব্য নির্দেশক/সূচকসমূহ

মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন সূচক বা নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সূচক বা নির্দেশকসমূহ টেবিল-২.২ এ প্রদত্ত হলো:

টেবিল-২.২: প্রকল্প মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃত নির্দেশক/সূচক

শ্রেণীবিন্যাস	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার নির্দেশক
ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	নাম, লিঙ্গ, ধর্ম, বৈবাহিক অবস্থা, পেশা, শিক্ষা ও বয়স।
প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত	• প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মকান্ডসমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি • প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মকান্ডসমূহের গুনগত মান • এলাকার প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা • কর্মকান্ডগুলোর বর্তমান কার্যকর অবস্থা • সমাপ্ত পুনর্বাসন কাজের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, বাঁধা ও উত্তরণের উপায়সমূহ
নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে (Foreshore Land) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সর্ম্পকিত	• প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ও পরে নদীর তীরে জমির পরিমান • উচ্ছেদকৃত জমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সুবিধা • প্রকল্পের কাজের কারণে এলাকার জনগণের জীবন-মান উন্নয়ন • বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলে প্রকল্প এলাকায় পরিবেশের মান উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্যবর্ধন • প্রকল্পের কার্যক্রম/ভৌত অবকাঠামোর কাজের গুণগতমান • প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নারী-শিশু-বৃদ্ধ-প্রতিবন্ধীদের নিরাপদ ও সহজ চলাচলের বাবস্থাকরন

নৌ-যান ব্যবহারকারী যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের উপর প্রকল্পের প্রভাব	• জনসাধারণের নৌ-যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি • নদীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি • বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলে এলাকায় কৃষিজ ফসল, মৎস্য আহরণ এবং অন্যান্য পণ্য বাজারজাতকরণের সুযোগ- সুবিধা
তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের সুফল ও উপকার	• প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর তীর ভাঙ্গন হতে প্রকল্প এলাকাকে রক্ষা, • তীর ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে অর্জিত সুবিধাসমূহ • নদী তীরে সৌন্দর্য্যবর্ধন
পরিবেশ উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব	• বনায়নে প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপ • পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা বা দূষণ সংক্রান্ত নির্দেশকসমূহ বিশ্লেষণ • সুন্দর নাগরিক পরিবেশ তৈরিতে প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপ
কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে প্রভাব	• প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি • প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বন্দর এলাকায় নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার • কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনে প্রভাব মূল্যায়ন
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব	• বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিতে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন • প্রকল্প এলাকায় বন্দর সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপ • যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন • দারিদ্র্য বিমোচনে প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপ
প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ	• প্রকল্পের কাজের সবল দিকসমূহ চিহ্নিত করা • প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করা • প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা • প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ
পরামর্শসমূহ	• প্রকল্পের প্রভাব উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট মতামত • ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা • প্রকল্পের সবচেয়ে ভাল দিকগুলো অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান।

২.৪.৭. প্রশ্নাবলির বৈধতা যাচাই

প্রশ্নাবলির গঠন ও নির্ভুলতা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় নির্ধারণ ও মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে পর্যাপ্ত উপাত্ত আছে কিনা তা জানার জন্য প্রণীত প্রশ্নাবলি তথ্য সংগ্রহকারীদের দ্বারা যাচাই করা হয়। প্রশ্নাবলি যাচাইয়ের পর পরামর্শক, আইএমইডি এর সহায়তায় প্রশ্নাবলিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়।

২.৪.৮. উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

মূল্যায়ন সমীক্ষার তিন ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় যা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

২.৪.৮.১. সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

- সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরামর্শক বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে যেমন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), আইএমইডি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এবং বিভিন্ন কর্মকর্তার সহযোগিতার মাধ্যমে এসকল কার্য সম্পাদন করা হয়।
- পরামর্শক প্রকল্পের বাস্তবিক এবং আর্থিক অর্জনসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। পরামর্শক বাস্তবায়িত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির বিভিন্ন বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করেছেন। যেমনঃ
    - ক) বছর অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল ও প্রকৃত খরচের তুলনা
    - খ) অঙ্গ অনুযায়ী বাস্তবায়িত প্রকল্পের ব্যয়
    - গ) কার্য সম্পাদন ব্যয়
    - ঘ) অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে থাকলে তার ব্যাখ্যা

- প্রকল্পের বিভিন্ন পুনর্বাসন কার্যক্রমের উন্নয়ন পর্যালোচনা করা।
- পণ্য, নির্মাণ সামগ্রী ও সেবা ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা।
- ক্রয় সংক্রান্ত সবচেয়ে ভাল দিকগুলো অনুসরণ করা।

২.৪.৮.২. পর্যবেক্ষণ

- পরামর্শক বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট পরিদর্শন করেন
- মাঠ পর্যায়ের কাজের পর্যালোচনা এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন করেন।
- মাঠ পরিদর্শনের সময় পরামর্শক আইএমইডি কর্মকর্তাবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানান। যৌথভাবে মাঠ পরিদর্শনের ফলে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো উঠে আসে, যা পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।
- মাঠ পরিদর্শনের সময় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)-এর মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা হয়।

২.৪.৮.৩. প্রকল্পের উপকারভোগী উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার

- সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারী প্রকল্পের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
- তথ্য সংগ্রহকারী নির্দিষ্ট এলাকায় উপকারভোগী/কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের কাছে তার পরিচয় প্রদান করেন এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করে প্রশ্নাবলিতে উল্লেখিত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রশ্ন করেন ও প্রশ্নাবলি পূরণ করেন।
- পূরণকৃত প্রশ্নাবলি মাঠ পরিদর্শক (ফিল্ড সুপারভাইজার) কর্তৃক যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অফিসে সংরক্ষণের জন্য জমা দেয়।

২.৪.৮.৪ দলভিত্তিক আলোচনা (এফজিডি)

- নির্বাচিত গ্রামের এমন একটি জায়গায় ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন সভা করা হয়েছিল, যা অংশগ্রহণকারীদের জন্য সুবিধাজনক এবং মুক্তভাবে কথা বলার উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করে। ফোকাস দলের সভা একজন সঞ্চালক বা সমন্বয়কারী দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যিনি প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয়ের উপরে মুক্তভাবে কথা বলার জন্য সভায় অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন।
- এফজিডি গাইডলাইন অনুযায়ী ফোকাস দলের সভা পরিচালিত হয় এবং গাইডলাইনে উল্লিখিত সূচক/বিষয় অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়।
- মূল্যায়ন দলের সদস্য অথবা সমন্বয়কারী আলোচনা অনুষ্ঠান হতে প্রাপ্ত মূল তথ্যসমূহ নোট বুকে রেকর্ড করেছিলেন।

২.৪.৯. সকল প্রকার স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে কর্মশালা

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালাটির স্থান নির্ধারণের জন্য প্রকল্প এলাকার উপর স্টাডি করে বিভিন্ন নির্দেশক যেমন প্রকল্প এলাকার Vulnerability; প্রকল্পের কাজ এর পরিধি এবং সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বেশি প্রভৃতি বিষয় বিবেচনাপূর্বক আইএমইডি-এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কর্মশালার স্থান হিসেবে নারানগঞ্জ জেলার কাচপুর প্রকল্প এলাকাকে নির্বাচন করা হয়েছিল। ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী সব ধরনের উপকারভোগী জনগণ (মহিলা ও পুরুষ) যেমন কৃষি ফসল চাষী, মৎস্য আহরনকারী/ব্যবসায়ী, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, ছাত্র, সামাজিক প্রতিনিধি ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ। ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে যেসব বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয় সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

- এলাকার প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা
- প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মকান্ডসমূহ
- প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কর্মকান্ডগুলো বর্তমানে কার্যকর অবস্থা
- সমাপ্ত কাজের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, বাঁধা ও উত্তরণের উপায়সমূহ

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সুবিধাসমূহ
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় আর্থ সামাজিক পরিবেশের উন্নতি
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- ভৌত অবকাঠামো নির্মানের ফলে সৃষ্ট সুবিধা
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের প্রভাব
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নদীর তীরের সৌন্দর্য্যবর্ধন
- প্রকল্প কর্মকান্ডের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিতে প্রভাব
- প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ
- প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগ ও ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ
- অন্য এলাকায় একই রকম আরো উন্নত প্রকল্পের জন্য সুপারিশ।

২.৪.১০. তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ

গুণগত ফলাফল ও সঠিক বিশ্লেষণের জন্য পূরণকৃত প্রশ্নাবলি খসড়া উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ডাটা কালেকশনের জন্য নিম্নের কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হয়েছিল:

প্রশ্নাবলি সম্পাদনা ও কোডিং: প্রতিটি প্রশ্নাবলি কম্পিউটারে এন্ট্রি করার পূর্বেই সম্পাদনা ও কোডিংয়ের কাজ করা হয়। কোডিং কাজ সরাসরি পরামর্শকের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়।

কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি: সম্পাদিত ও কোডিং তথ্য প্রশ্নাবলি অনুযায়ী ডাটা অপারেটরের মাধ্যমে কম্পিউটারের নির্দিষ্ট সফটওয়্যারে এন্ট্রি করা হয়। SPSS/MS Access নামক কম্পিউটার প্যাকেজ ডাটা এন্ট্রির জন্য ব্যবহার করা হয়।

মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ও সমীক্ষার জন্য নির্ধারিত সমস্ত সূচক/ভেরিয়েবল অনুযায়ী ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল এবং ক্রস টেবিল তৈরি করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis): উপাত্ত যা মাঠপর্যায় সমীক্ষার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে তা সামষ্টিক বিশ্লেষণ করা হয়। পরামর্শক এ কাজের জন্য MS Access এবং SPSS কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করেন। প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কি কি উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে অথবা হয়নি তা হাইপোথিসিস, কাই স্কয়ার টেস্ট, টি-টেস্ট, Correlation, Regression প্রভৃতি Statistical Analysis- এর মাধ্যমে নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সেকেন্ডারি বিশ্লেষণের তথ্য, প্রাথমিক বিশ্লেষণের উপাত্তের সাথে তুলনাপূর্বক বিস্তারিত টেবিল, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.৫. সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২.৫.১. সমীক্ষা টীমের কর্ম-পরিকল্পনা

সমীক্ষা টীমের কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	পরামর্শকের নাম এবং পদবী		পরামর্শকের ইনপুট														
			জানু-ফেব্রু				ফেব্রু-মার্চ				মার্চ-এপ্রি				এপ্রি-মে		
		ইনপুট	সপ্তাহ														
			১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	মোঃ মতিউর রহমান	হোম																
	টীম লিডার	মাঠ																
২	মোঃ রেজাউল করিম	হোম																
	পরিবেশ বিশেষজ্ঞ	মাঠ																
৩	শেতুল মুনা	হোম																
	আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	মাঠ																
৪	মোঃ শাকিল হোসেন	হোম																
	পরিসংখ্যানবিদ	মাঠ																

নির্দেশক : হোম ইনপুট (ফুল টাইম) — মাঠ ইনপুট (ফুল টাইম)

হোম ইনপুট (পার্ট টাইম) — মাঠ ইনপুট (পার্ট টাইম)

২.৫.২. সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

পর্যায়	কার্যক্রম	জানু ২০২০				ফেব্রু ২০২০				মার্চ ২০২০				এপ্রিল ২০২০				মে ২০২০			
		৫-৩১				১-২৯				১-৩১				১-৩০				১-৩০			
পর্যায়-১: প্রস্তুতিমূলক	প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান																				
	টীম গঠন																				
	জরিপ পরিকল্পনা প্রণয়ন																				
	তথ্যানুসন্ধান এবং পর্যালোচনা																				
	প্রশ্নমালা প্রণয়ন																				
	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রস্তুতি																				
পর্যায়-২: জরিপ পরিচালনা পর্যায়	প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ																				
	তথ্যসংগ্রহকারী নিয়োগ																				
	সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ																				
	বাস্তব নিরীক্ষা																				
	জরিপের পূর্বে প্রিটেষ্টিং করা																				
	উপাত্ত সংগ্রহের জন্য খানা জরিপ																				
	জরিপ কার্যক্রম তদারকি করা																				
	এফজিডি পরিচালনা																				
	কেআইআই																				
	কেস স্ট্যাডি																				
	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করা																				
	ডাটা এন্ট্রি প্রোগ্রাম প্রস্তুতকরণ																				
	ডাটা চেকিং, এডিটিং এবং কোডিং																				
পর্যায়-৩: সমাপ্ত পর্যায়	ডাটা এন্ট্রি, চেকিং, বিশ্লেষণ এবং আউটপুট টেবিল প্রস্তুতকরণ																				
	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং দাখিল																				
	টেকনিক্যাল কমিটির পর্যালোচনা সভায় ১ম খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন																				
	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশমালা সংশোধনপূর্বক ২য় খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																				
	স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ২য় খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন																				
	স্টিয়ারিং কমিটির সভার সুপারিশের আলোকে ২য় খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন এবং দাখিল																				
	জাতীয় কর্মশালায় খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন																				
	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর মতামত গ্রহণ এবং সংযোজন																				
	খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ																				
	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল																				
	৪০ কপি বাংলা এবং ২০ কপি ইংরেজি প্রতিবেদন দাখিল																				

তৃতীয় অধ্যায়

ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১. প্রকল্পের অগ্রগতি

৩.১.১. প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রথম অর্থ বছরে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪৯৪.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি নির্ধারণ করা হয় ৫.০৫%। কিন্তু অর্থ বছর শেষে মোট ব্যয় হয় ৪৬৮.১৫ লক্ষ টাকা এবং মোট বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয় ৫.১৫%। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দ্বিতীয় অর্থ বছরে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি নির্ধারণ করা হয় ৩০.০০%। কিন্তু অর্থ বছর শেষে মোট ব্যয় হয় ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয় ৪০.০০%।

অনুরূপভাবে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের তৃতীয় অর্থ বছরে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪৮৯১.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি নির্ধারণ করা হয় ৩৮.০০%। কিন্তু অর্থ বছর শেষে মোট ব্যয় হয় ৪৮৯০.৩৫ লক্ষ টাকা এবং মোট বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয় ৩৮.০০% এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষ অর্থ বছরে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ২৪০০.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট বাস্তব অগ্রগতি নির্ধারণ করা হয় ২৬.৯৫% কিন্তু বছর শেষে মোট ব্যয় হয় ২৩৯৪.৮৮ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয় ১৬.৮৫%। সুতরাং প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছিল। প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার বিশদ বিভাজন পরিশিষ্ট ৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.১.২. অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

সর্বশেষ অনুমোদিত আরডিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয় ১০৮৪৩.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। তার মধ্যে প্রথম (২০১১-১২) অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪৯৪.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪.৫৬%। প্রথম অর্থ বছরের নির্ধারিত বরাদ্দের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হয়েছিল মোট ৪৯৩.১৫ লক্ষ টাকা এবং উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয় ৪৬৮.১৫ লক্ষ টাকা এবং অব্যয়িত ব্যয় ছিল মোট ২৫.০০ লক্ষ টাকা।

অনুরূপভাবে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ২৭.৬৭%। উক্ত অর্থ বছরের নির্ধারিত বরাদ্দের অনুকূলে সম্পূর্ণ অর্থই ছাড় করা হয়েছিল এবং ছাড়কৃত টাকার সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছিল। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪৮৯১.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪৫.১১%। উক্ত অর্থ বছরের নির্ধারিত বরাদ্দের অনুকূলে সম্পূর্ণ অর্থই ছাড় হয়েছিল এবং উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয় ৪৮৯০.৩৫ লক্ষ টাকা এবং অব্যয়িত ব্যয় ছিল মোট ০.৬৫ লক্ষ টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৪০০.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ২২.১৩%। উক্ত অর্থ বছরের নির্ধারিত বরাদ্দের অনুকূলে অর্থ ছাড় হয়েছিল ২৩৯৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় হয় ২৩৯৪.৮৮ লক্ষ টাকা এবং অব্যয়িত ব্যয় ছিল মোট ২.৬২ লক্ষ টাকা। সুতরাং প্রকল্পের নির্ধারিত ব্যয় ১০৮৪৩.০০ লক্ষ টাকার অনুকূলে মোট অর্থ ছাড় করা হয়েছিল ১০৭৮১.৬৫ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৯.৪৩% এবং ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে মোট ব্যয় করা হয়েছিল ১০৭৫৩.৩৮ লক্ষ টাকা যা মোট ছাড়কৃত অর্থের ৯৯.৭৪% এবং অব্যয়িত ব্যয় ছিল ২৮.২৭ লক্ষ টাকা।

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			অর্থ ছাড়	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	বাস্তব %		মোট	টাকা	বাস্তব %	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১১-১২	৪৯৪.০০	৪৯৪.০০	৫.০৫%	৪৯৩.১৫	৪৬৮.১৫	৪৬৮.১৫	৫.১৫%	২৫.০০
২১১২-১৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০.০০%	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪০.০০%	-
২০১৩-১৪	৪৮৯১.০০	৪৮৯১.০০	৩৮.০০%	৪৮৯১.০০	৪৮৯০.৩৫	৪৮৯০.৩৫	৩৮.০০%	০.৬৫
২০১৪-১৫	২৪০০.০০	২৪০০.০০	২৬.৯৫%	২৩৯৭.৫০	২৩৯৪.৮৮	২৩৯৪.৮৮	১৬.৮৫%	২.৬২
সর্বমোট	**১০৮৪৩.০০**	**১০৮৪৩.০০**	**১০০%**	**১০৭৮১.৬৫**	**১০৭৫৩.৩৮**	**১০৭৫৩.৩৮**	**১০০%**	**২৮.২৭**

৩.১.৩. প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ছিল ১১৫৭০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ১১৫৭০ মিটার তীররক্ষা কাজ, ১৯৩৫ মিটার আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ৮০টি আরসিসি সিড়ি নির্মাণ, ৫০০ মিটার বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, ১১১৫ মিটার কিউ ওয়াল নির্মাণ, ৩ লক্ষ ঘন মিটার নদীর তীরের ভরাট অংশের মাটি কাটা এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম। নিম্নে প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

ক. প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের মাধ্যমে তুরাগ নদীর টঙ্গী প্রান্তে ১২৯০ মিটার হাঁটার রাস্তা, ১২৯০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ, ৬৭৫ মিটার পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ৩৩৫ মিটার কিউ ওয়াল নির্মাণ এবং ১৫ টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। উপরোক্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ মার্চ ২০১৩ তারিখে ২০১৮.০০ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের উক্ত অংশের কাজ চুক্তি অনুযায়ী ১০ ফ্রেবুয়ারী ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত হয়।

খ. তুরাগ নদীর ঢাকা প্রান্তে প্রকল্পের মাধ্যমে ২০৯০ মিটার হাঁটার রাস্তা, ২০৯০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ, ৬২৫ মিটার পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং ১৮ টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। উপরোক্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২৪ মার্চ ২০১৩ তারিখে ১৭৩০.৮৯ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের উক্ত অংশের কাজ চুক্তি অনুযায়ী ২৪ মে ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত হয়।

গ. প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা নদী বন্দরের আমিনবাজার এলাকায় ৬৪৫ মিটার হাঁটার রাস্তা, ৬৪৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ, ২২৫ মিটার কিউ ওয়াল নির্মাণ এবং ৮ টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। উপরোক্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২৭ ফ্রেবুয়ারী ২০১২ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ৮৮৯.৪০১ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের উক্ত অংশের কাজ চুক্তি অনুযায়ী ১৭ মার্চ ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত হয়।

ঘ. প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা নদীর গাবতলী এলাকায় (বড় বাজার থেকে টার্মিনাল) ৯০০ মিটার হাঁটার রাস্তা, ৯০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ, ৫২৫ মিটার কিউ ওয়াল নির্মাণ এবং ৯ টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। উপরোক্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২৭ ফ্রেবুয়ারী ২০১২ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ১৪২১.৯৪ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের উক্ত অংশের কাজ চুক্তি অনুযায়ী ৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়।

ঙ. প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা নদীর গাবতলী এলাকায় (টার্মিনাল থেকে নিম্নমুখী) ২১৩০ মিটার হাঁটার রাস্তা, ২১৩০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ, ৭৫ মিটার কিউ ওয়াল নির্মাণ এবং ৮ টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। উপরোক্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ৫ এপ্রিল ২০১২ তারিখে ১২৫৪.৪০ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের উক্ত অংশের কাজ চুক্তি অনুযায়ী ২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়।

চ. নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের কাঁচপুর থেকে ডেমরা পর্যন্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭৬০ মিটার হাঁটার রাস্তা, ২৭৬০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ, ৬০ মিটার কিউ ওয়াল নির্মাণ এবং ৫ টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। উপরোক্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ এপ্রিল ২০১২ তারিখে ১৭৯৫.৮৫ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের উক্ত অংশের কাজ চুক্তি অনুযায়ী ১৫ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়।

ছ. নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের কাঁচপুর এলাকায় (ব্রিজ থেকে নিম্নমুখী) প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩০০ মিটার হাঁটার রাস্তা, ১৩০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ, ৯০ মিটার কিউ ওয়াল নির্মাণ এবং ৫ টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। উপরোক্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ৪ এপ্রিল ২০১২ তারিখে ৭৬৮.৫৫ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের উক্ত অংশের কাজ চুক্তি অনুযায়ী ২৮ জুলাই ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়।

জ. প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের তান বাজার এলাকায় প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৫৫ মিটার হাঁটার রাস্তা, ৬৫৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ, ৩৭০ মিটার কিউ ওয়াল নির্মাণ এবং ৮ টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। উপরোক্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২৭ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১০ জুন ২০১২ তারিখে ৭৬১.৯১ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের উক্ত অংশের কাজ চুক্তি অনুযায়ী ২৯ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়।

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রম	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সমাপ্তির তারিখ
টঙ্গী নদী বন্দরঃ					
০১.	তুরাগ নদীর টঙ্গী প্রান্তে ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=১২৯০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=১২৯০ মি. গ. পাইলের উপর ওয়াকওয়ে=৬৭৫.০০ মি. ঘ. কিউ ওয়াল=৩৩৫মি. ঙ. আরসিসি সিড়ি=১৫টি	১৯.১১.২০১২	১৪.০৩.২০১৩	১০.০২.২০১৫
০২.	তুরাগ নদীর ঢাকা প্রান্তে ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=২০৯০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=২০৯০ মি. গ. পাইলের উপর ওয়াকওয়ে=৬২৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=১৮টি	১৯.১১.২০১২	২৪.০৩.২০১৩	২৪.০৫.২০১৫
ঢাকা নদী বন্দরঃ					
০১.	ঢাকা নদীর আমিনবাজার এলাকায় ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=৬৪৫ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=৬৪৫ মি. গ. ওয়াল=২২৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=৮টি	২৭.০২.২০১২	১৭.০১.২০১৩	১৭.০৩.১৫
০২.	ঢাকা নদীর গাবতলী এলাকায় (বড় বাজার থেকে টার্মিনাল) ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=৯০০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=৯০০ মি. গ. ওয়াল=৫২৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৯টি	২৭.০২.২০১২	০৭.১১.২০১২	০৭.১১.২০১৪
০৩.	ঢাকা নদীর গাবতলী এলাকায় (টার্মিনাল থেকে নিম্নমুখী) ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=২১৩০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=২১৩০ মি. গ. ওয়াল=৭৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৮টি	০১.০১.২০১২	০৫.০৪.২০১২	০২.০৪.২০১৪
নারানগঞ্জ নদী বন্দরঃ					
০১.	কাচপুর থেকে ডেমরা পর্যন্ত ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=২৭৬০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=২৭৬০ মি. গ. ওয়াল=৬০মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৫টি	০১.০১.২০১২	১৭.০৪.২০১২	১৫.০৪.২০১৪
০২.	কাচপুর এলাকায় (ব্রিজ থেকে নিম্নমুখী) ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=১৩০০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=১৩০০ মি. গ. ওয়াল=৯০মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৫টি	০১.০১.২০১২	০৪.০৪.২০১২	২৮.০৭.২০১৪
০৩.	তান বাজার এলাকায় ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	ক. হাঁটার রাস্তা=৬৫৫ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=৬৫৫ মি. গ. ওয়াল=৩৭০মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৮টি	২৭.০২.২০১২	১০.০৬.২০১২	২৯.০৪.২০১৪

৩.১.৪. প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি

প্রকল্পে রাজস্ব ব্যয় বাবদ মোট ৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে উক্ত খাতে মোট আর্থিক অগ্রগতি ৪২.১২ লক্ষ টাকা। অপরদিকে মূলধন ব্যয় বাবদ ১০৭৩৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও মোট ব্যয় হয় ১০৭১১.২৫৩ লক্ষ টাকা। ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি ও প্রাইস কন্টিজেন্সি খাতে মোট ব্যয় যথাক্রমে ৫.০০ লক্ষ টাকা ও ৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও উক্ত খাতে প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১০৮৪৩.০০ লক্ষ টাকা থাকলেও প্রকৃত ব্যয় ছিল ১০৭৫৩.৩৮৭ লক্ষ টাকা। বিচ্যুতির কারণ নিম্নের টেবিলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ, প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, জুন, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছিল মোট বরাদ্দের ৯৯.১৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছিল ১০০%।

(লক্ষ টাকায়)

কোড নং	কার্যক্রম	একক	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		জুন/১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		বিচ্যুতির (+/-) কারণ
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
ক) ব্যয় খাতঃ রাজস্ব							
৪৮০০	পরামর্শক (ডিজাইন, সার্ভে, সুপারভিশন, সয়েল টেস্ট ইত্যাদি)	থোক	থোক	৫০.০০	থোক	৪২.১২৭	প্রয়োজনের সাপেক্ষে
	মোট রাজস্ব =			**৫০.০০**		**৪২.১২৭**	
(খ) ব্যয় খাতঃ মুলধনিক							
৬৮০০	যানবাহন	সংখ্যা	১টি	৫০.০০	১টি	৪৮.০৪৫	বাজার মূল্য হ্রাস
৬৮১৪	সার্ভে যন্ত্রপাতি টোটাল স্টেশন মেশিন, লেভেল মেশিন)	সংখ্যা	২টি	৭.৫০	২টি	৭.৪৯	বাজার মূল্য হ্রাস
৬৮১৫	অফিস ইকুইপমেন্ট (কম্পিউটার-২, প্রিন্টার-২, ফটোকপিয়ার-১)	সংখ্যা	৫টি	৩.৫০	৫টি	২.৩৯৫	বাজার মূল্য হ্রাস
৭০০০	**পুর্তকর্ম**						
	ক) তীরের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ	মিটার	১১৫৭০.০০	১১৭৩.১৫	১৪০৮৬.০০	১৭৪০.৮৬৮	এলাকার চাহিদার কারণে পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বাজার মূল্য উর্দ্ধগতি
	খ) তীররক্ষা কাজ	মিটার	১১৫৭০.০০	৩৬৯৪.৯৯	১৩২০৬.৮০	৪৯১৭.৯৯৭	
	গ) আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ	মিটার	১৯৩৫.০০	১৮৬৩.৩১	১৫২৯.০০	৯৯৮.৮০	বাজার মূল্য উর্দ্ধগতি এবং এলাকার বিবেচনায় পরিমাণ হ্রাস
	ঘ) আরসিসি সিড়ি নির্মাণ	সংখ্যা	৮০টি	১৭৬৪.৭২	৮৯	১৪২৯.৭৯	এলাকার চাহিদার কারণে পরিমাণ বৃদ্ধি
	ঙ) বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	মিটার	৫০০.০০	৩৫.০০	২৫১.০০	২.৭২২	বাজার মূল্য উর্দ্ধগতি এবং এলাকার বিবেচনায় পরিমাণ হ্রাস
	চ) কিউ ওয়াল নির্মাণ	মিটার	১১১৫.০০	১৫৪০.৪৩	৮৭০.০০	১০৮০.৫৮২	
	ছ) নদীর তীরের ভরাট অংশের মাটি কাটা	লক্ষ ঘন মিটার	৩.০০	৫৪০.০০	৩.৩৬	৪৩৪.৮২	বাজার মূল্য হ্রাস
	জ) অবৈধ দখল উচ্ছেদ	থোক	থোক	১০.০০	-	৬.৩০	
৭৯৮০	অন্যান্য ব্যয় (স্টেশনারী, ফুয়েল/ড্রাইভার ব্যয় ও প্রকল্প পরিচালনার অন্যান্য ব্যয়)	থোক	থোক	৫৫.৪০	-	৪১.৪৫	
	মোট মূলধন			**১০৭৩৮.০০**		১০৭১১.২৫৩	
গ)	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি			৫.০০		-	এলাকা বিবেচনায় অপ্রয়োজনীয়
ঘ)	প্রাইস কন্টিজেন্সি			৫০.০০		-	এলাকা বিবেচনায় অপ্রয়োজনীয়
	মোট প্রকল্প (ক+খ+গ+ঘ)			**১০৮৪৩.০০**		**১০৭৫৩.৩৮৭**	

তথ্যসূত্র: পিসিআর, সেপ্টেম্বর ২০১৫

৩.২. ক্রয় কার্যক্রম

৩.২.১. বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের অধীনে পণ্য সংগ্রহ, সেবা সংগ্রহ এবং কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে কি না তা চিহ্নিতত করার লক্ষ্যে পণ্য সংগ্রহ/সেবা/কার্য সম্পাদনের কাজের দরপত্র দলিল (Tender Document) পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক দরপত্রের বর্ণনা (Specification) অনুযায়ী পণ্য সংগ্রহ/সেবা/কার্য সম্পাদনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দরপত্রের মূল্যায়ন করার জন্য সিপিটিইউ থেকে প্রদত্ত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট-৭) অনুসারে সম্পাদিত করা হয়। এ অধ্যায়ে পণ্য ও সেবার ধরণ, পণ্য ও সেবার বাজেট ও ব্যয়, পণ্য ও সেবা ক্রয় কর্তৃপক্ষ, পণ্য ও সেবা ক্রয়ের পদ্ধতি, চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের তারিখ এবং কাজ সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন টেন্ডার প্যাকেজের কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট, সার্ভিস কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং নেগোসিয়েশন বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে।

৩.২.২. প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহ পদ্ধতি পর্যালোচনা

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়ের কাজ সম্পাদন করা হয়। প্রাপ্ত বিভিন্ন প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পণ্য ও নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত PPA 2006 & PPR 2008 অনুসরণ করা হয়েছিল এবং সমগ্র পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ছিলেন উক্ত পণ্য ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ।

কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মোট ৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল। PPA, 2006 & PPR 2008 অনুসরণ পূর্বক উক্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল।
অনুরূপভাবে প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পের সমগ্র সেবা সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে প্যাকেজ নং এসডি-০১ এবং এসডি-০২/এসডি-০৩ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং এসডি-০৪ প্যাকেজটি সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়। ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সেবা সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত PPA, 2006 & PPR 2008 অনুসরণ করা হয়েছিল।

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য					
জিডি-০১	যানবাহন	সংখ্যা	০১টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ
জিডি-০২	জরিপ যন্ত্রপাতি (১টি স্টেশন মেশিন ও ১টি লেভেলিং মেশিন)	সংখ্যা	০২টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ
জিডি -০৩	কম্পিউটার-২ এবং প্রিন্টার-২	সংখ্যা	৪টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ
জিডি-০৪	ফটোকপিয়ার-০১	সংখ্যা	০১টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ
কার্য					
ডব্লিউডি-০১	তুরাগ নদীর টঙ্গী প্রান্তে ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ:মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=১২৯০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=১২৯০ মি. গ. পাইলের উপর ওয়াকওয়ে=৬৭৫.০০ মি. ঘ. কিউ ওয়াল=৩৩৫মি.	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	এমওএস

			ঙ. আরসিসি সিড়ি=১৫টি		
ডব্লিউডি - ০২	তুরাগ নদীর ঢাকা প্রান্তে ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ:মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=২০৯০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=২০৯০ মি. গ. পাইলের উপর ওয়াকওয়ে=৬২৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=১৮টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটি বোর্ড
ডব্লিউডি - ০৩	ঢাকা নদীর আমিনবাজার এলাকায় ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ:মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=৬৪৫ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=৬৪৫ মি. গ. ওয়াল=২২৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=৮টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটি বোর্ড
ডব্লিউডি - ০৪	ঢাকা নদীর গাবতলী এলাকায় (বড় বাজার থেকে টার্মিনাল) ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ:মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=৯০০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=৯০০ মি. গ. ওয়াল=৫২৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৯টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটি বোর্ড
ডব্লিউডি - ০৫	ঢাকা নদীর গাবতলী এলাকায় (টার্মিনাল থেকে নিম্নমুখী) ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ:মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=২১৩০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=২১৩০ মি. গ. ওয়াল=৭৫মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৮টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটি বোর্ড
ডব্লিউডি - ০৬	কাচপুর থেকে ডেমরা পর্যন্ত ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ:মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=২৭৬০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=২৭৬০ মি. গ. ওয়াল=৬০মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৫টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটি বোর্ড
ডব্লিউডি - ০৭	কাচপুর এলাকায় (ব্রিজ থেকে নিম্নমুখী) ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ:মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=১৩০০ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=১৩০০ মি. গ. ওয়াল=৯০মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৫টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটি বোর্ড
ডব্লিউডি - ০৮	তান বাজার এলাকায় ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ	মি. সংখ্যা, ল:ঘ:মি:	ক. হাঁটার রাস্তা=৬৫৫ মি. খ. তীর সংরক্ষণ=৬৫৫ মি. গ. ওয়াল=৩৭০মি. ঘ. আরসিসি সিড়ি=০৮টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটি বোর্ড
সেবা					
এসডি-০১	নকশা ও নকশা সংক্রান্ত কার্যক্রম	থোক	থোক	কিউসিবিএস পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটি বোর্ড
এসডি-০২/এসডি-০৩	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ (পরামর্শক, টিম লিডার ও জুনিয়ার পরামর্শক)	২ জন	৪৫ মাস (১৫+৩০)	কিউসিবিএস পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটি বোর্ড
এসডি -০৪	ইঞ্জিনিয়ার জরিপ (সর্বমোট স্টেশন)	থোক	থোক	সিঙ্গেল সোর্স সিলেকশন পদ্ধতি	বিআইডব্লিউটি বোর্ড

৩.২.৩. ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা: কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়ের কাজ; মোট ৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে সকল নির্মাণ কাজ এবং ৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পের সমগ্র সেবা সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত নির্মাণ সংক্রান্ত ৩টি প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে মালামাল ও নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত সরকারী ক্রয় নীতিমালা যথা PPA, 2006 সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল এবং ক্রয় কার্যক্রমে কোন ধরণের অডিট আপত্তি ছিল না। সমাপ্ত প্যাকেজটির ক্রয় প্রক্রিয়া নিম্নে পর্যালোচনা করা হলো:

৩.২.৩.১. কাজের নামঃ ঢাকা নদীর গাবতলী এলাকায় (বড় বাজার থেকে টার্মিনাল) ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ (প্যাকেজ নং-ডব্লিউডি-০৪)

কাজের পরিমাণঃ ক) হাঁটার রাস্তা=৯০০ মি.; খ) তীর সংরক্ষণ=৯০০ মি.; গ) ওয়াল=৫২৫মি. এবং ঘ) আরসিসি সিড়ি=০৯টি

''ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"
কাজের জন্য বিআইডব্লিউটি কর্তৃপক্ষ ২৮.০২.১২ তারিখে প্যাকেজ নং W-04 দরপত্র আহ্বান করেন। দরপত্র কার্যক্রম তথা জাতীয় দৈনিকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সময়মত প্রকাশিত হয়েছিল এবং পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী যা সঠিক ছিল। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি গত ২৯.০২.১২ইং তারিখে দৈনিক ইনকিলাব এবং ০১.০৩.১২ইং তারিখে The Financial Express; The Daily News Today ও ০৩.০৩.১২ইং তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৩.০৩.১২ ইং তারিখের বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও খোলার তারিখ ছিল ১৪.০৩.১২ ইং। দরপত্র খোলার ঐদিনই Bid opening sheet সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ফ্যাক্স যোগে পাঠান হয়। এই প্যাকেজের অধীনে মোট ৫টি দরপত্র গৃহীত হয় যার মধ্যে রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ছিল ২ টি। যাচাই বাছাই কালে ঠিকাদারগণ তাদের দরপত্রের সাথে যে সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করেছিল যেমন- আর্নেষ্টমানি হিসাবে ব্যাংক গ্যারান্টি, ওয়ার্ক সার্টিফিকেট, অডিট রিপোর্ট, ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি সার্টিফিকেট, ইত্যাদি নির্ধারিত ছকে পূরণ করা হয় এবং প্রতিটি দরপত্রদাতার জন্যে আলাদা আলাদা ভাবে ছক পূরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে একটি ছকে সকল তথ্য একত্রে করা হয়। দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত Bank Facility Certificate, Work completion certificate সমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ দপ্তরে পত্র প্রেরণ/ টেলিফোন যোগে Authentication করা হয়। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৪৩৭.২৫ লক্ষ টাকা এবং এর অনুকূলে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ ছিল ১৪২১.৯৪ লক্ষ টাকা; যা প্রাক্কলন হতে ১.০৭% কম। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ০৭.১১.১২ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং ঐ দিনই কার্যাদেশ প্রদান এবং কার্যাদেশ অনুযায়ি কাজ শুরু করা হয়। চুক্তি অনুযায়ি কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ০৭.০৫.১৪। কিন্তু উচ্ছেদ অভিযান বিলম্বের কারনে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে সাইট বুঝিয়ে দিতে দেরি হওয়ায় কাজ সমাপ্তির তারিখ ১৮০ দিন বর্ধিত করার প্রয়োজন হয়েছিল। পরবর্তীতে বর্ধিত সময় ০৭.১১.১৪ তারিখের মধ্য নির্ধারিত প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। গত ০৪.০২.১৫ ইং তারিখে ১৪১৪.৮৩ লক্ষ টাকার চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছিল। বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজটির অগ্রগতি ছিল ১০০%।

৩.২.৩.২. কাজের নামঃ ঢাকা নদীর আমিনবাজার এলাকায় ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ (প্যাকেজ নং-ডব্লিউডি-০৩)

কাজের পরিমাণঃ ক) হাঁটার রাস্তা=৬৪৫ মি.; খ) তীর সংরক্ষণ=৬৪৫ মি.; গ) ওয়াল=২২৫মি.; ঘ) আরসিসি সিড়ি=৮টি

''ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"
কাজের জন্য বিআইডব্লিউটি কর্তৃপক্ষ ২৮.০২.১২ তারিখে প্যাকেজ নং W-04 দরপত্র আহ্বান করেন। দরপত্র কার্যক্রম তথা জাতীয় দৈনিকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সময়মত প্রকাশিত হয়েছিল এবং পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী যা সঠিক ছিল। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি গত ২৯.০২.১২ইং তারিখে দৈনিক ইনকিলাব এবং ০১.০৩.১২ইং তারিখে The Financial Express; The Daily News Today ও ০৩.০৩.১২ইং তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৩.০৩.১২ ইং তারিখের বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও খোলার তারিখ ছিল ১৪.০৩.১২ ইং। দরপত্র খোলার ঐদিনই Bid opening sheet সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ফ্যাক্স যোগে পাঠান হয়। এই প্যাকেজের অধীনে মোট ৫টি দরপত্র গৃহীত হয় যার মধ্যে রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ছিল ৪ টি। যাচাই বাছাই কালে ঠিকাদারগণ তাদের দরপত্রের সাথে যে সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করেছিল যেমন- আর্নেষ্টমানি হিসাবে ব্যাংক গ্যারান্টি, ওয়ার্ক সার্টিফিকেট, অডিট রিপোর্ট, ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি সার্টিফিকেট, ইত্যাদি নির্ধারিত ছকে পূরণ করা হয় এবং প্রতিটি দরপত্রদাতার জন্যে আলাদা আলাদা ভাবে ছক পূরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে একটি ছকে সকল তথ্য একত্রে করা হয়। দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত Bank Facility Certificate, Work completion certificate সমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ দপ্তরে পত্র প্রেরণ/ টেলিফোন যোগে Authentication করা হয়। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৮৮৯.৪০ লক্ষ টাকা এবং এর অনুকূলে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ ছিল ৮৭৫.৭২ লক্ষ টাকা, যা প্রাক্কলিত মূল্য থেকে প্রায় ১.৫২% কম। প্রকল্পের মুল আইটেমগুলো শুরু করার পূর্বে তীরভূমির অবৈধদখল উচ্ছেদ করাই ছিল অন্যতম প্রধান বাঁধা। ফলে নির্মাণ কাজের জন্য সাইটটি ঠিকাদারকে বুঝিয়ে দিতে অনেক দেরী হয়েছিল। ফলে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের

সাথে গত ১৭.০১.১৩ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং ঐ দিনই কার্যাদেশ প্রদান এবং কার্যাদেশ অনুযায়ি কাজ শুরু করা হয়। চুক্তি অনুযায়ি কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ১৭.০৩.১৫। চুক্তি অনুযায়ি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয়েছিল। গত ২৬.০৫.১৫ ইং তারিখে ৮৭০.৫৩ লক্ষ টাকার চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছিল। বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজটির অগ্রগতি ছিল ১০০%।

৩.২.৩.৩. কাজের নাম: কাঁচপুর থেকে ডেমরা পর্যন্ত ওয়ালসহ হাঁটার রাস্তা, পাইল ও তীর সংরক্ষণ
(প্যাকেজ নং-ডব্লিউডি-০৬)

কাজের পরিমাণ: ক) হাঁটার রাস্তা=২৭৬০ মি.; খ) তীর সংরক্ষণ=২৭৬০ মি.; গ) ওয়াল=৬০মি. এবং ঘ) আরসিসি সিড়ি=০৫টি

"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"
কাজের জন্য বিআইডব্লিউটি কর্তৃপক্ষ ০৩.০১.১২ তারিখে প্যাকেজ নং W-06 দরপত্র আহ্বান করেন। দরপত্র কার্যক্রম তথা জাতীয় দৈনিকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সময়মত প্রকাশিত হয়েছিল এবং পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী যা সঠিক ছিল। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি গত ০২.০১.১২ইং তারিখে আমার দেশ এবং ০৩.০১.১২ইং তারিখে The Financial Express; The Daily News Today ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৯.০১.১২ ইং তারিখের বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও খোলার তারিখ ছিল ৩০.০১.১২ ইং। দরপত্র খোলার ঐদিনই Bid opening sheet সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ফ্যাক্স যোগে পাঠান হয়। এই প্যাকেজের অধীনে মোট ১টি দরপত্র গৃহীত হয় যার মধ্যে রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ছিল ১ টি। যাচাই বাছাই কালে ঠিকাদারগণ তাদের দরপত্রের সাথে যে সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করেছিল যেমন- আর্নেষ্টমানি হিসাবে ব্যাংক গ্যারান্টি, ওয়ার্ক সার্টিফিকেট, অডিট রিপোর্ট, ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি সার্টিফিকেট, ইত্যাদি নির্ধারিত ছকে পূরণ করা হয় এবং প্রতিটি দরপত্রদাতার জন্যে আলাদা আলাদা ভাবে ছক পূরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে একটি ছকে সকল তথ্য একত্রে করা হয়। দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত Bank Facility Certificate, Work completion certificate সমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ দপ্তরে পত্র প্রেরণ/ টেলিফোন যোগে Authentication করা হয়। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৭৯৬.৪০ লক্ষ টাকা এবং এর অনুকূলে প্রাপ্ত দরদাতার উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ ছিল ১৭৯৫.৮৫ লক্ষ টাকা, যা প্রাক্কলিত মূল্য থেকে প্রায় ০.০৩% কম। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ১৭.০৪.১২ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং ঐ দিনই কার্যাদেশ প্রদান এবং কার্যাদেশ অনুযায়ি কাজ শুরু করা হয়। চুক্তি অনুযায়ি কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ১৫.০৪.১৪। চুক্তি অনুযায়ি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয়েছিল। গত ১৬.০৯.১৪ ইং তারিখে ১৭৯৪.৭৫ লক্ষ টাকার চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছিল। বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজটির অগ্রগতি ছিল ১০০%।

৩.৩. উদ্দেশ্য অর্জন

৩.৩.১. উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও input পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

আলোচ্য প্রকল্পটি প্রাথমিকভাবে ২০১১-২০১৩ সাল মেয়াদে বাস্তবায়ন হওয়ার কথা ছিল, যদিও পরবর্তীতে প্রথম সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মেয়াদ ২০১৫ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে বা মধ্যবর্তী সংশোধনীকালে কোন ফিজিবিলিটি স্টাডি/ট্রেনিং নীড অ্যাসেসমেন্ট অথবা বেজলাইন সার্ভে করা হয়নি। ফলে প্রকল্পটির মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পের নির্দেশক নির্ণয় করা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। পরামর্শকগন প্রকল্পের উদ্দেশ্য এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন নির্দেশক নির্ণয় করেছেন। এ সকল নির্দেশক এবং পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্যসমূহ	উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্তে অনুসন্ধানকৃত নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	অর্জন/ফলাফল
১) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টংগী নদী বন্দর এলাকায় অবৈধ দখলদার রোধ;	ক) তীরের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ ১১৫৭০.০০ মিটার খ) তীররক্ষা কাজ ১১৫৭০.০০ মিটার গ) আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ ১৯৩৫.০০ মিটার	১. পরিমাণগত ও গুণগত সমীক্ষা ২. সরাসরি পর্যবেক্ষণ ৩. আইএমইডির পোষ্ট ইভালুয়েশন প্রতিবেদন এবং ৪. প্রকল্প সমাপ্তি	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বুড়িগংগা নদীর গাবতলী এলাকার বড় বাজার হতে রামচন্দ্রপুর মৌজার এসটিসি রেডিঙি পযর্ন্ত ৩.৮৭১ কিলোমিটার এবং আমিন বাজার এলাকার হিজলা পাড়া হতে টাওয়া পযর্ন্ত ১.০১০ কিলোমিটার, শীতলক্ষা নদীর কাচঁপুর এলাকায়

	ঘ) আরসিসি সিড়ি নির্মাণ ৮০টি ঙ) বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ ৫০০.০০ মিটার চ) কিউ ওয়াল নির্মাণ ১১১৫.০০ মিটার	প্রতিবেদন (PCR)	ডেমড়া হতে সিদ্দিরগঞ্জ এলাকার সাইলো পযর্ন্ত ৪.৪০০ কিলোমিটার ও টান বাজার এলাকার নারায়নগঞ্জ টার্মিনাল হতে নিতাইগঞ্জ এলাকায় ১.২০৭ কিলোমিটার এবং তুরাগ নদীর টংগীর এসত্তেমা মাঠ হতে পাগাড় মৌজার আনোয়ার কটন মিটলের গেইট পযর্ন্ত ২.৩১কিলোমিটার ও ঢাকা প্রান্তে টংগী ব্রীজ হতে উত্তর খানের বাটুলিয়া পযর্ন্ত ২.৮১৬ কিলোমিটারসহ মোট ১৫.৬১ কিলোমিটার এলাকার দখল মুক্ত হয়েছে। তাছাড়া পুনরায় দখলকৃত জায়গা যাতে বেদখলে পরিণত না হয় তার জন্য তীরের উপর ১৪০৮৬ মি. ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ১৩২০৬.৮০ মি. তীররক্ষা কাজ, ১৫২৯ মি. আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ৮৯টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ, ২৫১ মি. বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, ৮৭০ মি. কিউ ওয়াল নির্মাণ করা হয়।
(২) বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদীর আলোচ্য অংশের সৌন্দর্যবর্ধন;	১. বৃক্ষরোপণ ২. ওয়াকওয়ে নির্মাণ ৩. বসার বেঞ্চ নির্মাণ ৪. আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ ৫. বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	১. পরিমাণগত ও গুণগত সমীক্ষা ২. সরাসরি পর্যবেক্ষণ ৩. পিডি এবং আইএমইডির পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন	অবৈধ দখলদারিত্ব থেকে ফোরশোরের ভূমি উদ্ধার এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও বিভিন্ন ধরণের বৃক্ষরোপেনের মাধ্যমে উল্লেখিত এলাকার সৌন্দর্য্যবর্ধন হয়েছে। ময়লার স্তুপ এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদ করার ফলে এলাকার সৌন্দর্যবন্ধনের পাশাপাশি পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে।
(৩) উক্ত নদীসমূহের উভয় তীরের (আলোচ্য অংশের) পরিবেশ উন্নয়নসহ সেবার মান বৃদ্ধি এবং	১) পাইল কলামের উপর ১৯৩৫ মি. ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ২) তীর সংরক্ষণসহ ১১৫৭০ মি. ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ৩) ৮০টি আরসিসি সিড়ি নির্মাণ। ৪) ৫০০ মি. বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ। ৫) ১১১৫ মি. কিউ ওয়াল নির্মাণ। ৬) বৃক্ষরোপণ	১. পরিমাণগত ও গুণগত সমীক্ষা ২. সরাসরি পর্যবেক্ষণ ৩. পিডি এবং আইএমইডির পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন	বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদীসমূহের তীরের (আলোচ্য অংশের) পরিবেশ উন্নয়নসহ সেবার মান বৃদ্ধি হয়েছে। জেটি ও সিড়ি নির্মাণের ফলে পণ্য উঠানো নামানো সহজতর হওয়ার পাশাপাশি নদীর বিবিধ ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে।
(৪) আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে নদী তীরসমূহের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা।	১. ৩ নদীর ফোরশোর এলাকায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ২. ১৫.০০ কিলোমিটার বেদখল হয়ে যাওয়া ফোরশোর জমি ৩ বছরের মধ্যে অধিবাসীদের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া।	১. পরিমাণগত ও গুণগত সমীক্ষা ২. সরাসরি পর্যবেক্ষণ ৩. পিডি এবং আইএমইডির পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন	বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদীসমূহের আলোচ্য অংশের ফোরশোরের ওয়াকওয়ের পাশাপাশি ব্যাংক প্রটেকশন নদী তীর সুরক্ষা ও সিড়ি নির্মাণ এবং ওয়াকওয়ের পাশে লোকজনের চলাচলের সুবিধার্থে বসার ব্যবস্থাসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে নদী তীরসমূহের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩.৪. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৪.১. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ: জনাব রকিবুল ইসলাম তালুকদার, সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), এই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন। তিনি ৩১ জুলাই ২০১১ তারিখে উক্ত পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ৩০ জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত উক্ত পদে দ্বায়িত্বরত ছিলেন। অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উক্ত প্রকল্পে তিনি একমাত্র পরিচালক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন।

৩.৪.২. জনবল নিয়োগ: প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সাবলীলভাবে, সময়মত এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সরকারি বিধিমোতাবেক ১০ জন কর্মকর্তা ও ৬ জন কর্মচারি নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নিয়োগপ্রাপ্ত ১৬ জনই দ্বায়িত্বরত ছিলেন। যদিও প্রকল্পকাজে নিয়োগপ্রাপ্তদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা ও প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত নথি যাচাই বাছাই করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যথাসময়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন করা হয়েছিল। কমিটিরা সিদ্ধান্ত মোতাবেক সঠিকভাবে এবং সময়মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার ফলে প্রকল্পটি সময়মত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছিল।

৩.৫. সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যালোচনা

"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য দুই ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যথা: ক) সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ, খ) গুণগত তথ্য সংগ্রহ। প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের আওতাধীন ৩টি জেলার মোট ৫টি উপজেলা থেকে (১০০% প্রকল্প থেকে) মোট ১০৫০ জন উপকারভোগীর নিকট হতে প্রশ্নাবলি ব্যবহার করে সরাসারি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

অন্যদিকে সমাপ্ত প্রকল্পটির প্রভাব সম্পর্কিত গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের ৫ টি উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন হতে দুইটি করে মোট ১০টি দলীয় আলোচনা (এফজিডি) করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডিতে প্রকল্প গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকজন তথা কৃষক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজের গণ্যমান্য লোকজন, শিক্ষক, ছাত্র, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল এবং এদের কাছ থেকে এফজিডি গাইডলাইনস-এর মাধ্যমে প্রকল্পের কর্মকান্ড ও এর প্রভাব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। এছাড়াও ৫টি উপজেলার পরিবেশবিদ, শিক্ষক, স্থানীয় প্রশাসন, ভূমি কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে মোট ১০টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া বিআইডব্লিউটিএ-এর হেড অফিস-এ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের (প্রকল্প পরিচালক, প্রকৌশলী এবং সহকারী প্রকৌশলী) সঙ্গে আরো ১০টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের স্থানীয় পর্যায়ে নারানগঞ্জ জেলার কাচপুর প্রকল্প এলাকায় একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তাছাড়া সরেজমিনে পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্তমান কার্যকর অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সমীক্ষার প্রাপ্ত সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক. প্রকল্পের সংখ্যাগত তথ্যের বিশ্লেষণ

৩.৫.১. উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মোট ১০৫০ জন উপকারভোগী উত্তরদাতার মধ্যে ৮৯২ জন পুরুষ (৮৫.০০%) ও ১৫৮ জন মহিলা (১৫.০০%) অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তাছাড়া সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১০৫০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯৫১ জন (৯০.৬%) ছিলেন বিবাহিত এবং বাকী ৯৯ জন (৯.৪%) জন ছিলেন অবিবাহিত। সমীক্ষায় উত্তরদাতাদের বয়স বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ৫০৩ জন (৪৭.৯%) উত্তরদাতার বয়স ২১-৪০ বছরের মধ্যে এবং ৪৯৮ জন (৪৭.৪%) উত্তরদাতার বয়স ৪১-৬০ বছরের মধ্যে।

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, উপকারভোগী উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ১৯৩ জন (১৮.৪%) ছিলেন স্বাক্ষরজ্ঞানহীন এবং বাকী ৮৫৭ জন (৮১.৬%) উত্তরদাতা ছিলেন শিক্ষিত। তবে শিক্ষিত উত্তরদাতাদের মধ্যে মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি ২৫২ জন (২৪.০%), এরপর ছিল উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত ২০৯ জন (১৯.৯%), প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত ১৮.৩%, স্নাতক শিক্ষা পর্যন্ত ৯.৬%।

টেবিল-১: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি

নির্দেশক/সূচক	উত্তরদাতার ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা উত্তরদাতা
লিঙ্গ	পুরুষ	৮৯২	৮৫.০
	মহিলা	১৫৮	১৫.০
	তৃতীয় লিঙ্গ	-	-

সর্বমোট		**১০৫০**	**১০০.০**
বৈবাহিক অবস্থা	বিবাহিত	৯৫১	৯০.৬
	অবিবাহিত	৯৯	৯.৪
সর্বমোট		**১০৫০**	**১০০.০**
উত্তরদাতার বয়স	<২০ বছর	২৫	২.৪
	২১-৪০ বছর	৫০৩	৪৭.৯
	৪১-৬০ বছর	৪৯৮	৪৭.৪
	>৬০ বছর	২৪	২.৩
সর্বমোট		**১০৫০**	**১০০**
উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্বাক্ষরজ্ঞানহীন	১৯৩	১৮.৪
	স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন	৭১	৬.৮
	প্রাথমিক পর্যন্ত	১৯২	১৮.৩
	মাধ্যমিক পর্যন্ত	২৫২	২৪.০
	উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত	২০৯	১৯.৯
	স্নাতক পাশ	১০১	৯.৬
	স্নাতকোত্তর	২১	২.০
	অন্যান্য.....	১১	১.০
সর্বমোট		**১০৫০**	**১০০**

৩.৫.১.২. উপকারভোগী উত্তরদাতাদের পেশা

উপকারভোগীদের পেশা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ উপকারভোগী উত্তরদাতা হচ্ছেন সাধারণ ব্যবসায়ী ২৩৬ জন (২২.৫%)। সাধারণ ব্যবসায়ী উত্তরদাতাদের পর সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতা হচ্ছেন চা দোকানদার ১৭১ জন (১৬.৩%), তারপর দিনমজুর ১৩৬ জন (১৩.০%), মাষ্টার/সারেং ১০২ জন (৯.৭%), নৌ-যান শ্রমিক ৮৫ জন (৮.১%), ড্রাইভার ৭৬ জন (৭.২%), ইট, বালু ও সিমেন্ট ব্যবসায়ী ৭৫ জন (৭.১%)। এছাড়াও উত্তরদাতাদের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি চাকুরিজীবি, সমাজকর্মী ও ছাত্ররাও এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উপকারভোগী উত্তরদাতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

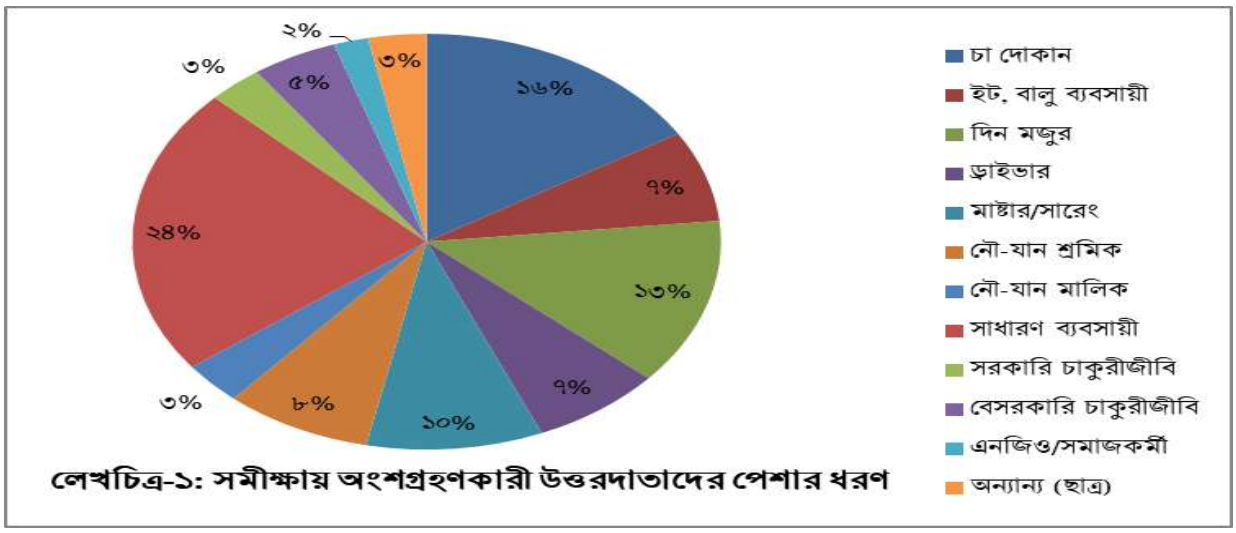

লেখচিত্র-১: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের পেশার ধরণ

৩.৫.২. নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০৩১ জন (৯৮.২%) উত্তরদাতার উক্ত প্রকল্প সম্পর্কে সঠিক ধারণা আছে এবং ১৩ জন উত্তরদাতার উক্ত প্রকল্প সম্পর্কে কোন ধারণা নেই বলে মত প্রকাশ করেন। তবে ৬ জন উত্তরদাতা উক্ত বিষয়ে তার মত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন।

সে সকল উত্তরদাতার উক্ত প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা ছিল তাদের মধ্যে ১০০% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পের আওতায় সরকারি জমি উদ্ধার ও উক্ত জমি থেকে অবৈধ স্থাপনা অপসারন করে পুনরুদ্ধার করার পর ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে, তীররক্ষার কাজ করা হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন ১০১৬ জন (৯৮.৫%) উত্তরদাতা। তাছারা ফোরশোর ভূমিতে কিউ ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন ৯৩২ জন (৯০.৪%) উত্তরদাতা, ৯০৪ (৮৭.৭%) উত্তরদাতা বলেন, সেখানে আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে, ৮৯৬ (৮৬.৯%) উত্তরদাতা বলেন, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে, ২৪০ (২৩.৩%) বলেন, উক্ত ফোরশোর জমিতে আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। তবে নদীর তীরের ভরাট অংশের মাটি কাটা হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন মাত্র ৩৮ জন (৩.৭%) উত্তরদাতা।

টেবিল-২: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা

নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে (Foreshore land) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা			
ক্রমিক সংখ্যা	**উত্তরের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	হ্যাঁ	১০৩১	৯৮.২
০২.	না	১৩	১.২
০৩.	জানি না	৬	০.৬
সর্বমোট		১০৫০	১০০
প্রকল্পের আওতায় সরকারি জমি উদ্ধার ও অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করে পুনরুদ্ধার করার পর যে সকল কাজে ব্যবহার করা হয়েছে			
ক্রমিক সংখ্যা	**ব্যবহারের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	তীরের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ	১০৩১	১০০%
০২.	তীররক্ষা কাজে	১০১৬	৯৮.৫%
০৩.	কিউ ওয়াল নির্মাণ	৯৩২	৯০.৪%
০৪.	আরসিসি সিড়ি নির্মাণ	৯০৪	৮৭.৭%
০৫.	বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	৮৯৬	৮৬.৯%
০৬.	আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ	২৪০	২৩.৩%
০৭.	নদীর তীরের ভরাট অংশের মাটি কাটা	৩৮	৩.৭%
০৮.	অন্যান্য	৪	০.৪%
উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			

৩.৫.৩. প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্ব অবস্থা ও বাস্তবায়নের পরের অবস্থার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্পটির প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য উক্ত এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনগণের কাছ থেকে প্রকল্পটির মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বের অবস্থা ও অবকাঠামো নির্মাণের পরবর্তী অবস্থার বিভিন্ন পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য গ্রহণ করে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

৩.৫.৩.১. নদীর তীরে নির্মিত অবকাঠামো

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদেরকে প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে উক্ত ফোরশোর জমিতে কি ধরনের অবৈধ কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে উক্ত ফোরশোর জমিতে প্রকল্প থেকে কি ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা বিভিন্ন ধরনের উত্তর প্রদান করেন। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে: প্রকল্পটি গ্রহণ করার পূর্বে প্রকল্প এলাকার ফোরশোর জমিতে অবৈধভাবে দখল করে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল বলে উত্তরদাতারা জনান তবে তাদের মধ্যে ৮২১ জন (৭৮.২%) উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি গ্রহণ করার পূর্বে প্রকল্প এলাকার ফোরশোর জমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করে বিভিন্ন নিম্ন আয়ের লোকজন বসবাস করত, ৪০৫ জন (৩৮.৬%) বলেন যে, উক্ত ফোরশোর জমিতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান

গড়ে উঠেছিল, ৩৭১ জন (৩৫.৩%) বলেন যে, ফোরশোর জমিতে খাবার হোটেল গড়ে উঠেছিল এবং মাত্র ৩৬ জন (৩.৪%) বলেন যে, উক্ত ফোরশোর জমিতে অবৈধভাবে দোকানপাট গড়ে উঠেছিল।

টেবিল-৩: প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে নদীর তীরে অবৈধভাবে নির্মিত অবকাঠামো

ক্রমিক সংখ্যা	নির্মিত অবকাঠামোর ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা উত্তরদাতা
০১.	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	৪০৫	৩৮.৬
০২.	বাসগৃহ	৮২১	৭৮.২
০৩.	খাবার হোটেল	৩৭১	৩৫.৩
০৪.	দোকানপাট	৩৬	৩.৪
০৫.	অন্যান্য	১৮	১.৭
উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর ফোরশোর জমিতে বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে বলে উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেন। তবে তাদের মধ্যে ১০০% উত্তরদাতা বলেন যে, উক্ত ফোরশোর জমিতে প্রকল্প থেকে ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ৪৮.৩% উত্তরদাতা বলেন যে, ফোরশোর জমি থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করার পর প্রকল্প থেকে তীররক্ষার কাজ করা হয়। ৩৩০ জন (৩১.৭%) উত্তরদাতা বলেন যে, উক্ত ফোরশোর জমিতে আরসিসি সিঁড়ি ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

টেবিল-৪: প্রকল্পটির মাধ্যমে নদীর তীরে নির্মিত অবকাঠামো

ক্রমিক সংখ্যা	অবকাঠামোসমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা উত্তরদাতা
০১.	তীরের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ	১০৫০	১০০
০২.	তীররক্ষা কাজ	৫০২	৪৮.৩
০৩.	আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ	৪৮৬	৪৬.৭
০৪.	আরসিসি সিড়ি নির্মাণ	৩৩০	৩১.৭
০৫.	বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	৩৩০	৩১.৭
উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			

৩.৫.৩.২. প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে সৃষ্ট সমস্যা এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ

প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে সৃষ্ট সমস্যা: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে নদীর তীরের ফোরশোর জমিতে অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠায় কোন সমস্যা হত কিনা এবং সমস্যা হলে কি ধরণের সমস্যা হত এমন প্রশ্নে উত্তরদাতারা বিভিন্ন ধরনের উত্তর প্রদান করেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৭.৩% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে নদীর তীরের ফোরশোর জমিতে অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠায় তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হত। সমস্যাগুলো হলো: ১.যাতায়াতের সমস্যা (১০০% উত্তরদাতার মতে), ২. পরিবেশ নষ্ট হওয়া (৬৬.৬% উত্তরদাতার মতে), ৩. নদীর নাব্যতা ও প্রস্থতা হ্রাস পাওয়া (৫৬.৪% উত্তরদাতার মতে), ৪. নারী ও শিশুদের চলাচলের অসুবিধা (৫৫.২% উত্তরদাতার মতে), ৫. নদীপথে পণ্য পরিবহণে অসুবিধা (৫০.০% উত্তরদাতার মতে), ৬. মাদক ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি (৫০.০% উত্তরদাতার মতে), এবং ৭. পানি নিষ্কাশনে বাধাগ্রস্ত হওয়া (৪৪.৮% উত্তরদাতার মতে)।

টেবিল-৫: প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে ফোরশোর জমিতে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা

নদীর তীরে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের প্রতিক্রিয়া			
ক্রমিক সংখ্যা	উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা উত্তরদাতা
০১.	হ্যাঁ	৮১২	৭৭.৩
০২.	না	২৩৮	২২.৭
সর্বমোট		১০৫০	১০০
প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে নদীর তীরে অবৈধভাবে নির্মিত অবকাঠামোর ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ			
ক্রমিক সংখ্যা	সমস্যাসমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা উত্তরদাতা

০১.	যাতায়াতের অসুবিধা	৮১২	১০০.০
০২.	পরিবেশ নষ্ট হত	৫৪১	৬৬.৬
০৩.	নদীর নাব্যতা ও প্রস্থতা হ্রাস পেত	৪৫৮	৫৬.৪
০৪.	নারী ও শিশুদের চলাচলের অসুবিধা হত	৪৪৮	৫৫.২
০৫.	নদীপথে পণ্য পরিবহনে অসুবিধা হত	৪০৬	৫০.০
০৬.	মাদক ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি	৪০৬	৫০.০
০৭.	পানি নিস্কাশন বাধাগ্রস্থ হওয়া	৩৬৪	৪৪.৮
উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধাসূমহ: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ সর্ম্পকে উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাইলে তারা বিভিন্ন ধরনের সুবিধার কথা উল্লেখ করেন। ১০৪০ জন (৯৯.০%) উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছেন। সুবিধাসমূহ: ১. যাতায়াতের সুবিধা (১০০% উত্তরদাতার মতে), ২. টেকসই পরিবেশ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি (১০০% উত্তরদাতার মতে), ৩. নদীর নাব্যতা ও প্রস্থতা বৃদ্ধি (৩৭.৩% উত্তরদাতার মতে) এবং ৪. পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সৃষ্টি (৩৭.৩% উত্তরদাতার মতে)।

টেবিল-৬: প্রকল্পটির মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোর ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ

প্রকল্পটির মাধ্যমে নদীর তীরে নির্মিত অবকাঠামোর ফলে সৃষ্ট সুবিধা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের প্রতিক্রিয়া			
ক্রমিক সংখ্যা	**উত্তরের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	হ্যাঁ	১০৪০	৯৯.০
০২.	না	১০	১.০
সর্বমোট		১০৫০	১০০
প্রকল্পটির মাধ্যমে নদীর তীরে নির্মিত অবকাঠামোর ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ			
ক্রমিক সংখ্যা	**সমস্যাসমূহ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	যাতায়াত সুবিধা	১০৪০	১০০
০২.	টেকসই পরিবেশ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি	১০৪০	১০০
০৩.	নদীর নাব্যতা ও প্রস্থতা বৃদ্ধি	৩৯২	৩৭.৩
০৪.	পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা	৩৯২	৩৭.৩
উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			

৩.৫.৩.৩. প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে ও পরে নদীর তীরে ফোরশোর জমিতে রোপনকৃত বৃক্ষের ধরণ

প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৯.৭% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বেই নদীর ফোরশোর এলাকায় কিছু বৃক্ষ ছিল এবং এই সকল বৃক্ষের মধ্যে শোভা বর্ধনকারী বৃক্ষ ছিল সবথেকে বেশি (৫৩.০% উত্তরদাতার মতে), ফুল জাতীয় বৃক্ষ ছিল ৪৯.১৬% উত্তরদাতার মতে এবং ৩৬.৯৩% উত্তরদাতার বলেন যে, নদীর তীরে ফলজ জাতীয় বৃক্ষ ছিল।

টেবিল-৬: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে নদীর তীরে বৃক্ষের ধরণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে নদীর তীরে বৃক্ষের উপস্থিতি সম্পর্কে উত্তরদাতাদের প্রতিক্রিয়া			
ক্রমিক সংখ্যা	**উত্তরের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	হ্যাঁ	৪১৭	৩৯.৭
০২.	না	৬৩৩	৬০.৩
সর্বমোট		১০৫০	১০০
প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে নদীর তীরে বৃক্ষের ধরণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত			
ক্রমিক সংখ্যা	**বৃক্ষের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	ফুল জাতীয় বৃক্ষ	২০৫	৪৯.১৬
০২.	ফলজ বৃক্ষ	১৫৪	৩৬.৯৩

০৩.	শোভা বর্ধণকারী বৃক্ষ	২২১	৫৩.০০
০৪.	অন্যান্য	১১৩	২৭.১০
উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে: ৫৭৩ (৫৪.৬%) জন উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি মাধ্যমে উচ্ছেদকৃত নদীর ফোরশোর এলাকায় বৃক্ষরোপ করা হয়েছে। তবে ৫৬.৩৭% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর ফোরশোর এলাকায় শোভা বর্ধনকারী বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। অপরদিকে ৪৮.৫২% উত্তরদাতা বলেন যে, ফুল জাতীয় বৃক্ষ বেশি রোপন করা হয়েছে।

টেবিল-৭: প্রকল্প থেকে নদীর তীরে রোপনকৃত বৃক্ষের ধরণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

প্রকল্প থেকে নদীর তীরে বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের প্রতিক্রিয়া			
ক্রমিক সংখ্যা	**উত্তরের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	হ্যাঁ	৫৭৩	৫৪.৬
০২.	না	৪৭৭	৪৫.৪
সর্বমোট		১০৫০	১০০
প্রকল্প থেকে নদীর তীরে রোপনকৃত বৃক্ষের ধরণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত			
ক্রমিক সংখ্যা	**বৃক্ষের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	ফুল জাতীয় বৃক্ষ	২৭৮	৪৮.৫২
০২.	ফলজ বৃক্ষ	১০৭	১৮.৬৭
০৩.	শোভা বর্ধণকারী বৃক্ষ	৩২৩	৫৬.৩৭
০৪.	অন্যান্য	১১৯	২০.৭৭
উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে, পূর্বের তুলনায় নদীর তীরে গাছের সংখ্যার পরিবর্তন: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতারদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদীর তীরে গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন ৫৯৬ (৫৬.৮%) উত্তরদাতা; অপরদিকে, ফোরশোর এলাকায় গাছের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করেন ৩৩৫ (৩১.৯%) উত্তরদাতা এবং ১১৯ (১১.৩%) উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরেও নদীর ফোরশোর এলাকায় গাছের সংখ্যার কোন ধরণের পরিবর্তন ঘটে নি।

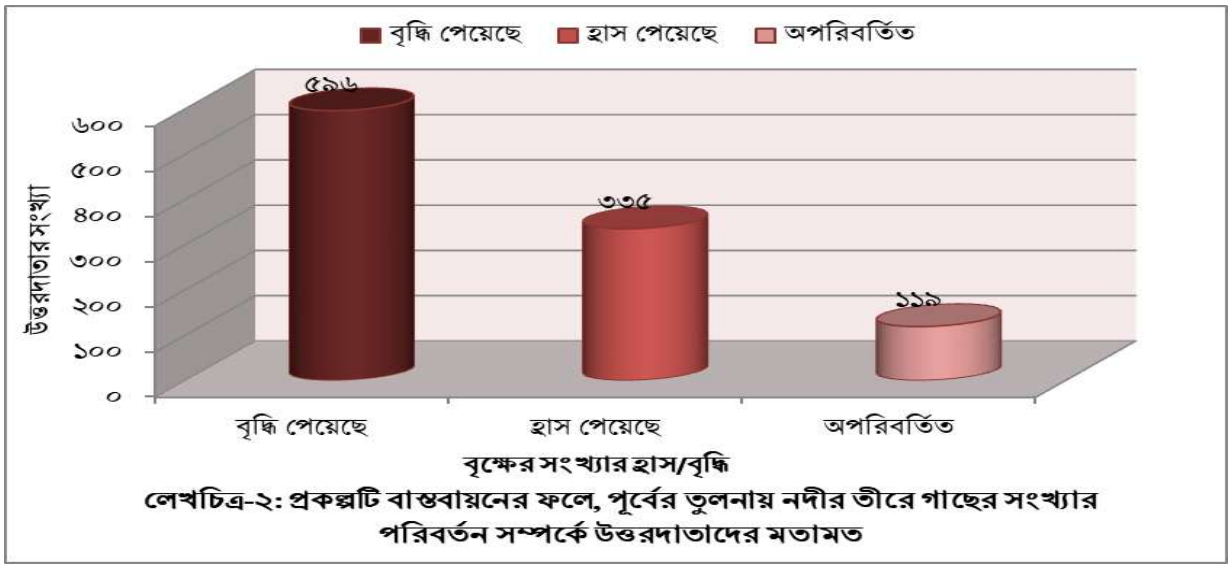

লেখচিত্র-২: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে, পূর্বের তুলনায় নদীর তীরে গাছের সংখ্যার পরিবর্তন সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

৩.৫.৩.৪. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অবস্থার পরিবর্তন

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঘাট ও নদীর তীরে ইট, বালু, কয়লা প্রভৃতি ব্যবসার পরিবর্তন: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৬০৮ (৫৭.৯%) জন উত্তরদাতার মতে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদীর ফোরশোর এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে উঠা বিভিন্ন ব্যবসা বিশেষ করে ইট, বালু ও কয়লার ব্যবসা বন্ধ হয়েছে; ২৫৫ জন (২৪.৩%) উত্তরদাতার মতে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদীর ফোরশোর এলাকায় ইট, বালু ও কয়লার ব্যবসা হ্রাস পেয়েছে। তবে ৪৪ জন উত্তরদাতা মনে করেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরেও নদীর ফোরশোর এলাকায় এই সকল ব্যবসার কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটে নি।

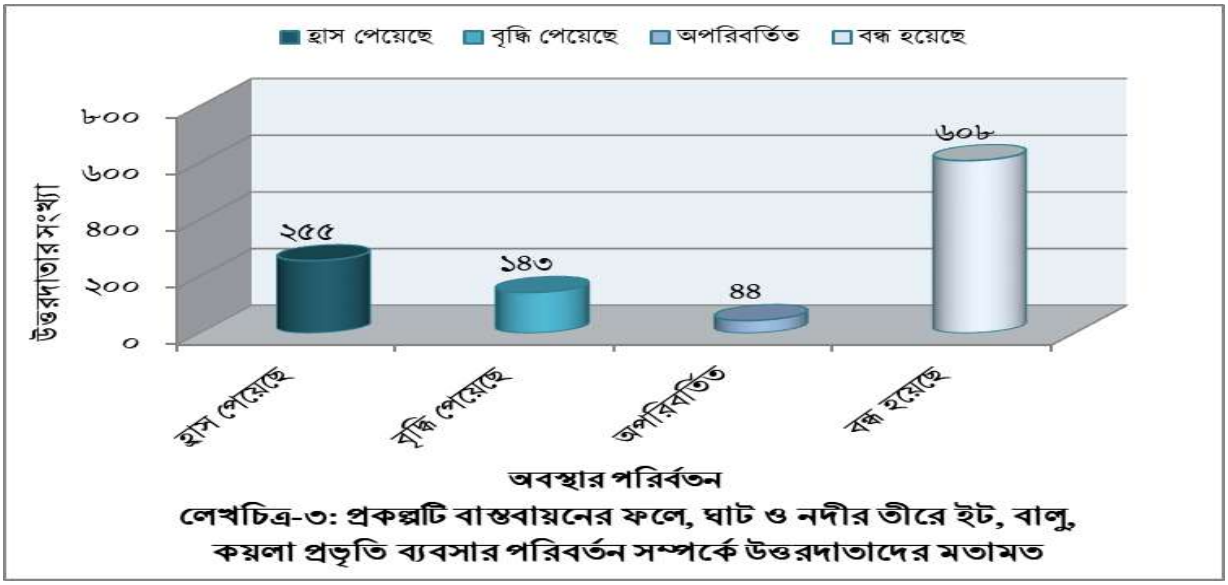

লেখচিত্র-৩: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে, ঘাট ও নদীর তীরে ইট, বালু, কয়লা প্রভৃতি ব্যবসার পরিবর্তন সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় নদীর প্রস্থের পরিবর্তন: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় নদীর প্রস্থ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন ১০২৩ (৯৭.৪%) উত্তরদাতা। তবে মাত্র ৯ (০.৯%) উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরও নদীর প্রস্থ হ্রাস হয়েছে এবং ১৮ জন উত্তরদাতার মতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরেও নদীর প্রস্থ অপরিবর্তিত রয়েছে।

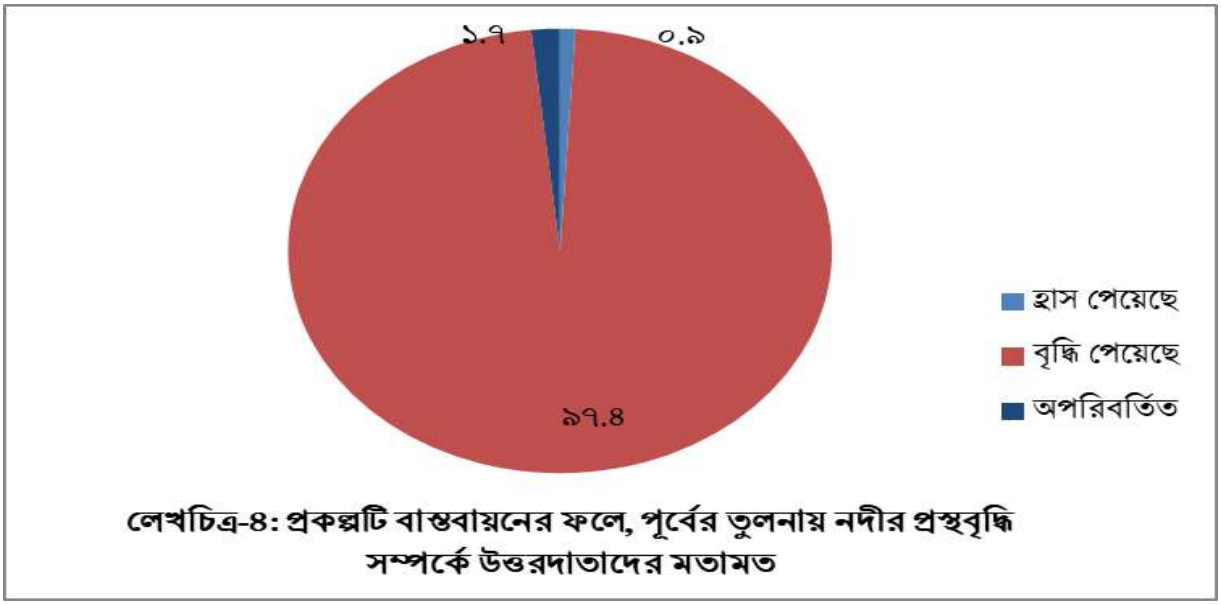

লেখচিত্র-৪: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে, পূর্বের তুলনায় নদীর প্রস্থবৃদ্ধি সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় নদীর তীরের সৌন্দর্য পরিবর্তন: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল উত্তরদাতা ১০৪৮ (৯৯.৮%) জন বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদীর তীরের সৌন্দর্য পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মাত্র ২ (০.২%) জন উত্তরদাতা এ বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তারা মনে করেন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরেও নদীর তীরের সৌন্দর্য-এর কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

টেবিল-৮. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে, পূর্বের তুলনায় নদীর তীরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

ক্রমিক সংখ্যা	উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা উত্তরদাতা
০১.	হ্রাস পেয়েছে	-	-
০২.	বৃদ্ধি পেয়েছে	১০৪৮	৯৯.৮
০৩.	অপরিবর্তিত	২	০.২
সর্বমোট		**১০৫০**	**১০০**

৩.৫.৩.৫. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে ও পরে নদীর তীরে ঘাটের সংখ্যা

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৩০ (৬০.০%) জন উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে তাদের এলাকায় ১-২টি ঘাট ছিল, ১৮৮ (১৭.৯%) জন বলেন, তাদের এলাকায় ৩-৪টি ঘাট আছে, ৫-৬টি ঘাট ছিল বলে উত্তরদান করেন ২০৫ (১৯.৫%) উত্তরদাতা। অপরদিকে, মাত্র ২৭ (২.৬%) উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বেই তাদের এলাকায় ৬এর অধিক সংখ্যাক ঘাট ছিল।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ওই সকল উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৩৯ (৩২.৩%) জন উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তাদের এলাকায় ১-২ টি ঘাট তৈরি করা হয়। অপরদিকে ৩৩৪ (৩১.৮%) উত্তরদাতা বলেন তাদের এলাকায় বর্তমানে ৩-৪টি ঘাট আছে; ২০৭ (১৯.৭%) জন বলেন যে, তাদের এলাকায় বর্তমানে ৫-৬টি ঘাট রয়েছে এবং ৬-এর বেশি সংখ্যাক ঘাট আছে বলে মত দেন ১৭০ (১৬.২%) উত্তরদাতা।

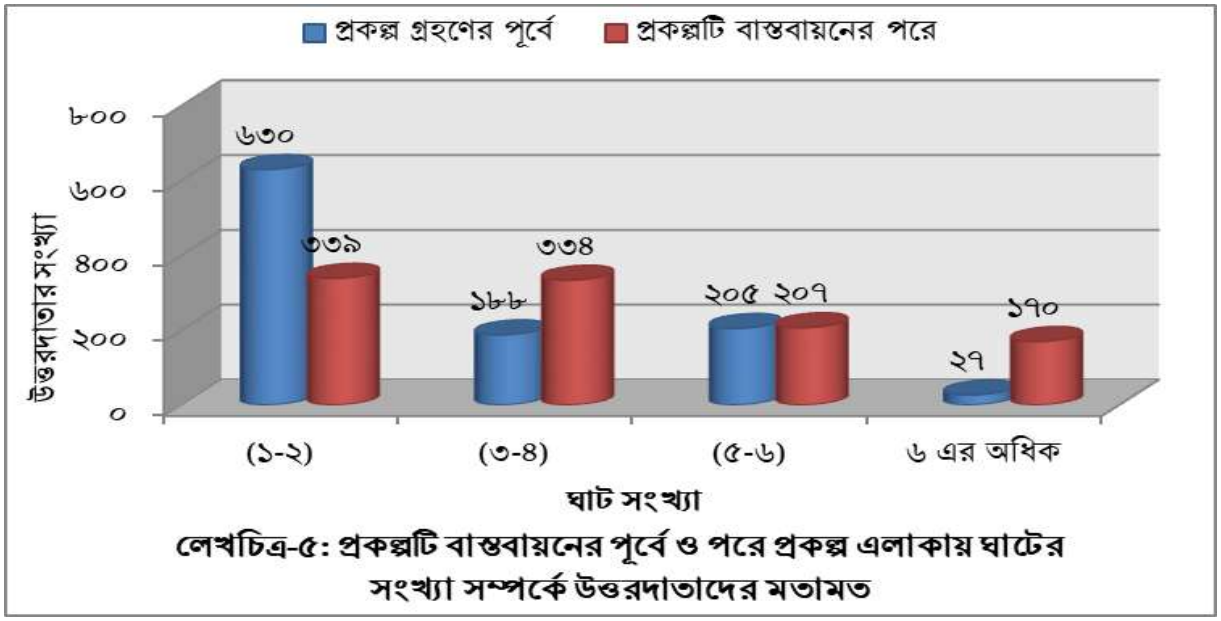

লেখচিত্র-৫: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে ও পরে প্রকল্প এলাকায় ঘাটের সংখ্যা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে, পূর্বের তুলনায় নদীর তীরে ঘাটের সংখ্যার পরিবর্তন: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় নদীর তীরে ঘাটের সংখ্যার কি ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে এমন প্রশ্নের উত্তরে ৬৭০ (৬৩.৮%) উত্তরদাতারা বলেন যে, নদীর তীরে ঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ৩৮০ (৩৬.২%) উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরও নদীর তীরে ঘাটের সংখ্যার কোন ধরণের পরিবর্তন হয় নি।

টেবিল-৯: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় পূর্বের তুলনায় ঘাটের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

ক্রমিক সংখ্যা	উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা উত্তরদাতা
০১.	হ্রাস পেয়েছে	-	-
০২.	বৃদ্ধি পেয়েছে	৬৭০	৬৩.৮
০৩.	অপরিবর্তিত	৩৮০	৩৬.২
সর্বমোট		**১০৫০**	**১০০**

৩.৫.৩.৬. পূর্বের তুলনায় উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন

প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে: এলাকার স্থায়ীভাবে বসবাসরত উপকারভোগী উত্তরদাতাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তাদের এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৭.৩% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ ছিল; ২৫.৫% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল এবং ১৭.৯% উত্তরদাতা বলেন যে, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ ছিল।
প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে: এলাকায় বসবাসরত উপকারভোগী বা প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো ব্যবহার করেন এমন উত্তরদাতাদের কাছ থেকে জানা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৮১.০% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মোটামুটি ভাল হয়েছে। তবে ১১.৬% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরেও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ রয়েছে এবং ৩.৬% উত্তরদাতা মনে করেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরেও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোন ধরণের পরিবর্তন হয় নি।

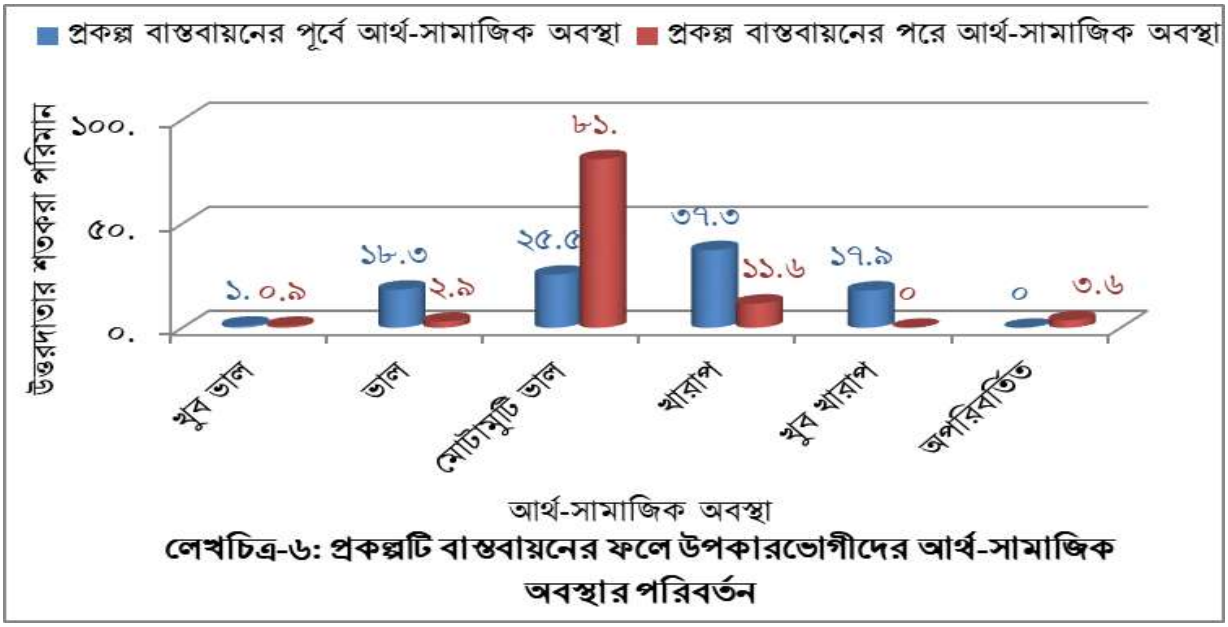

লেখচিত্র-৬: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন

৩.৫.৩.৭. পূর্বের তুলনায় প্রকল্প এলাকার সামগ্রিক পরিবেশের পরিবর্তন

প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ কেমন ছিল এমন প্রশ্নের উত্তরে ৪৪.৪% উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্প এলাকার পরিবেশ খুব খারাপ ছিল, ২৩.৮% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্প এলাকার পরিবেশ মোটামুটি ভাল ছিল। অপরদিকে ১৭.৪% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে তাদের এলাকার পরিবেশ খুব খারাপ ছিল।

প্রকল্প বাস্তবায়নের পর: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৫.৭% উত্তরদাতা মনে করেন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে তাদের এলাকার সামগ্রিক পরিবেশের অনেক উন্নতি হয়েছে।

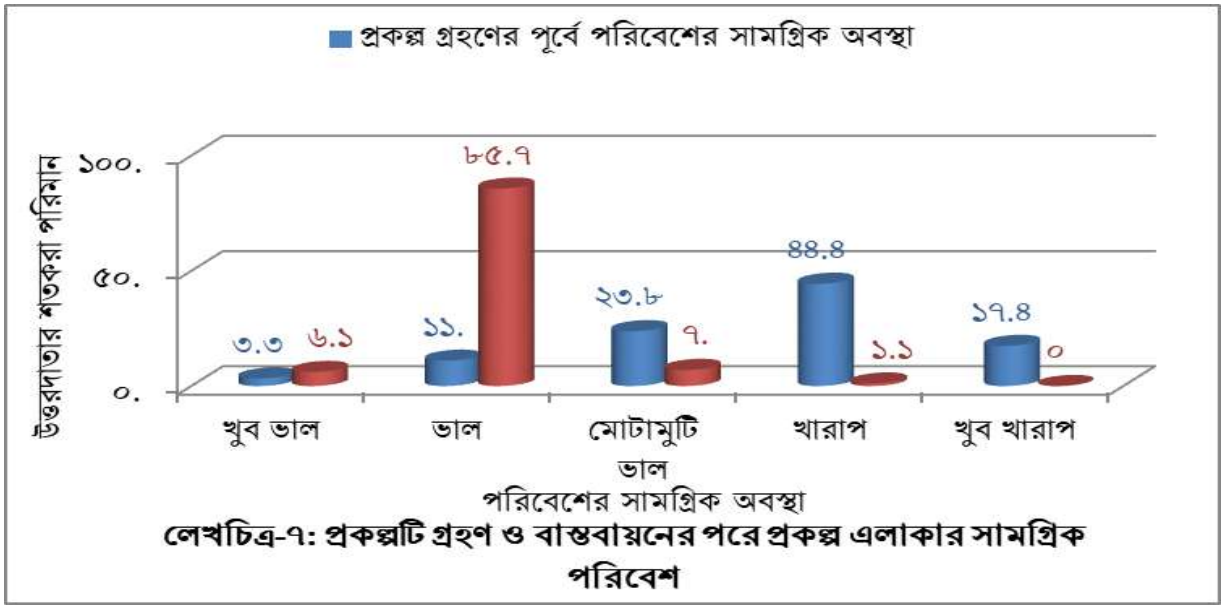

লেখচিত্র-৭: প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পরে প্রকল্প এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ

৩.৫.৪. পরিবেশের উন্নতির ধরণ

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের কাছে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের কি ধরনের উন্নতি হয়েছে এমন প্রশ্ন করা হলে ১০০% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ফোরশোর এলাকা দুর্গন্ধমুক্ত হয়েছে; ১০০% উত্তরদাতা বলেন যে, নদীর ফোরশোর এলাকা থেকে গৃহস্থালীর বর্জ্য ও পলিথিন ব্যাগ অপসারণ করা হয়েছ; ৮৭.৫% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মশার উপদ্রব কমেছে।

টেবিল ১০: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের উন্নতি ধরণ

ক্রমিক সংখ্যা	উন্নতির ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা উত্তরদাতা
০১.	দুর্গন্ধমুক্ত হয়েছে	১০৫০	১০০
০২.	গৃহস্থালীর বর্জ্য ও পলিথিন ব্যাগ অপসারণ করা হয়েছ	১০৫০	১০০
০৩.	মশার উপদ্রব কমেছে।	৯১৯	৮৭.৫
উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			

চিত্র: প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে নদীর ফোরশোর এলাকার পরিবেশের দৃশ্য

চিত্র: অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ/অপসারণ ও ভূমি উদ্ধার কার্যক্রম

চিত্র: প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ

চিত্র: প্রকল্পের মাধ্যমে রোপনকৃত বৃক্ষ	চিত্র: ফোরশোর এলাকায় ভ্রমণ পিপাসু লোকের ভিড়

৩.৫.৫. ভৌত অবকাঠামো (ওয়াকওয়ে, বেঞ্চ, পাকিং ইত্যাদি) নির্মাণের ফলে সৃষ্ট উপকার

প্রকল্পটির মাধ্যমে নির্মিত ভৌত অবকাঠামোর ফলে এলাকাবাসীদের উপকার হচ্ছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ১০০০ (৯৫.২%) জন উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোর ফলে তারা বিভিন্নভাবে উপকার পাচ্ছেন কিন্তু মাত্র ৫০ জন উত্তরদাতা এই বিষয়ে তাদের জানা নেই বলে মত প্রকাশ করেন। যে ১০০০ জন উত্তরদাতা উপকার পাচ্ছেন বলে মত প্রকাশ করেন তাদের মধ্যে ৯৯৭ (৯৯.৭%) উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তাদের যাতায়াতের সুবিধা তৈরি হয়েছে এবং চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ৯৯৫ (৯৯.৫%) জন বলেন প্রকল্পটি মাধ্যমে তৈরিকৃত অবকাঠামোর ফলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

টেবিল-১১: ভৌত অবকাঠামো (ওয়াকওয়ে, বেঞ্চ, পাকিং ইত্যাদি) নির্মাণের ফলে সৃষ্ট উপকারসমূহ

ভৌত অবকাঠামো (ওয়াকওয়ে, বেঞ্চ, পাকিং ইত্যাদি) নির্মাণের ফলে সৃষ্ট উপকার সম্পর্কে উত্তরদাতাদের প্রতিক্রিয়া			
ক্রমিক সংখ্যা	**উত্তরের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	হ্যাঁ	১০০০	৯৫.২
০২.	না	-	-
০৩.	জানা নেই	৫০	৪.৮
সর্বমোট		১০৫০	১০০
ভৌত অবকাঠামো (ওয়াকওয়ে, বেঞ্চ, পাকিং ইত্যাদি) নির্মাণের ফলে সৃষ্ট উপকারসমূহ			
ক্রমিক সংখ্যা	উপকারসমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা উত্তরদাতা
০১.	যাতায়াতের সুবিধা	৯৯৭	৯৯.৭
০২.	চিত্ত বিনোদনের সুবিধা	৯৯৭	৯৯.৭
০৩.	ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা	৯৯৫	৯৯.৫
০৪.	প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সহজে প্রাপ্যতা	৯৯৪	৯৯.৪
০৫.	জমির মূল্য বৃদ্ধি	৯৯৪	৯৯.৪
উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			

৩.৫.৬. প্রকল্পের কার্যক্রম/ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/ বৃক্ষরোপণ কাজের সাথে উত্তরদাতা/উপকারভোগীদের সম্পৃক্ততা

প্রকল্পের বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম বা ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ অথবা বৃক্ষরোপণ কাজের সাথে এলাকাবাসী বা উপকারভোগী বা উত্তরদাতারা সম্পৃক্ত ছিল কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ১০৪৫ (৯৯.৫%) উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে এলাকাবাসীরা কোনভাবেই সম্পৃক্ত ছিল না। তবে মাত্র ৫ জন উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটির বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে এলাকাবাসীদের সম্পৃক্ততা ছিল।

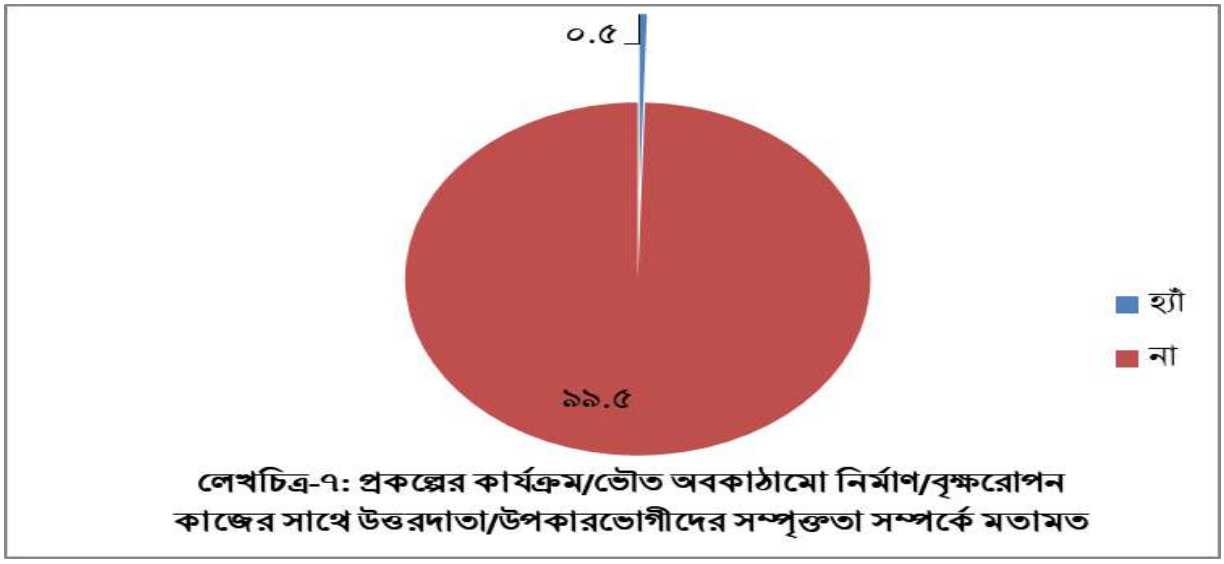

লেখচিত্র-৭: প্রকল্পের কার্যক্রম/ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/বৃক্ষরোপন কাজের সাথে উত্তরদাতা/উপকারভোগীদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে মতামত

৩.৫.৭. প্রকল্প এলাকায় নির্মিত ভৌত অবকাঠামোসমূহে (বিশেষ করে ওয়াকওয়ে ও বেঞ্চ) অসামাজিক কার্যক্রম ও মাদকসেবীদের দখলে

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৫.৮% উত্তরদাতারা মনে করেন যে, প্রকল্পটির মাধ্যমে নির্মিত ভৌত অবকাঠামোসমূহ (বিশেষ করে ওয়াকওয়ে ও বেঞ্চ)-এ রাতের বেলা অসামাজিক কার্যক্রম ও মাদকসেবকদের মাদক গ্রহণের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে ২.৩% উত্তরদাতা এ বিষয়ে মত প্রকাশ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। উত্তরদাতারা আরোও বলেন যে, এই সকল অবকাঠামোগুলোতে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যক্রম ও মাদকগ্রহণের স্থান হিসেবে ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সমস্যা সমূহ: ১. রাতে মাদকসেবকদের দ্বারা হেনস্থার শিকার ৮৩.১৪% উত্তরদাতার মতে; ২. ৭৪.৩৮% উত্তরদাতার মতে নিরাপত্তার অভার; ৩. ৭১.৯০% উত্তরদাতার মতে ছিনতাই এবং ৪. ৩৪.৯৫% উত্তরদাতার মতে চুরি।

টেবিল-১২: প্রকল্প এলাকায় নির্মিত ভৌত অবকাঠামোসমূহ (বিশেষ করে ওয়াকওয়ে ও বেঞ্চ) অসামাজিক কার্যক্রম ও মাদকসেবীদের মাদক গ্রহণের স্থান হিসেবে ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যাসমুহ

প্রকল্প এলাকায় নির্মিত ভৌত অবকাঠামোসমূহ (বিশেষ করে ওয়াকওয়ে ও বেঞ্চ) অসামাজিক কার্যক্রম ও মাদকসেবীদের দখলে কি না এই সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত			
ক্রমিক সংখ্যা	**উত্তরের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	হ্যাঁ	১০০৬	৯৫.৮
০২.	না	২০	১.৯
০৩.	মতামত দিতে অনিচ্ছুক	২৪	২.৩
সর্বমোট		১০৫০	১০০
প্রকল্প এলাকায় নির্মিত ভৌত অবকাঠামোসমূহ (বিশেষ করে ওয়াকওয়ে ও বেঞ্চ) অসামাজিক কার্যক্রম ও মাদকসেবীদের দখলে থাকার কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যাসমুহ			
ক্রমিক সংখ্যা	**সামাজিক সমস্যাসমুহ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	রাতে মাদকসেবকদের দ্বারা হেনস্থার শিকার	৮৭৩	৮৩.১৪
০২.	নিরাপত্তার অভাব	৭৮১	৭৪.৩৮
০৩.	ছিনতাই	৭৫৫	৭১.৯০
০৪.	চুরি	৩৬৭	৩৪.৯৫
উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			

খ. প্রকল্প সম্পর্কে গুণগত তথ্যের বিশ্লেষণ

৩.৫.৮. দলভিত্তিক আলোচনা (এফজিডি) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পক্ষ থেকে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক বাস্তবায়িত "ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে (Foreshore Land) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধনী)" প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ক সমীক্ষার ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৩ টি জেলার ৫টি উপজেলায়/সিটি কর্পোরেশনে ১০ টি দলগত আলোচনা (এফজিডি) করে মতামত সংগ্রহ করা হয়। প্রতি এফজিডিতে ন্যূনতম ১০ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেছেন; যার ফলে ১০টি এফজিডিতে মোট অংশগ্রহণকারী ছিলেন ১০৩ জন। প্রত্যেক এফজিডিতে উপকারভোগীরা (নৌ-যান চালক, দিনমজুর, এলাকাবাসী, নৌ-যাত্রী, ছাত্র, রিক্সাচালক, চা-দোকানদার, জনপ্রতিনিধি এবং ব্যবসায়ী ব্যক্তিবর্গ) অংশগ্রহণ করে। এফজিডিতে সমজাতীয় পেশা, আয়ের, সকল বয়সের ব্যক্তিবর্গ এবং নিরক্ষর থেকে উচ্চশিক্ষিত অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করা হয় যে বিআইডব্লিউটিএ উল্লেখিত প্রকল্পের মাধ্যমে নদী বন্দর এলাকার অবৈধ স্থাপনা রোধকল্পে সৌন্দর্যবর্ধন, পরিবেশ উন্নয়ন ও নদী তীরের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করেছে। বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহের কথা তাদেরকে বলা হয়। এফজিডি গাইডলাইন (পরিশিষ্ট-২) অনুসারে সকল আলোচনা পরিচালিত হয়েছে।

এফজিডিকৃত এলাকাসমূহে "ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে (Foreshore Land) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম ও নানাবিধ নির্মাণ কাজ সম্বন্ধে অংশগ্রহণকারীদের অবগত এবং এই প্রকল্প বিষয়ে তাদের মনোভাব কি এমন প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ উত্তরদাতাই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তবে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম সকলের নিকট প্রশংসিত হলেও দরিদ্র বাস্তুচ্যুতদের পূনর্বাসন না করে ও কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উচ্ছেদ করার কারণে বেশকিছু দরিদ্র মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে - যা এ প্রকল্পের একটি দূর্বল দিক বলে অংশগ্রহণকারীগণ মত দিয়েছেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার সৌন্দর্য ও মানুষের চলাফেরা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাওয়া, সরকারি অফিস ও আদালতে যাওয়া, হাসপাতালে যাওয়া এবং ব্যক্তিগত কাজে যাওয়ার জন্যে অনেকে এই ওয়াকওয়ে ব্যবহার করছে, ফলে তাদের যাতায়াত পূর্বের তুলনায় সহজতর হয়েছে এবং যাতায়াতে পূর্বের কম সময় লাগছে। তবে নৌ-পরিবহনের ইজারার টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্রঃ গাবতলী ও টঙ্গীতে স্থানীয় জনগণ ও শ্রমিকদের সাথে এফজিডি

এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল উত্তরদাতাগণ জানান যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে ওয়াকওয়ে ব্যবহার করে বড় রাস্তায় যাতায়াত, নদী পথে যাত্রী নিয়ে আসা যাওয়া ও পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। নৌ-চলাচল ও নদী পথে পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও এলাকার জায়গার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকাবাসীর আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, নৌ-পথে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের কারণে উক্ত এলাকায় পণ্য খালাশ শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে প্রকল্প এলাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ও প্রকল্প এলাকায় জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে।

এলাকায় ওয়াকওয়ে, বেঞ্চ, সিঁড়ি ইত্যাদি নির্মাণের ফলে এবং পর্যাপ্ত নৌ-পরিবহনের চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় ফলে মহিলাদের যাতায়াত, কর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হেয়েছে।

এ প্রকল্পের ফলে কোন পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পড়েছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে দলগত আলোচনায় আওতার্ভূক্ত ৩ টি এলাকাতেই প্রকল্পের ফলে পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়ে নি বলে এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীগণরা মনে করেন।

লোকজন আগের তুলনায় সামাজিকভাবে সুরক্ষিত। ভ্রমণ পিপাসু লোকজন নদীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারছে। পূর্বের তুলনায় ভ্রমণ পিপাসু লোকজনের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। তবে, ওয়াকওয়ে দিয়ে দিনের বেলায় লোকজন স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারলেও সন্ধ্যার পরে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে না। এর কারণ হিসেবে আলোর অভাবের কথা জানিয়েছেন এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতারা। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বাতি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে আছে।

প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত প্রায় সকল কার্যক্রম স্থানীয় জনসাধারনের চাহিদার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তবে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমটি আরো বেশি সংখ্যায় হলে ভাল হতো বলে অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন। অংশগ্রহণকারীরা আরোও বলেন যে, রাতের বেলায় বেশকিছু স্থান ও ওয়াকওয়েতে মাদকসেবী ও ছিনতাইকারীদের আনাগোনা লক্ষ করা যায়। সেজন্যে, লোকজন বিশেষ করে নারীদের জন্যে সন্ধ্যার পর চলাফেরা করা সম্ভব হয় না। তারা আরোও বলেন যে, একাকী পথচারীর জন্য রাতের বেলা উক্ত পথ খুবই বিপদজনক। ছিনতাই, শারীরিক হেনস্থা ইত্যাদি ঘটনা এই এলাকার নিয়মিত ঘটনা বলে উত্তরদাতা মনে করেন।

অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতারা আরোও বলেন যে, প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত বেঞ্চগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেশির ভাগ বসার অনুপোযোগী হয়ে গেছে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় সমস্ত ফোরশোর এলাকা থেকে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা সম্ভব হয় নি বলে উত্তরদাতারা বলেছেন। এর কারণ হিসেবে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন।

ভবিষৎতে এ ধরনের প্রকল্পের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে তবে দরিদ্র বাস্তুচ্যুতদের পূনর্বাসনের অথবা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। নদীর উভয় পাড়ের অবৈধ স্থাপনা উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখা, সৌন্দর্যবর্ধন, পরিবেশ উন্নয়ন, নদী তীরের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা, স্থানীয় ও ভ্রমন পিপাসু লোকজনের সন্ধ্যার পরে নিরাপদে চলাফেরা নিশ্চিত করা, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মান ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি যত্নবান হতে হবে। নদীর পানি দূষিত হওয়া বন্ধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করতে হবে।

চিত্র: প্রকল্প এলাকায় বিশ্রামরত মানুষ এবং তাদের ঘিরে স্বল্প আয়ের মানুষের উপার্জন

চিত্র: প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের এলাকাবাসীর বিভিন্ন কাজে সর্বোচ্চ ব্যবহার

৩.৫.৯. মুখ্য ব্যাক্তিবর্গের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ

প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার ব্যক্তিবর্গ যেমন বিআইডব্লিউটিএ-এর বন্দর অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে পৃথকভাবে কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে। কেআইআইতে প্রকল্পের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য অনুসারে বাস্তবায়ন, অর্জন ও প্রধান প্রধান কর্মকান্ডগুলোর বর্তমান কার্যকর অবস্থা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়, প্রকল্পের পণ্য ও সেবাসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়া ও আর্থিক ব্যয়, কৃষি ফসল, মৎস্য আহরণসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব এবং প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং প্রকল্পটির কার্যক্রম টেকসই করার জন্য ভবিষ্যতে কি কি উদ্যোগ নেয়া দরকার তা বিশ্লেষণ করা।

নদী পার্শ্ববর্তী যে সকল কল-কারখানা বিষাক্ত, ক্ষতিকর বর্জ্য নদীতে ফেলে নদীর পানি দূষিত করছে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমের মতো তাদেরকে তা বন্ধ করতে বাধ্য করা প্রয়োজনে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে নদীর পানি দূষিত করা রোধ করা যেত। প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজের গুণগত মান আশানুরূপ হলেও নদীর পাড়ে ব্যবহৃত ব্লক যথেষ্ট মানসম্পন্ন ছিল না। বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমটি এ প্রকল্পে থাকা উচিত ছিল। অবৈধ স্থাপনা উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখা ও প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

৩.৫.১০. কেস স্টাডি

ননীভূষণ গোস্বামী, বয়স: ৬৭ বছর। সিদ্ধিরগঞ্জ শ্মশানঘাট মন্দিরের একজন স্থায়ী পুরোহিত। তিনি দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে উক্ত মন্দিরে দায়িত্বরত আছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে উক্ত এলাকায় কি কি অসুবিধা হত, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে উক্ত নদীর পাড় দিয়ে হাটা চলা করা দুরুহ ছিল। তাছাড়া ফোরশোর ভূমিতে অবৈধ দখলের মাধ্যমে স্থাপনা নির্মাণের ফলে নদী ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। নদীর তীরে আর্বজনা ফেলার কারণে সৃষ্ট দুর্গন্ধে এলাকাবাসীর অনেক কষ্ট হতো। যার কারণে নদীর তীরে এলাকার লোকজন খুব একটা আসতো না।

ফোরশোর ভূমিতে চলাচলের এই সকল প্রতিবন্ধকতার কারণে এলাকার লোকজন নদীর তীরে অবস্থিত এই মন্দিরে খুব একটা আসতো না। ফলে এখানো আয়োজন করে কোন ধরণের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো না। শবদাহ সৎকারের জন্য পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও এই শ্মশান ঘাটে কেউ শবদাহ সৎকারের জন্য আসতো না। তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ফোরশোর এলাকার ওয়াকওয়ে ব্যবহার করে অনেক ধার্মিক ব্যক্তি প্রতিদিন পূজা-অর্চনার জন্য এই মন্দিরে আসেন। তাছাড়া সিড়ি নির্মাণ ফলে মৃত ব্যক্তির স্নান করানো সহ অন্যান্য কার্জক্রম সহজ হওয়ায় এই শ্মশানে মৃত ব্যক্তির সৎকারের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, মন্দিরের আশে পাশ থেকে দুর্গন্ধ দূর হওয়ায় এই মন্দিরে এখন বাৎসরিক সকল ধরণের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং এই সকল অনুষ্ঠানে বিপুল ভক্তের সমাগম হয়ে থাকে।

কেস স্টাডি: ননীভূষণ গোস্বামী (ডান পাশ থেকে দ্বিতীয়), পুরোহিত, সিদ্ধিরগঞ্জ শ্মশানঘাট মন্দির

৩.৫.১১. স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালাটির স্থান নির্ধারণের জন্য প্রকল্প এলাকার উপর স্টাডি করে বিভিন্ন নির্দেশক যেমন প্রকল্প এলাকার Vulnerability; প্রকল্পের কাজ এর পরিধি এবং সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বেশি প্রভৃতি বিষয় বিবেচনাপূর্বক আইএমইডি-এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কর্মশালার স্থান হিসেবে নারানগঞ্জ জেলার কাচপুর প্রকল্প এলাকাকে নির্বাচন করা হয়েছিল। ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী সব ধরনের উপকারভোগী জনগণ (মহিলা ও পুরুষ) যেমন কৃষি ফসল চাষী, মৎস্য আহরনকারী/ব্যবসায়ী, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, ছাত্র, সামাজিক প্রতিনিধি ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ। ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে যেসব বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয় সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সবল দিকসমূহ:

- প্রকল্পের মাধ্যমে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমে ফোরশোর এলাকা দখলমুক্ত করায় প্রকল্প এলাকার পরিবেশের অনেক উন্নতি হয়েছে।
- প্রকল্পের মাধ্যমে ফোরশোর এলাকায় ওয়াকওয়ে, বেঞ্চ ও সিড়ি নির্মাণের ফলে এলাকার মানুষের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাড়া ভ্রমণ পিপাসু লোকজনের যাতায়াত বেড়েছে।
- প্রকল্পের মাধ্যমে ফোরশোর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষরোপনের ফলে এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
- নদীর নাব্যতা ও প্রস্থতা রক্ষায় প্রকল্পের পরোক্ষ ভূমিকা থাকায় নদী পথে নৌ-যান, যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকায় পণ্য বহন শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে এলাকার অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত এলাকায় ভ্রমন পিপাসু লোকের যাতায়াত বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছূ স্বল্প পুজির লোকের উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সকালে ও সন্ধ্যায় এলাকার মানুষজন নিয়মিত ব্যায়াম করার জন্য উক্ত ওয়াকওয়ে ব্যবহার করে থাকে।

দুর্বল দিকসমূহ:

- সম্পূর্ণ ফোরশোর এলাকা দখলমুক্ত না করতে পারাটা এই প্রকল্পের একটি দুর্বল দিক বলে কর্মশালাই উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ফোরশোর এলাকায় গড়ে উঠা অনেক নিম্ন আয়ের মানুষের বসতবাড়ি উচ্ছেদ করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মতে, প্রকল্প থেকে এই বাস্তুচ্যুতদের পূনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণ না দেওয়াটা প্রকল্পের একটি দুর্বল দিক।
- কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মতে, প্রকল্প থেকে নির্মিত বেঞ্চগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে আছে। দ্বায়িত্বরত কর্তৃপক্ষের নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যাওয়া বেঞ্চগুলো পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তোলা।
- কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা নির্মিত স্থাপনাগুলোর নিয়মিত তদারকি ও মেরামতের ব্যবস্থা না রাখা এই প্রকল্পের একটি দুর্বলদিক হিসেবে চিন্হিত করেন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতে, প্রকল্প থেকে রোপনকৃত বৃক্ষগুলো রোপন করার কিছু দিনের মধ্যে বিভিন্ন কারণে মারা যায়। তাদের মতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পূরণ করার লক্ষ্যে পুনরায় প্রকল্প এলাকায় শক্তিশালী বেড়া নির্মাণ করার মাধ্যমে নতুন করে বৃক্ষ রোপন করা উচিত।

প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব:

- ফোরশোর এলাকা দখলমুক্ত করার সময় বিনা নোটিশে ফোরশোর এলাকায় গড়ে উঠা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো (বিশেষকরে ইট, বালু, সিমেন্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান) উচ্ছেদ করার কারণে অনেক স্বল্প পুজির ব্যবসায়ীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। প্রকল্প থেকে এদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখলে ব্যবসায়ীদের কিছুটা উপকার হোত।
- পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য এলাকাবাসীরা ওয়াকওয়ের নিচ দিয়ে ড্রেন তৈরি করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেছে যা নির্মিত স্থাপনার স্থায়ীত্বের জন্য হুমকিসরূপ।
- প্রকল্প এলাকার অসচেতন নাগরিকরা প্রকল্প এলাকায় এমনকি নদীর ভিতরে বা তীরে আর্বজনা ফেলে একদিকে যেমন পরিবেশের ক্ষতি করছে, অন্যদিকে নদীর সৌন্দর্য নষ্ট করছে। প্রকল্প থেকে যদি প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন জায়গায় আর্বজনা ফেলার ব্যবস্থা করতো তো প্রকল্পের সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্য আরো ভালোভাবে অর্জিত হতো।

চিত্র: নারায়ণগঞ্জের সিদ্দিরগঞ্জ উপজেলার কাঁচপুর ল্যান্ডিং স্টেশনে অনুষ্ঠিত স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালায় আইএমইডির পরিচালক, উপ-পরিচালক, প্রকল্প কর্মকর্তা, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও পরামর্শকসহ স্থানীয় জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

- অংশগ্রহণকারীদের মতে ওয়াকওয়েতে গরু, ছাগল ও নোঙর করার দড়ি বাঁধার কারণে পথচারীদের যাতায়াতের সমস্যা হওয়ার পাশাপাশি রেলিং এবং নদীর তীরের ক্ষতি হচ্ছে। তাদের মতে, দ্বায়িত্বরত কর্তৃপক্ষের উক্ত বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা না প্রদান করলে উক্ত ওয়াকওয়ে ও দেওয়াল ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে যাবে।

- ফোরশোর এলাকা দখলমুক্ত না হওয়ার কারণে অনেক জায়গায় ওয়াকওয়ে অনেকটা সরু হয়ে যাওয়ায় অনেক জনসমাগমে মহিলাদের যাতায়াতে অনেক সমস্যা দেখা যায়।
- রাতের বেলা পথচারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকল্প এলাকায় অতিসত্বর স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী বলে উপকারভোগীরা মনে করেন।

৩.৫.১২. প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

ক্রমিক নং	উপাদান	লক্ষমাত্রা	অর্জন
০১.	প্রকল্পের উপকার ও খরচের অনুপাত (BCR) ক. ভৌত খ. আর্থিক	- ১১.১২	এটি একটি সামাজিক সেবাভিত্তিক অবকাঠামো প্রকল্প, তাই এই প্রকল্পের সুবিধাসমূহ অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা সম্ভব হয় নি। সেই কারণে, এই প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।
০২.	প্রকল্পের IRR বিশ্লেষণ ক. ভৌত খ. আর্থিক	- ১৭.২৯%	

৩.৫.১৩. প্রকল্পের Exit Plan বিশ্লেষণ

Exit Plan হিসাবে ডিপিপিতে (২০১১) প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনের জন্য প্রাক্কলিত ব্যায় হিসেব ধরা আছে যদিও অর্থ বরাদ্দের উৎস ও সুনির্দিষ্ট খাতের বিবরনী দেয়া নাই। ডিপিপিতে বলা হয়েছে প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রথম বছর রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ২১৪.১৩ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। প্রকল্পের সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যয়িত মোট অর্থের ২ শতাংশ প্রথম দশ (১০) বছরে প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য প্রয়োজন যা কিনা পরবর্তী পনেরো (১৫) বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৫ শতাংশ করা উচিত। প্রকল্পের জীবনকাল ধরা হয়েছে ২৫ বছর (২০১৪-২০৩৯)।

প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ জন্য প্রাক্কলিত অর্থের যোগান নির্ধারন করতে না পারলে সম্পাদিত অবকাঠামো দ্বারা ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া কঠিন হবে বলে প্রতীয়মান হয়। তদুপরি ভৌত অবকাঠামোগুলোতে নিরাপত্তা অভাব জনিত সমস্যার কারনে উপকারভোগী লোকজনের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং অসামাজিক কর্মকান্ড ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। BIWTA-এর নিজস্ব জনবলের অভাবে নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ঠিকমত হচ্ছে না ।

যদিও সীমিত পরিসরে গত ১৩ ই জুন, ২০২০ তারিখে BIWTA নদীবন্দরে শৃঙ্খলা রক্ষা ও দখলমুক্ত তীরভূমি নজরদারি জোরদারে পরীক্ষামুলকভাবে নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষী "রিভার গার্ডের" কার্যক্রম শুরু করেছে। (তথ্য সূত্র: bdnews24.com)। দক্ষ জনবল ও প্রশিক্ষিত রিভার গার্ডের মাধ্যমে উচ্ছেদকৃত তীরভূমি পুনঃদখল এবং ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার কাজ সুষ্ঠভাবে করা সম্ভব।

৩.৫.১৪. আইএমইডি কর্তৃক সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশ প্রতিপালন

আইএমইডি কর্তৃক পরিচালিত **"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধনী)"** শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সর্বমোট ৮টি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছিল। প্রকল্পের পরিচালকের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাসমূহের উত্তম ব্যবহারের জন্য উক্ত সুপারিশসমূহ ছিল খুবই বাস্তবসম্মত। সেই লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। নিম্নে সমাপ্তি প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক্রমিক সংখ্যা	সুপারিশসমূহ	গৃহীত পদক্ষেপ
০১.	বুড়িগংগা নদীর পানির ফ্লো বৃদ্ধির মাধ্যমে নদীতে সারা বছর প্রবাহ রাখতে হবে। সে জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ''যমুনা হতে বুড়িগংগা নদীতে পানি আনার	এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন থেকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নির্দেশনা/আদেশ প্রদান করা হয়েছিল।

ক্রমিক সংখ্যা	সুপারিশসমূহ	গৃহীত পদক্ষেপ
	Augmentation of Buriganga River) ''প্রকল্পটি দ্রত বাস্তবায়ন করতে হবে	
০২.	নদী দু'পাড়ে শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে হবে এবং টংগী বিসিক এলাকার শিল্প সমূহর জন্য ETP স্থাপন করার ব্যবস্থা দিতে হবে ETP স্থাপনের পূর্বে বর্জ্যসমূহ একটি Pond-এ ফেলে লোকালভাবে পরিশোধ করে নদীতে ফেলার ব্যবস্থা দ্রত নেয়া যেতে পারে।	যেহেতু বিষয়টি পরিবেশ অধিদপ্তর এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিসিক-এর দ্বায়িত্বের মধ্যে পরে তাই পরিবেশ অধিদপ্তর ও শিল্প মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল।
০৩.	বর্তমানে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের সুফল পেতে হলে বুড়িগংগা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষা নদীর পুরো ১১০.০০ কিলোমিটারের বর্জ্য অপসারণের সাথে সাথে বুড়িগংগা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদীর পুরো এলাকার দু'পাড়ের কমপক্ষে ৫০ কি: মি: তীররক্ষাসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ করতে হবে।	বর্তমানে প্রকল্পটির ২য় পর্যায় চলমান রয়েছে। যার মাধ্যমে ঢাকা, নারানগঞ্জ ও টঙ্গী নদী বন্দর এলাকার প্রায় ৫২ কি: মি: অংশে কাজটি চলছে। যার মাধ্যমে ঢাকা ও টঙ্গী নদীবন্দর এলাকার প্রায় ১০০ কি: মি: এলাকার ফোরশোর ভূমি থেকে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং নারানগঞ্জ এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চলমান। তাছাড়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১০৮২০টি সীমানা পিলার ইতোমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৩য় পর্যায়ে প্রায় ১৭২ কি:মি: কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে বর্তমানে প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি চলমান রয়েছে।
০৪.	ওয়াকওয়ের রেলিং-এর সাথে বালূবাহী কার্গো জাহাজ বাঁধা বন্ধ করতে হবে।	ওয়াকওয়ের রেলিং-এর সাথে বালুবাহী কার্গো জাহাজ বাঁধা বন্ধ করা হয়েছিল। যদিও তারপরে বিভিন্ন সময়ে বালুবাহী কার্গো জাহাজ বাঁধার ঘটনা ঘটেছিল। যার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময় পদক্ষেপ গ্রহণ করেও কোন ধরণের সুফল দৃষ্টিগোচর হয় নি।
০৫.	স্থানীয় প্রশাসন হতে নদী তীরের জনসাধারনকে নদীর দখল ও দূষণ বন্ধে সহযোগিতা এবং নদীতে বর্জ্য ফেলা বন্ধে উদ্বোদ্ধ করা যেতে পারে।	দখল ও দূষণ রোধকল্পে বিভিন্ন সময়ে উপকারভোগী জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল।
০৬.	নদীর তীরে পর্যাপ্ত বর্জ্য ফেলার স্থান নির্ধারন করা। ময়লা ফেলার স্থান/ গার্বেজ পয়েন্ট হতে গার্বেজ অপসারনের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট এলাকার সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট এলাকার সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানদের এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে অনুরোধ করা হলেও কোন পদক্ষেপ দৃষ্টিগোচর হয় নি।
০৭.	মার্কেটগুলোর আশে পাশে গার্বেজ ফেলার পয়েন্ট করতে হবে এবং মার্কেটগুলোর সমিতিকে তার ব্যবস্থা ও তদারকীর দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারেনদী পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ও গবেষণা পত্রের ভিত্তিতে নদীর দুই পাড়ের মানুষ ও বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান, তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রচার, জনমত সৃষ্টির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	মার্কেট সমিতি, স্থানীয় জনসাধারণ ও বিভিন্ন সংগঠনকে সম্পৃক্ত করার জন্য জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করণের কাজ, প্রচার ইত্যাদি পদক্ষেপ বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করা হয়েছিল। এলক্ষ্যে মার্কেটগুলোতে প্রায় ১২০০ চিঠি প্রেরণ করা হয়েছিল এবং বাজার কমিটির সাথে আলোচনার মাধ্যমে গার্বেজ পয়েন্ট নির্ধারণ করে ডাষ্টবিন স্থাপন করা হয়েছিল।

৩.৫.১৫. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃস্ট সুবিধাদি টেকসই হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী তথ্য সংগ্রহকারী ও পরামর্শকবৃন্দ সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সমূহ পর্যবেক্ষণ করেন। তারা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কার্যক্রমসমূহের পরিমাপ/পরিমাণ, অবকাঠামোসমূহের বর্তমান কার্যকর অবস্থা, সংস্কার করা হয়েছে কিনা বা সংস্কার করার দরকার আছে কিনা এবং অবকাঠামোসমূহ নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সুবিধা ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করেন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

প্রকল্প এলাকার বিবরণ	নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ	দৈর্ঘ্য/পরিমাণ	বর্তমান কার্যকর অবস্থা	সংস্কার করা হয়েছে কিনা	সংস্কার করার দরকার আছে কিনা	সৃষ্ট সুবিধা
টঙ্গী নদী বন্দর						
তুরাগ নদীর টঙ্গী প্রান্ত	হাঁটার রাস্তা	১২৯০ মি.	কার্যকর	না	হ্যাঁ	যাতায়াতের সুবিধা
	তীর সংরক্ষণ	১২৯০ মি.	কার্যকর	না	হ্যাঁ	ভাঙন থেকে রক্ষা
	পাইলের উপর ওয়াকওয়ে	৬৭৫ মি.	কার্যকর	না	হ্যাঁ	যাতায়াতের সুবিধা
	কিউ ওয়াল	৩৩৫ মি.	কার্যকর	না	হ্যাঁ	সীমানা নির্ধারণ
	আরসিসি সিড়ি	১৫ টি	কার্যকর	না	হ্যাঁ	পারাপার
	বৃক্ষরোপণ	বনজ ও ফল	নেই		বৃক্ষরোপনের দরকার	-
তুরাগ নদীর ঢাকা প্রান্ত	হাঁটার রাস্তা	২০৯০ মি.	কার্যকর	না	হ্যাঁ	যাতায়াতের সুবিধা
	তীর সংরক্ষণ	২০৯০ মি.	কার্যকর	না	হ্যাঁ	ভাঙন থেকে রক্ষা
	পাইলের উপর ওয়াকওয়ে	৬২৫ মি.	কার্যকর	না	হ্যাঁ	সীমানা নির্ধারণ
	আরসিসি সিড়ি	১৮ টি	কার্যকর	না	হ্যাঁ	পারাপার
	বৃক্ষরোপণ	বনজ ও ফল	নেই		বৃক্ষরোপনের দরকার	-
ঢাকা নদী বন্দরঃ						
ঢাকা নদীর আমিনবাজার এলাকা	হাঁটার রাস্তা	৬৪৫ মি.	কার্যকর	না	হ্যাঁ	যাতায়াতের সুবিধা
	তীর সংরক্ষণ	৬৪৫ মি.	কার্যকর	না	হ্যাঁ	ভাঙন থেকে রক্ষা
	কিউ ওয়াল	২২৫ মি.	কার্যকর	না	হ্যাঁ	সীমানা নির্ধারণ
	আরসিসি সিড়ি	৮টি	কার্যকর	না	হ্যাঁ	পারাপার
	বৃক্ষরোপণ	বনজ ও ফল	অপ্রতুল	-	রোপন দরকার	পরিবেশের উন্নতি
ঢাকা নদীর গাবতলী এলাকায় (বড় বাজার থেকে টার্মিনাল)	হাঁটার রাস্তা	৯০০ মি.	কার্যকর	না	হ্যাঁ	যাতায়াতের সুবিধা
	তীর সংরক্ষণ	৯০০ মি.	কার্যকর	না	হ্যাঁ	ভাঙন থেকে রক্ষা
	কিউ ওয়াল	৫২৫ মি.	কার্যকর	না	হ্যাঁ	সীমানা নির্ধারণ
	আরসিসি সিড়ি	৯ টি	কার্যকর	না	হ্যাঁ	পারাপার
	বৃক্ষরোপণ	বনজ ও ফল	অপ্রতুল	-	রোপন দরকার	পরিবেশের উন্নতি
ঢাকা নদীর গাবতলী এলাকায় (টার্মিনাল থেকে নিম্নমুখী)	হাঁটার রাস্তা	২১৩০ মি.	কার্যকর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	চলাচলে সুবিধা
	তীর সংরক্ষণ	২১৩০ মি.	কার্যকর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নদীর পাড় ভাঙতে পারে না
	কিউ ওয়াল	৭৫ মি.	কার্যকর	হ্যাঁ	না	নদীর সীমানা
	আরসিসি সিড়ি	৮ টি	কার্যকর	হ্যাঁ	না	নদীতে নামা ও পণ্য উঠা নামা
	বৃক্ষরোপণ	বনজ ও ফল	আছে	বেড়ার প্রয়োজন	আরো গাছ লাগানো দরকার	পরিবেশের উন্নয়ন
নারানগঞ্জ নদী বন্দরঃ						
কাচপুর থেকে	হাঁটার রাস্তা	২৭৬০ মি.	কার্যকর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	চলাচলে সুবিধা

প্রকল্প এলাকার বিবরণ	নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ	দৈর্ঘ্য/পরিমাণ	বর্তমান কার্যকর অবস্থা	সংস্কার করা হয়েছে কিনা	সংস্কার করার দরকার আছে কিনা	সৃষ্ট সুবিধা
ডেমরা পর্যন্ত	তীর সংরক্ষণ	২৭৬০ মি.	কার্যকর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নদীর পাড় ভাঙতে পারে না
	কিউ ওয়াল	৬০ মি.	কার্যকর	হ্যাঁ	না	নদীর সীমানা
	আরসিসি সিড়ি	৫ মি.	কার্যকর	হ্যাঁ	না	নদীতে নামা ও পণ্য উঠা নামা
	বৃক্ষরোপণ	বনজ ও ফল	আছে	বেড়ার প্রয়োজন	আরো গাছ লাগানো দরকার	পরিবেশের উন্নয়ন
কাচপুর এলাকায় (ব্রিজ থেকে নিম্নমুখী)	হাঁটার রাস্তা	১৩০০ মি.	কার্যকর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	চলাচলে সুবিধা
	তীর সংরক্ষণ	১৩০০ মি.	কার্যকর	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নদীর পাড় ভাঙতে পারে না
	কিউ ওয়াল	৯০ মি.	কার্যকর	হ্যাঁ	না	নদীর সীমানা
	আরসিসি সিড়ি	৫ টি	কার্যকর	হ্যাঁ	না	নদীতে নামা ও পণ্য উঠা নামা
	বৃক্ষরোপণ	বনজ ও ফল	আছে	বেড়ার প্রয়োজন	আরো গাছ লাগানো দরকার	পরিবেশের উন্নয়ন
তান বাজার এলাকায়	হাঁটার রাস্তা	৬৫৫ মি.	কার্যকর	না	হ্যাঁ	যাতায়াতের সুবিধা
	তীর সংরক্ষণ	৬৫৫ মি.	মোটামুটি	না	হ্যাঁ	তীর ভাঙন রোধ
	কিউ ওয়াল	৩৭০ মি.	কার্যকর	না	না	নদীর সীমানা
	আরসিসি সিড়ি	৮ টি	কার্যকর	না	হ্যাঁ	পারাপার
	বৃক্ষরোপণ	বনজ ও ফল	নেই	রোপন দরকার	বেড়া সহ বৃক্ষরোপন দরকার	-

প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বর্তমান কার্যকর অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ১১৫৭০ মিটার ওয়াকওয়ে, ১১৫৭০ মিটার তীররক্ষা, ১৯৩৫ মিটার আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে, ৮০টি আরসিসি সিড়ি, ৫০০ মিটার বাউন্ডারি ওয়াল এবং ১১১৫ মিটার কিউ ওয়াল বর্তমানে কার্যকর রয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কোন অবকাঠামো মেরামত বা সংস্কার করার প্রয়োজন হয় নি। যদিও সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, প্রতিটি অবকাঠামোগুলো বিশেষকরে বেঞ্চগুলো অতিদ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন।

চিত্রঃ গাবতলী বড় বাজার সংলগ্ন সংস্কারযোগ্য ওয়াকওয়ের কিছু অংশ যদিও ওয়াকওয়েটি এখনও কার্যকর অবস্থায় রয়েছে।

চিত্র: সংস্কারযোগ্য বেঞ্চ

চিত্র: চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং নির্মিত স্থাপনার স্থায়ীত্ব নষ্ট করে এমন পদক্ষেপ

চিত্র: বেদখলকৃত ফোরশোর এলাকা

চিত্র: ফোরশোর এলাকায় নির্মিত ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড

চিত্র: ওয়াকওয়ের প্রশস্ততা প্রয়োজনের তুলনায় কম

চিত্র: গাবতলী বড় বাজার সংলগ্ন ওয়াটার বাস স্টেশনটি এবং নদীর তীর সংরক্ষণ কার্যকর অবস্থায় রয়েছে

৩.৬. প্রকল্প সমাপ্তির পর বর্তমানে আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণ

সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্পটির প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য উক্ত এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনগণের কাছ থেকে প্রকল্পটির মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বের অবস্থা ও অবকাঠামো নির্মাণের পরবর্তী অবস্থার বিভিন্ন পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য গ্রহণ করে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

৩.৬.১. আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে: এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত অধিকাংশ উপকারভোগী উত্তরদাতাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তাদের এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৭.৩% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ ছিল; ২৫.৫% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল এবং ১৭.৯% উত্তরদাতা বলেন যে, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ ছিল।
প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে: এলাকায় বসবাসরত উপকারভোগী বা প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো ব্যবহার করেন এমন উত্তরদাতাদের কাছ থেকে জানা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৮১.০% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মোটামুটি ভাল হয়েছে। তবে ১১.৬% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরেও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ রয়েছে এবং ৩.৬% উত্তরদাতা মনে করেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরেও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোন ধরণের পরিবর্তন হয় নি।

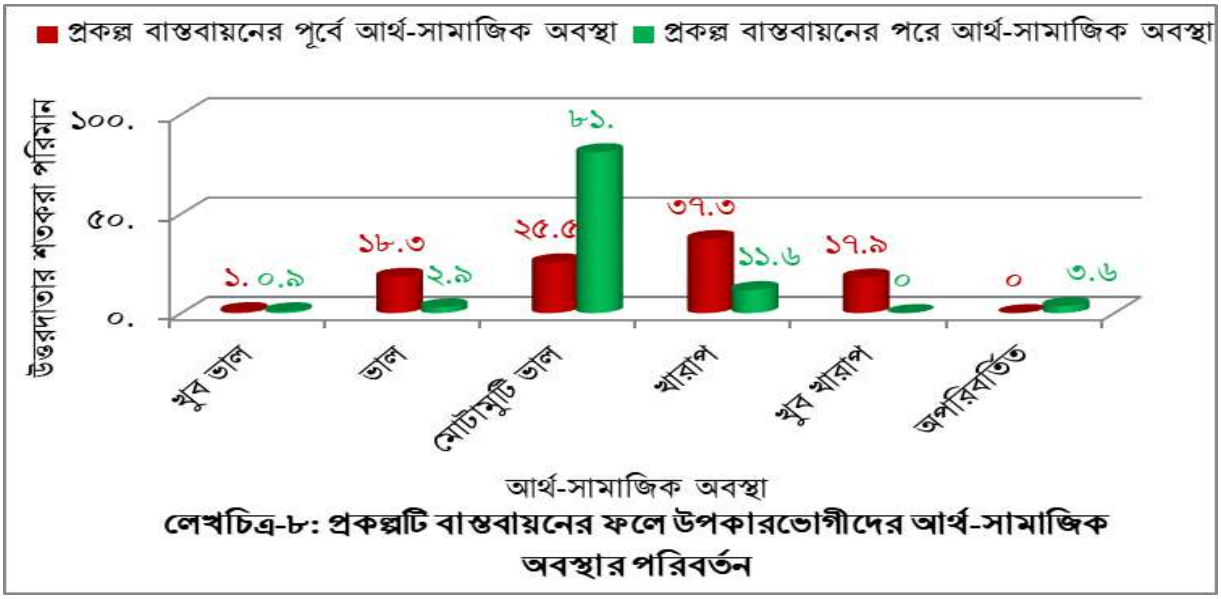

লেখচিত্র-৮: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন

৩.৬.১.১ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে প্রকল্পের প্রভাব

কর্মসংস্থান সৃষ্টি: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৩৫ জন মনে করেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭১.১৬% উত্তরদাতা মনে করেন যে, প্রকল্পের মাধ্যমে জেটি ও সিড়ি নির্মাণ করার ফলে পণ্য ওঠা নামানো সহজ হওয়ায়, উক্ত খাতে শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় তিনগুন বৃদ্ধি পেয়েছে; প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এলাকায় ভ্রমণ পিপাসু লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি উক্ত এলাকায় চটপটি, ফুসকা, চা, বাদাম দোকানের চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন, ৪৯.৯৩% উত্তরদাতা; নদীর ফোরশোর এলাকা দূষণমুক্ত হওয়ায় এবং সিঁড়ি নির্মাণের ফলে নদী পথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প এলাকায় মাঝি/খালাশিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন ৩০.৬১% উপকারভোগী এবং প্রকল্প এলাকায় ফেরিওয়ালাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন ৯.৯৩% উত্তরদাতা।

টেবিল-১৩: নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রকল্পের প্রভাব সংক্রান্ত

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে কি না এ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত			
ক্রমিক সংখ্যা	**উত্তরের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	হ্যাঁ	৭৩৫	৭০.০০
০২.	না	১২২	১১.৬২
০৩.	জানা নেই	১৯৩	১৮.৩৮
সর্বমোট		১০৫০	১০০
প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় যে ধরণের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে			
ক্রমিক সংখ্যা	**কর্মসংস্থান**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	পণ্য ওঠানো নামানোর শ্রমিক	৫২৩	৭১.১৬
০২.	চটপটি, ফুসকা, চা, বাদামের দোকান	৩৬৭	৪৯.৯৩
০৩.	মাঝি/খালাশি	২২৫	৩০.৬১
০৪.	ফেরিওয়ালা	৭৩	৯.৯৩
উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় কিছু কিছু ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসার ঘটেছে বলে মনে করেন সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৫৮৭ (৫৫.৯১%) উত্তরদাতা; যদিও ২৪.৬৭% উত্তরদাতা এ বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন এবং ১৯.৪২% উত্তরদাতা এ বিষয়ে তাদের কোন ধারণা নেই বলে মত প্রকাশ করেন।

টেবিল-১৪: ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে প্রকল্পের প্রভাব সংক্রান্ত

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় নতুন ব্যবসা-বানিজ্যের সৃষ্টি হয়েছে কি না এ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত			
ক্রমিক সংখ্যা	**উত্তরের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	হ্যাঁ	৫৮৭	৫৫.৯১
০২.	না	২৫৯	২৪.৬৭
০৩.	জানা নেই	২০৪	১৯.৪২
সর্বমোট		১০৫০	১০০
প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় যে ধরণের ব্যবসা-বানিজ্যের সৃষ্টি হয়েছে			
ক্রমিক সংখ্যা	**কর্মসংস্থান**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	বালু, কয়লা, পাথরের ব্যবসা	৫০৩	৮৫.৬৯
০২.	তেলের ড্রাম, পানির ড্রামের ব্যবসা	৩২১	৫৪.৬৮
০৩.	কৃষি পণ্য পরিবহন	১০৭	১৮.২৩
০৪.	অন্যান্য	৮৭	১৪.৮২
উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			

৩.৬.১.২. সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার জনগণের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে মনে করেন সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৬৫২ (৬২.১০%) উত্তরদাতা। তাদের মধ্যে ৩৪.০২% মনে করেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার পরিবেশ অনেক উন্নতি হওয়ায় এবং দূষণমুক্ত হওয়ায় উক্ত এলাকায় নতুন করে অনেকে স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করে বসবাস করছে; ৩১.৭৫% বলেন যে, প্রকল্প এলাকায় পূর্বের তুলনায় ভাড়াটিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২৫.৬১% বলেন যে, প্রকল্প এলাকায় জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

টেবিল-১৫: সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে প্রকল্পের প্রভাব সংক্রান্ত

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কি না এ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত			
ক্রমিক সংখ্যা	**উত্তরের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	হ্যাঁ	৬৫২	৬২.১০

০২.	না	২৩৭	২২.৫৭
০৩.	জানা নেই	১৬১	১৫.৩৩
সর্বমোট		১০৫০	১০০
প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় যে ধরণের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে			
ক্রমিক সংখ্যা	**সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	এলাকায় লোকজন নতুনকরে স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে	২২৩	৩৪.০২
০২.	পূর্বের তুলনায় উক্ত এলাকায় ভাড়াটিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে	২০৭	৩১.৭৫
০৩.	জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে	১৬৭	২৫.৬১
০৪.	অন্যান্য	১০৩	১৫.৮০
উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			

৩.৬.২. নৌ-যান ব্যবহারকারী, নৌ-চালক ও ব্যবসায়ীদের উপর প্রকল্পের প্রভাব

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৫৭ জন ছিলেন যারা নিয়মিত উক্ত নৌ-পথ ব্যবহার করেন। তাদের মধ্যে ৩৯৯ (৪১.৭%) এমন উত্তরদাতা রয়েছেন যারা মাসে ৭ বারের বেশি উক্ত নৌ-পথ ব্যবহার করে আসছেন। উপকারভোগীদের সাথে কথা বলে আরোও জানা যায় যে, তারা সাধারনত যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের জন্য উক্ত নৌ-পথ ব্যবহার করে আসছেন। যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনে নৌ-পথ ব্যবহার করার কারণ জানতে চাইলে ৬৯.৪% উত্তরদাতা বলেন যে, নৌ-পথে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনে কম সময় লাগে এবং ৪৮.৪% উত্তরদাতা বলেন যে, নৌ-পথে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনে কম খরচ লাগে। নৌ-পথ ব্যবহারকারী, নৌ-যান চালক এবং নৌ-পথ ব্যবহার করে এমন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নদীর নাব্যতা রক্ষায় প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাইলে তাদের মধ্যে সকল উত্তরদাতাই বলেন যে, নদীর নাব্যতা রক্ষায় প্রকল্পটির পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। আবার নদীর ফোরশোর এলাকা দখলের ফলে নদীর নব্যতা হ্রাস পেত কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ৬৯.৪% উত্তরদাতা বলেন যে, নদীর ফোরশোর এলাকা অবৈধভাবে দখল করে বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে নদীর নাব্যতা ধিরে ধিরে হ্রাস পেত এবং এ কারণে এক সময় নদীটি আর যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হত না।

টেবিল-১৬: নৌ-যান ব্যবহারকারী, নৌ-চালক ও ব্যবসায়ীদের উপর প্রকল্পের প্রভাব

নিয়মিত নৌপথ ব্যবহার করা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত			
ক্রমিক সংখ্যা	**উত্তরের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	হ্যাঁ	৬৬৭	৬৯.৭
০২.	না	২৯০	৩০.৩
সর্বমোট		৯৫৭	১০০
মাসে উক্ত নৌ-পথ ব্যবহার করার সংখ্যা			
ক্রমিক সংখ্যা	সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা উত্তরদাতা
০১.	১-২ বার	২৯০	৩০.৩
০২.	৩-৪ বার	১৫০	১৫.৭
০৩.	৫-৬ বার	১১৮	১২.৩
০৪.	৭ বারের বেশি	৩৯৯	৪১.৭
সর্বমোট		৯৫৭	১০০
প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধা			
ক্রমিক সংখ্যা	**সুবিধাসমূহ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	সময় কম লাগে	৬৬৪	৬৯.৪
০২.	খরচ কম হয়	৪৬৩	৪৮.৪
০৩.	যাতায়াতের সুবিধা	৬৬০	৬৯.০
০৪.	অন্যান্য	-	-

উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			
নদীর নাব্যতা রক্ষায় প্রকল্পের প্রভাব			
ক্রমিক সংখ্যা	**প্রভাব**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	প্রত্যক্ষ	-	-
০২.	পরোক্ষ	৯৫৭	১০০
সর্বমোট		৯৫৭	১০০
ফোরশোর এলাকায় অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের ফলে নদীর নাব্যতা হ্রাস			
ক্রমিক সংখ্যা	**উত্তরের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	হ্যাঁ	৬৬৪	৬৯.৪
০২.	না	২৯৩	৩০.৬
সর্বমোট		৯৫৭	১০০

৩.৬.৩. টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন এবং ঝুঁকি প্রশমনে প্রকল্পের প্রভাব

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদেরকে প্রকল্পের ফলে পরিবেশের উন্নতি সম্পর্কে জানতে চাইলে ৯০.৮% উত্তরদাতা বলেন যে, পরিবেশের উন্নতিতে প্রকল্পের ভূমিকা রয়েছে। তাদের মধ্যে ৭২.৮% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; ১৫.৩% উত্তরদাতা বলেন যে, বৃক্ষরোপনের ফলে এলাকার পরিবেশের উন্নতি হয়েছে; ৫.২% উত্তরদাতা বলেন যে, ফোরশোর এলাকা দখলমুক্ত হওয়ায় তারা ওয়াকওয়ের পাশ দিয়ে সবজি চাষ করছে। টেকসই পরিবেশ উন্নতিতে প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাইলে উত্তরদাতদের মধ্যে ৯১.৮% উত্তরদাতা বলেন যে, বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নতি ঘটেছে; ৯১.৩% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্প এলাকা দুর্গন্ধমুক্ত হয়েছে; ৬৬.২% উত্তরদাতার মতে নদীতে আর্বজনা ফেলানো হ্রাস পেয়েছে এবং ৬৬.২% উত্তরদাতার মতে, প্রকল্প এলাকায় মশার উপদ্রব হ্রাস পেয়েছে।

টেবিল-১৭: টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন এবং ঝুঁকি প্রশমনে প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্পের ফলে পরিবেশের উন্নতি সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত			
ক্রমিক সংখ্যা	**উত্তরের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	হ্যাঁ	৯৫৩	৯০.৮
০২.	না	৪৫	৪.৩
০৩.	জানা নেই	৫২	৫২
সর্বমোট		১০৫০	১০০
প্রকল্পের ফলে পরিবেশের যে সকল উন্নতি হয়েছে			
ক্রমিক সংখ্যা	**উত্তরের ধরণ**	**উত্তরদাতার সংখ্যা**	**শতকরা উত্তরদাতা**
০১.	সবজি চাষ	৫৫	৫.২
০২.	গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি	১৬১	১৫.৩
০৩.	চিত্ত বিনোদনের সুবিধা	৭৬৪	৭২.৮
০৪.	অন্যান্য	৭০	৬.৭
সর্বমোট		১০৫০	১০০
টেকসই পরিবেশ উন্নয়নে প্রকল্পটির প্রভাব সম্পর্কে মতামত			
ক্রমিক সংখ্যা	**ঝুঁকি প্রশমনে প্রকল্পটির প্রভাব**	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা উত্তরদাতা
০১.	বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নতি	৯৪৩	৯১.৮
০২.	ফোরশোর এলাকা থেকে গৃহস্থালীর বর্জ্য ও পলিথিন ব্যাগ অপসারণ করা হয়েছে	৯৪৩	৯১.৮

০৩.	দুর্গন্ধমুক্ত হওয়া	৯৩৮	৯১.৩
০৪.	নদীতে আবর্জনা ফেলানো হ্রাস	৬৮০	৬৬.২
০৫.	মশার উপদ্রব হ্রাস	৬৮০	৬৬.২
উত্তরদাতা একই প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন			

৩.৬.৪. প্রকল্পের প্রভাব সংক্রান্ত সামগ্রিক তথ্যাদি

শ্রেণীবিন্যাস	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার নির্দেশক	ফলাফল	প্রভাব
নৌ-যান ব্যবহারকারী যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের উপর প্রকল্পের প্রভাব	• জনসাধারণের নৌ-যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি	• ৬৯.৪% উত্তরদাতা বলেন যে, নৌ-পথে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনে কম সময় ও স্বল্প খরচ লাগে।	• নৌ-যান ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে • ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসার ঘটেছে • নদী-পথে পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পেয়েছে
	• ঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি	• ৬৩.৮% মত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে	
	• প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় কৃষিজ ফসল, মৎস্য এবং অন্যান্য পণ্য পরিবহনে সুযোগ- সুবিধা	• ১৮.২৩% উত্তরদাতার মতে কৃষি ফসল; ৮৫.৬৯% উত্তরদাতার মতে বালু, কয়লা ও পাথর পরিবহনে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে	
পরিবেশ উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব	• বনায়নে প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপ • নদীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি • পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা বা দূষণ সংক্রান্ত নির্দেশকসমূহ বিশ্লেষণ • সুন্দর নাগরিক পরিবেশ তৈরিতে প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপ	• ৯১.৮% বলেন যে, বৃক্ষরোপনের ফলে পরিবেশের উন্নতি ঘটেছে • ৯১.৩% বলেন যে, প্রকল্প এলাকা দুর্গন্ধমুক্ত হয়েছে • ৬৬.২% বলেন, নদীতে আর্বজনা ফেলানো হ্রাস পেয়েছে • ৩৭.৩% উত্তরদাতা মনে করেন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় নদীর নাব্যতা ও প্রস্থতা বৃদ্ধি পেয়েছে	• বৃক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে • নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে • প্রকল্প এলাকা থেকে দুর্গন্ধ হ্রাস পেয়েছে • নদীর নাব্যতা ও প্রস্থতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে

৩.৬.৭. প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার লেসন ল্যার্নিং

- বসার বেঞ্চে টাইলস বসানোর পরিবর্তে মোজাইক ব্যবহার করা
- ময়লা আর্বজনা ফেলার জন্য ডাষ্টবিনের ব্যবস্থা করা
- প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামো, নদীর পাড়ের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার নির্দিষ্ট টেকসইকরণ পরিকল্পনা গ্রহণ
- নদী বন্দর এলাকায় অবৈধ স্থাপনা স্থায়ীভাবে রোধকল্পে নদীর তীরে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং গাইড ওয়াল নির্মাণ করা এবং ওয়ালের নিকটে ওয়াকওয়ে, স্টেপ্স/স্টেয়ারস নির্মাণ, জেটি নির্মাণ, বসার বেঞ্চ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সবচেয়ে ফলপ্রসু পদক্ষেপ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

SWOT Analysis

SWOT Analysis হচ্ছে Strengths, Weaknesses, Opportunities এবং Threats এর সংক্ষিপ্তরূপ। এটি একটি কাঠামোগত পদ্ধতি যা প্রকল্পের উক্ত চারটি দিক মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করে। তন্মধ্যে সবল দিকসমূহ ও দুর্বল দিকসমূহ প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনাধীন এবং সুযোগসমূহ এবং ঝুঁকিসমূহ বাইরের বিষয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারীকে অনুমান করতে হয় এবং তদনুযায়ী সক্রিয় হতে হয়। কেআইআই, এফজিডি এবং স্থানীয় কর্মশালার মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ও স্থানীয় সুফলভোগী, বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণের দেওয়া তথ্য ও আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নরূপ SWOT Analysis করা হয়েছে-

প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

- **ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টংগী নদী বন্দর এলাকার ফোরশোর ভূমির অবৈধ দখল প্রতিরোধ:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টংগী নদী বন্দর এলাকার প্রায় ১৫.৬১ কিলোমিটার ফোরশোর ভূমি দখল মুক্ত হয়েছে।
- **নদীর প্রশস্ততা, নাব্যতা ও পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়া:** তীরের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ; তীররক্ষা কাজ, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করার ফলে নদীর প্রশস্ততা স্থির হয়েছে। পাশাপাশি নদীর তীর থেকে আর্বজনা দূর করার ফলে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **নৌ-যান চলাচল বৃদ্ধি, মানুষের যাতায়াত, কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার:** সিড়ি ও জেটি নির্মাণের ফলে এবং নদীর তীর থেকে আর্বজনা দূর করার ফলে নদীতে নৌ-যান চলাচলের পাশাপাশি মানুষের যাতায়াত বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া নদী পথে পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত এলাকায় শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসারে প্রকল্পটি ভূমিকা রেখেছে।
- **নারী, শিশু ও ভ্রমণ পিপাসুদের চলাফেরা বৃদ্ধি:** নদীর তীরে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে এবং নদীর তীর দূষণমুক্ত করার ফলে প্রকল্প এলাকায় ভ্রমণ পিপাসুদের চলাফেরা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ডায়াবেটিকে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রতিদিন সকালে ওয়াকওয়েতে হাঁটতে পারছে।
- **প্রকল্প এলাকার নদীর সৌন্দর্যবর্ধন:** প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর তীরে বৃক্ষরোপণ এবং ফোরশোর এলাকা থেকে অবৈধ স্থাপনা দূর করার পাশাপাশি ময়লা আর্বজনা অপসারণের ফলে প্রকল্প এলাকার নদীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **নদীর ফোরশোর এলাকা দুষণমুক্ত হওয়া:** ফোরশোর এলাকা থেকে অবৈধ স্থাপনা দূর করার পাশাপাশি ময়লা আর্বজনা অপসারণের ফলে নদীর ফোরশোর এলাকা দুষণমুক্ত হয়েছে।
- **মশার উপদ্রব হ্রাস:** ফোরশোর এলাকা আর্বজনা মুক্ত হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় মশার উপদ্রব পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।
- **প্রকল্প এলাকা দূর্গন্ধমুক্ত হওয়া:** প্রকল্পের ফোরশোর এলাকা থেকে ময়লা আর্বজনা অপসারণ করার ফলে একদিকে যেমন নদীর পরিবেশের উন্নতি হয়েছে তেমনি প্রকল্প এলাকা পূর্বের তুলনায় দূর্গন্ধমুক্ত হওয়ায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রকল্পটি অবদান রেখেছে।

প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ

- **দরিদ্র বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনের অথবা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করা:** নদীর ফোরশোর এলাকা অবৈধ দখলমুক্ত করার সময় এলাকার অনেক নিম্ন আয়ের মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েন।
- **প্রকল্পের আওতায় স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা না রাখা:** প্রকল্প এলাকায় রাতের বেলা যাতায়াত নিরাপদ করার জন্য স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা রাখা অত্যন্ত জরুরী ছিল। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় কোন ধরণের স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা রাখা হয় নি।
- **Exit Plan:** প্রকল্পের ডিপিপিতে সুনির্দিষ্ট Exit Plan না থাকায় ভৌত অবকাঠামোগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতে না পারা এবং নিরাপত্তা অভাবজনিত কারনে অসামাজিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- **রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও তদারকির জন্য প্রকল্পে কোন বরাদ্দ না থাকা:** প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও তদারকির জন্য প্রকল্পে কোন ধরণের বরাদ্দ রাখা হয় নি। যার কারনে প্রকল্পের অনেক অবকাঠামো বিশেষ করে বসার বেঞ্চগুলো সময়মত মেরামতের অভাবে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে রয়েছে।
- **আর্বজনা ফেলানোর জন্য কোন ব্যবস্থা না রাখা:** প্রকল্পের ফোরশোর এলাকা যাতে পুনরায় আর্বজনার স্তুপে পরিণত না হয়, সেই জন্য প্রকল্প এলাকায় কিছু নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার জন্য ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল।
- **পানি নিষ্কাশনের জন্য কোন ধরনের ব্যবস্থা না রাখা:** ফোরশোর এলাকায় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে প্রকল্প এলাকা থেকে বৃষ্টির পানি কিভাবে নিষ্কাশন হবে তার কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নি।
- **সম্পূর্ণরূপে ফোরশোর এলাকা দখলমুক্ত করতে না পারা:** প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর কতিপয় জায়গার ফোরশোর এলাকা এখনো সম্পূর্ণরূপে দখলমুক্ত করা সম্ভব হয় নি। নারায়নগঞ্জের কাঁচপুরের অনেক জায়গার ফোরশোর ভূমি এখনও অবৈধ দখলদারীর অধীনে রয়েছে।

প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগ

- **প্রকল্প এলাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া:** প্রকল্পের মাধ্যমে জেটি ও সিঁড়ি নির্মাণের পাশাপাশি একদিকে যেমন পণ্য ওঠা নামানো সহজ হয়েছে তেমনি নদী পথে পণ্য পরিবহনও বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে প্রকল্প এলাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- **প্রকল্প এলাকা ও এর আশেপাশের জায়গার ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া:** প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে এবং প্রকল্প এলাকা থেকে আর্বজনা দূর করার মাধ্যমে দূষণমুক্ত করার ফলে প্রকল্প এলাকায় জমির ব্যবহার পূর্বের তুলনায় অনেকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার সৌন্দর্য ও মানুষের চলাফেরা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভ্রমণ পিপাসু লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি।
- নৌ-পরিবহনের চলাচল বৃদ্ধি, মানুষের যাতায়াত, কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার।
- নৌ-পথে আগের চাইতে দ্রুততম সময়ে ও অপেক্ষাকৃত কিছুটা কম খরচে লোকজনের যাতায়াত, নির্মাণ সামগ্রী, শিল্প পণ্য ও কাঁচামাল এবং সাধারণ পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি।
- নারী, শিশু ও ভ্রমণ পিপাসুদের চলাফেরা বৃদ্ধি।
- ফোরশোর এলাকার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ

- **নিরাপত্তার অভাবে বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকায় রাতের বেলা অবাধে চলাফেরা করতে না পারা:** ওয়াকওয়েতে স্ট্রীট লাইট না থাকার কারণে উপকারভোগীদের জন্য রাতের বেলা উক্ত ওয়াকওয়ে ব্যবহার করা কঠিন হয়ে পরছে। কারণ নোঙর করা নৌকা/মালবাহী কার্গোর দড়ি বাঁধার কারনে রাতের বেলা উক্ত ওয়াকওয়ে ব্যবহার করে চলাচল কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে। তাছাড়া অন্ধকার থাকার কারণে উক্ত ওয়াকওয়েতে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে।

- **প্রকল্পের স্থান ও ওয়াকওয়ে মাদকসেবী ও ছিনতাইকারীদের দখলে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা:** পাহারদার, স্ট্রীট লাইট ও প্রশাসনের নজরদারির অভাবে রাতের বেলা ওয়াকওয়েতে মাদকসেবী ও ছিনতাইকারীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। মাদকসেবী ও ছিনতাইকারীর ভয়ে এলাকাবাসীরা রাতের বেলা উক্ত ওয়াকওয়ে ব্যবহার করতে ভয় পায়।

- **অবকাঠামো সমূহে নোঙর করার দড়ি বাধাঁর কারণে ভেংগে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে:** প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামোর সাথে মালবাহী বড় নৌকা/কার্গোর নোঙর করা দড়ি বাঁধার কারণে অবকাঠামো সমূহের স্থায়িত্ব ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে ।

- **এলাকাবাসী নদীর তীরে বা অবকাঠামোর যেখানে সেখানে আর্বজনা ফেলানোর ফলে সৌন্দর্য হ্রাস:** প্রকল্প থেকে ময়লা ফেলার জন্য কোন ধরণের কার্যক্রম না নেয়ায়; এলাকাবাসীরা ফোরশোর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ময়লা ফেলছে। যার কারণে পুনরায় পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি নদীর ফোরশোর এলাকার সৌন্দর্য হ্রাস পাচ্ছে।

- **ওয়াকওয়ের নিচ দিয়ে ড্রেন তৈরি করায় ওয়াকওয়ের স্থায়িত্ব হ্রাস:** পানি নিষ্কাশনের অভাবে এলাকার জনগণ ওয়াকওয়ের নিচ দিয়ে ড্রেন তৈরি করছে। যার ফলে অবকাঠামো বিশেষ করে ওয়াকওয়ের স্থায়িত্ব হুমকির মুখে।

পঞ্চম অধ্যায়

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টংগী নদী বন্দর এলাকার ফোরশোর ভূমির অবৈধ দখল প্রতিরোধ; সৌন্দর্যবর্ধন; সেবার মান বৃদ্ধি এবং ফোরশোর ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে সার্বিক অগ্রগতি, প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি, ক্রয় প্রক্রিয়া, উদ্দেশ্য অর্জন, বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নজনিত সমস্যা চিন্হিতকরণ, সমস্যা সমাধানে করণীয়, সম্ভব্যতা যাঁচাই, টেকসইকরণ পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন বিষয়সমূহ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

১. উদ্দেশ্য অর্জন:

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টংগী নদী বন্দর এলাকার প্রায় ১৫.৬১ কিলোমিটার ফোরশোর এলাকা দখল মুক্ত হয়েছে।
- প্রকল্পের মাধ্যমে ফোরশোর এলাকা থেকে আর্বজনার স্তুপ অপসারণ এবং বৃক্ষরোপণ করার ফলে নদীর আলোচ্য অংশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জেটি ও সিড়ি নির্মাণের ফলে পণ্য উঠানো নামানো সহজতর হওয়ার পাশাপাশি নদীর বিবিধ ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে।
- প্রকল্পের আউটপুট, আউটকাম বা উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে এবং ইতিবাচক প্রভাব নির্নয়ে প্রকল্পটির ভূমিকা কতটুকু তা সঠিকভাবে বিশ্লেষণের জন্য এই ধরণের প্রকল্পের বেজলাইন সার্ভে অথবা ফিজিবিলিটি স্টাডির পর সুনির্দিষ্ট এক্সিট প্লানসহ ডিপিপি প্রণয়ন করা দরকার বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

২. প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্ব অবস্থা ও বাস্তবায়নের পরের অবস্থার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে নদীর তীরের ফোরশোর জমিতে অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠায় যাতায়াত; পরিবেশ দূষণসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হত। তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ণের ফলে উক্ত সমস্যাসমূহ দূর হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় বৃক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; ফোরশোর এলাকা দুর্গন্ধমুক্ত হয়েছে; নদীর তীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে; প্রকল্প এলাকায় ঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; মশার উপদ্রব কমেছে।
- প্রকল্প থেকে ওয়াকওয়েতে কোন ধরণের স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা না থাকায় ওয়াকওয়ে ব্যবহারকারী অনেক উপকারভোগীই রাতের বেলা শারিরীক হেনস্থা এবং ছিনতাইকারীর কবলে পরেছেন বলে জানা যায়। ওয়াকওয়তে রাতের বেলা বিভিন্ন ধরণের অসামাজিক কার্যক্রম ও মাদকসেবীদের মাদক গ্রহণের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩. ভৌত অবকাঠামো (ওয়াকওয়ে, বেঞ্চ, পাকিং ইত্যাদি) নির্মাণের ফলে সৃষ্ট উপকার

- প্রকল্পটির মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোর ফলে এলাকাবাসীরা বিভিন্নভাবে উপকার পাচ্ছেন। উপকারসমূহ: যাতায়াতের সুবিধা, চিত্ত বিনোদনের সুবিধা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা, নদী পারাপারে সুবিধা, জমির ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি।
- রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের অভাবে প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত বেঞ্চগুলোর অধিকাংশই নষ্ট বা ব্যবহারের অনুপোযোগী হওয়ায় উপকারভোগীরা এগুলো বসার কাজে ব্যবহার করতে পারছেন না।
- প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহে পানি নিষ্কাশনের কোন ধরণের ব্যবস্থা না থাকায় এলাকাবাসী জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ওয়াকওয়ের নিচ দিয়ে ড্রেন তৈরি করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেছে, যা প্রকল্পের অবকাঠামোর স্থায়ীত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ।

৪. **নদীর নাব্যতা রক্ষায় প্রকল্পের প্রভাব**

- নদীর নাব্যতা রক্ষায় প্রকল্পটির পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে কারণ নদীর ফোরশোর এলাকা অবৈধভাবে দখলের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে এবং গৃহস্থালীর বর্জ্য. পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদি নদীতে বা নদীর তীরে ফেলার কারণে নদীর নাব্যতা ধিরে ধিরে হ্রাস পেত।
- সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণকালে নদীর তলদেশ থেকে বর্জ্য অপসারণের কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হলে, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নদীর পানি দূষণ হ্রাসে সাহায্য করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৫. **টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন ও ঝুঁকি প্রশমনে প্রকল্পের প্রভাব**

- টেকসই পরিবেশ উন্নয়নে এবং ঝুঁকি প্রশমনে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে আর্বজনা অপসারণের ফলে একদিকে যেমন নদীর পানি দূষণ হ্রাস পেয়েছে সাথে সাথে প্রকল্প এলাকায় পূর্বের তুলনায় দুর্গন্ধ ও মশার উপদ্রব হ্রাস পেয়েছে।
- ময়লা ফেলার জন্য প্রকল্প থেকে নির্দিষ্ট কোন স্থান নির্ধারণ না করার কারণে এলাকার অনেকেই ফোরশোর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ময়লা আর্বজনা ফেলছেন।

৬. **ফোরশোর ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ**

- ফোরশোর ভুমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প থেকে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এই সকল অবকাঠামোসমূহ এলাকাবাসী বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকে। পাশাপাশি ফোরশোর এলাকা দখলমুক্ত হওয়ায় অনেক এলাকাবাসী সেখানে সবজি চাষ করছে।
- প্রকল্প এলাকায় ঘুরতে আসা ভ্রমণ পিপাসু জনগণের কাছে অনেকে রকমারি পণ্য বিক্রি করে রোজগার করছে.
- যাত্রী পারাপার ও নদী পথে পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পাওয়ায় পণ্য খালাশ শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশ ও উপসংহার

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কম্পোনেন্টসমূহের প্রভাব বিশ্লেষণ শেষে সমীক্ষাদল কর্তৃক ভবিষ্যতে গৃহীতব্য সমজাতীয় প্রকল্পের জন্য কিছু সুপারিশ প্রদান করা হলো যা নিম্নরূপ:

১. **প্রকল্প এলাকার নিরাপত্তার জন্য ওয়াকওয়েতে স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা করা:** রাতের বেলা ওয়াকওয়ে ব্যবহারকারীরা যাতে শারীরিক হেনস্থা এবং ছিনতাইকারীর কবলে না পরেন সেই লক্ষ্যে ভবিষ্যত প্রকল্পে সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

২. **প্রশাসনের নজরদারি জোরদারকরণ:** প্রকল্প এলাকায় যাতে রাতের বেলায় অসামাজিক কার্যক্রম এবং মাদকসেবীদের মাদক গ্রহণের স্থান হিসেবে ব্যবহার না হয় সে বিষয়ে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. **প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার:** প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো বিশেষ করে বেঞ্চসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নষ্ট হয়ে যাওয়া বেঞ্চগুলো সংস্কার করে ব্যবহারের উপযোগী করা এবং নতুন বেঞ্চের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৪. **প্রকল্প এলাকা বিশেষ করে নদীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্বজনা ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ:** প্রকল্প এলাকার যেখানে সেখানে এবং নদীর ফোরশোর এলাকায় যাতে কেউ আর্বজনা ফেলাতে না পারে সেই লক্ষ্যে ভবিষ্যত প্রকল্পে সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় আর্বজনা ফেলার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৫. **নদীর তলদেশ বর্জ্যমুক্ত করা:** ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণকালে নদীর তলদেশ থেকে বর্জ্যমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

৬. **প্রকল্প এলাকায় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা:** অতি-বৃষ্টিতে যাতে প্রকল্প এলাকায় পানি জমাট বেঁধে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করতে না পারে সেই লক্ষ্যে ভবিষ্যত প্রকল্পে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৭. **বাজেট প্রণয়নের সময় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ রাখা:** ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্পের জন্য বাজেটে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের সংস্থান রাখা যেতে পারে।

৮. **ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণ:** ফোরশোর ভূমির অবৈধ দখল প্রতিরোধ, নদীর সৌন্দর্যবর্ধন. নদীর উভয় তীরের পরিবেশ উন্নয়ন এবং ফোরশোর ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। সমজাতীয় প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ সঠিকভাবে অর্জনের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর যেমন-ওয়াসা, সিটি করপোরেশন, ধর্ম মন্ত্রণালয়কে সম্বন্বয় করে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৯. **বেজলাইন সার্ভে বা ফিজিবিলিটি স্টাডি:** ভবিষ্যতে যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্পের বেজলাইন সার্ভে অথবা ফিজিবিলিটি স্টাডি করে সুনির্দিষ্ট এক্সিট প্লানসহ ডিপিপি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

১০. **প্রকল্প এলাকার মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি:** প্রকল্প এলাকার জনসাধারণ যাতে প্রকল্প এলাকার যেখানে সেখানে বিশেষ করে নদীর ফোরশোর এলাকায় ময়লা আর্বজনা না ফেলে সে বিষয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন করা যেতে পারে।

উপসংহার: নদী বন্দর এলাকায় অবৈধ স্থাপনা স্থায়ীভাবে রোধকল্পে নদীর তীরে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং গাইড ওয়াল নির্মাণ করা এবং ওয়ালের নিকটে ওয়াকওয়ে, স্টেপ্স/স্টেয়ারস নির্মাণ, জেটি নির্মাণ, বসার বেঞ্চ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সবচেয়ে ফলপ্রসু পদক্ষেপ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ফোরশোর এলাকা থেকে আর্বজনার স্তুপ অপসারণ এবং বৃক্ষরোপণ করার ফলে নদীর আলোচ্য অংশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। জেটি ও সিড়ি নির্মাণের ফলে পণ্য উঠানো নামানো সহজতর হওয়ার পাশাপাশি নদীর বিবিধ ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। তাছাড়া বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদীসমূহের আলোচ্য অংশের ফোরশোরের ওয়াকওয়ের পাশাপাশি ব্যাংক প্রটেকশন নদী তীর সুরক্ষা ও সিড়ি নির্মাণ এবং ওয়াকওয়ের পাশে লোকজনের চলাচলের সুবিধার্থে বসার ব্যবস্থাসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে নদী তীরসমূহের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

উপকারভোগী (খানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক) সমীক্ষার প্রশ্নমালা

প্রশ্নপত্র কোড ঃ | | | | |

আস্সালামু আলাইকুম। আমরা **এমআরআই এসোসিয়েটস** নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের **আইএমইডি (IMED)** এর পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন জরিপের উদ্দেশ্যে এসেছি। আপনি/আপনারা জানেন নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক বাস্তবায়িত **"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"** প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ উল্লেখিত প্রকল্পের মাধ্যমে আলোচ্য নদী বন্দর এলাকার অবৈধ স্থাপনা রোধকল্পে সৌন্দর্যবর্ধন, পরিবেশ উন্নয়ন ও নদী তীরের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিআইডব্লিউটিএ উল্লেখিত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করেছে। নদী বন্দরের দুপাশে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম ও উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করার ফলে স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীদের উপর এর কি প্রভাব পড়েছে - প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি না ও প্রকল্প থেকে শিক্ষণীয় কি আছে তা নিরুপন করা এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

০১. প্রকল্প এলাকা ঃ মহল্লা ঃ....., ওয়ার্ড ঃ....., সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা ঃ.....

উপজেলা ঃ....., জেলা ঃ.....,

০২	**উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি [সকল উত্তরদাতার জন্য]**	
২.১	উত্তর দাতার নাম ঃ	
২.২	বয়স ঃ	
২.৩	লিঙ্গঃ (কোড: ১=পুরুষ, ২= মহিলা, ৩=তৃতীয় লিঙ্গ)।	
২.৪	বৈবাহিক অবস্থাঃ (কোড: ১=বিবাহিত, ২=অবিবাহিত, ৩=বিধবা, ৪= বিপত্নীক)।	
২.৫	ঠিকানাঃ	
২.৬	মোবাইল নম্বরঃ	
২.৭	শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ	
২.৮	আপনার পেশা ঃ [একাধিক উত্তর গ্রহণ করা যাবে] কোডসমূহঃ চা দোকান -১, বালু/ইট ব্যবসায়ী-২, দিন মজুর-৩, ড্রাইভার-৪, রিকসা/ভ্যান চালক-৫, গৃহিণী-৬, মাষ্টার/সারেং-৭, নৌ-যান শ্রমিক-৮, নৌ-যান মালিক-৯, সাধারণ ব্যবসায়ী -১০, সরকারী চাকুরীজীবি-১১, বেসরকারী চাকুরীজীবি-১২,এনজিও/সমাজকর্মী-১৩, অন্যান্য-১৪ (উল্লেখ	

	করুন ----------)	

প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে মতামতঃ (সকলের জন্য)

৩.	**নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে (Foreshore Land) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সর্ম্পকিত তথ্যাবলী [সকল উত্তরদাতার জন্য]**	
৩.১	নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে (Foreshore Land) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প সম্পর্কে আপনার জানা আছে কি ? [কোড: হ্যাঁ=১, না=২, জানি না=৩]	
৩.২	প্রকল্পের আওতায় সরকারি জমি উদ্ধার ও অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করে পুনরুদ্ধার করার পর আপনার এলাকায় তা কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে? [একাধিক উত্তর গ্রহণ করা যাবে] [কোড: ১=তীরের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ২=তীররক্ষা কাজ, ৩=আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ৪=আরসিসি সিড়ি নির্মাণ, ৫=বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, ৬=কিউ ওয়াল নির্মাণ, ৭=নদীর তীরের ভরাট অংশের মাটি কাটা, ৮= অন্যান্য.....উল্লেখ করুন	
৩.৩	**প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বের অবস্থা ও বাস্তবায়নের পরের অবস্থার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ**	
ক.	**প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে (২০১১ সালের আগে)**	
১.	নদীর তীরে কি কি অবৈধ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল? [একাধিক উত্তর গ্রহণ করা যাবে] (কোড: দোকানপাট=১, বাসগৃহ=২, খাবার হোটেল=৩, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান=৪, বাসগৃহ=৫, অন্যান্য =৬ .....উল্লেখ করুন)	
২.	নদীর তীরে এই সকল অবৈধ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে আপনি কি কোন ভাবে উপকৃত হতেন? (কোড: হ্যাঁ=১, না=২)	
৩.	যদি হ্যাঁ হয়, তবে নদীর তীরে এই সকল অবৈধ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে আপনি/আপনারা কিভাবে উপকৃত হতেন? [একাধিক উত্তর গ্রহণ করা যাবে] (সহজে পণ্য ক্রয় করা=১, আবাসন সুবিধার সহজলভ্যতা=২, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা=৩, যাতায়াত সুবিধা=৪, টেকসই পরিবেশ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি =৫, নদীর নাব্যতা ও প্রস্থতা বৃদ্ধি=৬, জনসাধারনের চলাচল=৭, পথচারি বিশেষ করে নারী ও শিশুদের নিরাপদ চলাচল সুবিধা =৮, নদীপথে পণ্য পরিবহনে সুবিধা=৯, অন্যান্য=১০ .....উল্লেখ করুন]	
৪.	নদীর তীরে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের ফলে আপনি/আপনারা কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন? (কোড: হ্যাঁ=১, না=২)	
৫.	যদি হ্যাঁ হয়, তবে নদীর তীরে এই সকল অবৈধ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে কিভাবে অপকৃত হতেন? [একাধিক উত্তর গ্রহণ করা যাবে] (যাতায়াতের অসুবিধা=১, পরিবেশ নষ্ট হত=২, নদীর নাব্যতা ও প্রস্থতা হ্রাস পেত=৩, নারী ও শিশুদের চলাচলের অসুবিধা হত=৪, নদীপথে পণ্য পরিবহনে অসুবিধা হত=৫, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সহজতর না হওয়া=৬, পানি নিষ্কাশন বাধাগ্রস্থ হওয়া=৭, মাদক ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি=৮, মাদক সেবনের স্থান হিসেবে বৃদ্ধি=৯, অন্যান্য=১০ ..... উল্লেখ করুন)	
৬.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে নদীর তীরে কি কোন বৃক্ষ ছিল? (কোড: হ্যাঁ=১, না=২)	
৭.	যদি হ্যাঁ হয়, তবে নদীর তীরে কি কি বৃক্ষ ছিল? [একাধিক উত্তর গ্রহণ করা যাবে] (ফুল জাতীয় বৃক্ষ=১, ফলজ বৃক্ষ=২, শোভা বর্ধণকারী বৃক্ষ=৩, অন্যান্য=৪.....(উল্লেখ করুন)	
৮.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে উক্ত এলাকায় কয়টি ঘাট ছিল? (কোড: ১-২=১, ৩-৪=২, ৫-৬=৩, ৬ এর অধিক=৪)	
৯.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে নদীর তীরে কি আপনাদের কোন চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল? (কোড: হ্যাঁ=১, না=২)	
১০.	যদি হ্যাঁ হয়, তবে কি কি চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল উল্লেখ করুন: .....,.....,.....	
খ	**প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে (২০১৫ সালের পরে)**	
১.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদীর তীরে কি কি অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে? [একাধিক উত্তর গ্রহণ	

	করা যাবে] (কোড: তীরের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ=১, তীররক্ষা কাজ=২, আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ=৩, আরসিসি সিড়ি নির্মাণ=৪, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ=৫, কিউ ওয়াল নির্মাণ=৬, পার্ক=৭, অন্যান্য=৮.....(উল্লেখ করুন)	
২.	নদীর তীরে এই সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে আপনি কি কোন ভাবে উপকৃত হন? (কোড: হ্যাঁ=১, না=২)	
৩.	যদি হ্যাঁ হয়, তবে নদীর তীরে প্রকল্পের আওতায় এই সকল বৈধ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে আপনি/আপনারা কিভাবে উপকৃত হন? [একাধিক উত্তর গ্রহণ করা যাবে] (সহজে পণ্য ক্রয় করা=১, আবাসন সুবিধার সহজলভ্যতা=২, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা=৩, যাতায়াত সুবিধা=৪, টেকসই পরিবেশ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি =৫, নদীর নাব্যতা ও প্রস্থতা বৃদ্ধি=৬, জনসাধারনের চলাচল=৭, পথচারি বিশেষ করে নারী ও শিশুদের নিরাপদ চলাচল সুবিধা =৮, নদীপথে পণ্য পরিবহনে সুবিধা=৯, অন্যান্য=১০ .....উল্লেখ করুন]	
৪.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারনে আপনি/আপনারা কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হন? (কোড: হ্যাঁ=১, না=২)	
৫.	যদি হ্যাঁ হয়, তবে নদীর তীরে এই সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন? [একাধিক উত্তর গ্রহণ করা যাবে] (কোড: যাতায়াতের অসুবিধা=১, নদীপথে পণ্য পরিবহনে অসুবিধা হত=২, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সহজতর না হওয়া=৩, পানি নিস্কাশন বাধাগ্রস্থ হওয়া=৪, মাদক ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি=৫, মাদক সেবনের স্থান হিসেবে বৃদ্ধি=৬, অন্যান্য=৭ ..... উল্লেখ করুন)	
৬.	প্রকল্পের আওতায় নদীর তীরে কি কোন বৃক্ষরোপন করা হয়েছে? (কোড: হ্যাঁ=১, না=২)	
৭.	যদি হ্যাঁ হয়, তবে প্রকল্পের আওতায় নদীর তীরে শোভা বৃদ্ধি করার লক্ষে কি কি বৃক্ষরোপন করা হয়েছে ? [একাধিক উত্তর গ্রহণ করা যাবে] (ফুল জাতীয় বৃক্ষ=১, ফলজ বৃক্ষ=২, শোভা বর্ধণকারী বৃক্ষ=৩, অন্যান্য=৪.....(উল্লেখ করুন)	
৮.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদীর তীরে গাছের সংখ্যার কি কোন পরিবর্তন হয়েছে? (কোড: হ্রাস=১, বৃদ্ধি=২, অপরিবর্তিত=৩)	
১০.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদীর তীরের সৌন্দর্য কি কোন পরিবর্তন ঘটেছে? (কোড: হ্রাস=১, বৃদ্ধি=২, অপরিবর্তিত=৩)	
১১.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদীর প্রস্থতার কি কোন পরিবর্তন ঘটেছে? (কোড: হ্রাস=১, বৃদ্ধি=২, অপরিবর্তিত=৩)	
১২.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঘাট ও নদীর তীরে ব্যবসা যেমন ইট, বালু, কয়লা ইত্যাদি ব্যবসার কি কোন পরিবর্তন ঘটেছে? (কোড: হ্রাস=১, বৃদ্ধি=২, অপরিবর্তিত=৩, বন্ধ হয়েছে=৪)	
১৩.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঘাট ভিত্তিক বৈধ ব্যবসা বাণিজ্যের কি কোন ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে? (কোড: হ্রাস=১, বৃদ্ধি=২, অপরিবর্তিত=৩)	
১৪.	ঘাটে দিন মজুর/শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি? (কোড: হ্রাস=১, বৃদ্ধি=২, অপরিবর্তিত=৩)	
১৫.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় ঘাটের সংখ্যার কি কোন রূপ পরিবর্তন ঘটেছে? (কোড: হ্রাস=১, বৃদ্ধি=২, অপরিবর্তিত=৩)	
১৬.	বর্তমানে আপনার এলাকায় মোট ঘাটের সংখ্যা কত? (কোড: ১-২=১, ৩-৪=২, ৫-৬=৩, ৬ এর অধিক=৪)	
১৭.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদীর তীরে কি আপনাদের কোন চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে? (কোড: হ্যাঁ=১, না=২)	
১৮.	যদি হ্যাঁ হয়, তবে কিভাবে চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখ করুন: ....., ..., ...	
৩.৪	নদী বন্দরের দুপাশে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মতামত কি ? [কোড: খুব ভাল=১, ভাল =২, ভাল হয়নি=৩, মতামত দিতে অনিচ্ছুক=৪]	

৩.৫	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত থাকা উচিত কি ? [কোড: হ্যাঁ=১, না=২, মতামত দিতে অনিচ্ছুক=৩]	
৩.৬	এই ভৌত অবকাঠামো (ওয়াকওয়ে, বেঞ্চ, পার্কিং, ইত্যাদি) নির্মাণের ফলে আপনারা কি উপকৃত হচ্ছেন ? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২, জানি না=৩]	
৩.৭	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে প্রশ্ন করুন-এর ফলে কি কি উপকার হচ্ছে বলে মনে করেন ?	
৩.৮	আপনি বা আপনারা নদী তীরের ভৌত অবকাঠামো (ওয়াকওয়ে, বেঞ্চ, পার্কিং, বৃক্ষ ইত্যাদি) ব্যবহার করছেন কি [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৩.৯	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়/অবকাঠামো ব্যবহার করে থাকেন, তবে সে সম্বন্ধে আপনার অনুভূতি কি? [কোড: স্বাচ্ছন্দে ও নিরাপদে চলাফেরা করতে পেরে ভাল লাগছে =১, চলাফেরা স্বাচ্ছন্দময় ও নিরাপদ নয়=২, অন্যান্য=৩.....(উল্লেখ করুন)]	
৩.১০	এই প্রকল্পের কার্যক্রম/ভৌত অবকাঠামোর কাজের গুণগতমান সম্পর্কে আপনার মতামত কি ? [কোড: খুব ভাল=১, ভাল =২, ভাল হয়নি=৩, মতামত দিতে অনিচ্ছুক=৪]	
৩.১১	প্রকল্পের কার্যক্রম/ভৌত অবকাঠামোর কোন ত্রুটি বা মন্দ দিক আছে কি? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৩.১২	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে ত্রুটি বা মন্দ বিষয়গুলো কি ?	
৩.১৩	নারী-শিশু-প্রতিবন্ধীদের চলাচলের জন্য প্রকল্পটি কি উপযোগী? [কোড: খুব ভাল=১, ভাল =২, মোটামুটি ভাল=৩, খারাপ=৪, খুব খারাপ=৫]	
৩.১৪	বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকা কি নারী-শিশু ও অন্যান্য ব্যবহারকারীর জন্য সামাজিকভাবে সুরক্ষিত? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২, মতামত দিতে অনিচ্ছুক=৩]	
৩.১৫	যদি না হয়, তাহলে কি কারণে ?	
৩.১৬	প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে আপনার আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল ? [কোড: খুব ভাল=১, ভাল =২, মোটামুটি ভাল=৩, খারাপ=৪, খুব খারাপ=৫]	
৩.১৭	এই প্রকল্প আপনার আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে কেমন ভূমিকা রেখেছে? [কোড: খুব ভাল=১, ভাল =২, মোটামুটি ভাল=৩, খারাপ=৪, খুব খারাপ=৫ অপরিবর্তিত=৬]	
৩.১৮	এই প্রকল্পের কার্যক্রম/ভৌত অবকাঠামো (ওয়াকওয়ে, বেঞ্চ, পার্কিং, বৃক্ষ ইত্যাদি) নির্মাণ/রোপন কাজের সাথে আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ জড়িত ছিলেন কি ? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৩.১৯	উত্তর হ্যাঁ হলে-যদি আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ জড়িত থেকে থাকে, তাহলে এর ফলে আয়-রোজগার বৃদ্ধি পেয়েছে কি? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৩.২০	প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আপনার এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ কেমন ছিল? [কোড: খুব ভাল=১, ভাল =২, মোটামুটি ভাল=৩, খারাপ=৪, খুব খারাপ=৫]	
৩.২১	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকার সামগ্রিক পরিবেশের বর্তমান অবস্থা কেমন? [কোড: খুব ভাল=১, ভাল =২, মোটামুটি ভাল=৩, খারাপ=৪, খুব খারাপ=৫, অপরিবর্তিত=৬]	
৩.২২	প্রকল্প এলাকায় নির্মিত ভৌত অবকাঠামো (বিশেষ করে ওয়াকওয়ে ও বেঞ্চ) কি অসামাজিক কার্যক্রম ও মাদকসেবীদের দখলে? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২, মতামত দিতে অনিচ্ছুক=৩]	
৩.২৩	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, এর ফলে আপনারা সামাজিকভাবে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?	

	.....	
৩.২৪	প্রকল্পের আওতায় অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করার পর আবারও দখল হয়েছে কি? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৩.২৫	হয়ে থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কি না? (বর্ণনা করুন)	
৪.	**নৌ-যান ব্যবহারকারী যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের উপর প্রকল্পের প্রভাব (শুধুমাত্র নৌ-যান ব্যবহারকারী যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের জন্য)**	
৪.১	আপনি কি এ পথে নিয়মিত চলাচল করেন? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৪.২	হ্যাঁ হলে মাসে কত বার? কোড: ১-২বার=১, ৩-৪ বার=২, ৫-৬ বার=৩, ৭ উর্দ্ধ বার=৪	
৪.৩	জনসাধারনের যাতায়াতের কি ধরনের সুবিধা বড়েছে বলে মনে করেন ? [একাধিক উত্তর গ্রহণ করা যাবে] [কোড: সময় কম লাগে=১, খরচ কম হয়=২, যাতায়াতের সুবিধা=৩, অন্যান্য=৪.....(উল্লেখ করুন)]	
৪.৪	নারী, শিশু এবং অক্ষম জনগোষ্ঠীর যাতায়াত আগের তুলনায় কী বেড়েছে বলে মনে হয় কি ? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২, অপরিবর্তিত=৩]	
৪.৫	ভ্রমন পিপাসু ও স্বাস্থ্য সচেতন লোকজনের চলাচল আগের তুলনায় বেড়েছে বলে মনে হয় কি ? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২, অপরিবর্তিত=৩]	
৫.	**নৌ-যান চালকের উপর প্রকল্পের প্রভাব (শুধুমাত্র নৌ-যান চালকের জন্য)**	
৫.১	প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে নদীর নাব্যতা ও প্রসস্থতা বৃদ্ধিতে এ সকল নদীতে যাত্রীদের যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন নিরাপদ ও সহজতর হয়েছে কি? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৫.২	উত্তর হ্যাঁ হলে এর কারণ কি ? [কোড: প্রকল্পের প্রভাব=১, যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সাশ্রয়ী=২, অন্যান্য.....(উল্লেখ করুন)=৩]	
৫.৩	সারা বছর ধরে নৌ-যান চলাচলের ব্যবস্থা থাকে কি ? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৫.৪	না হলে বৎসরের কোন কোন মাসে চলাচলের ব্যবস্থা থাকে না? ক) প্রকল্পের পূর্বে....., খ) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে.....মাস	
৫.৫	প্রকল্পের কাজের গুণগতমান কেমন বলে মনে হয় ? [কোড: ভাল=১, মোটামুটি=২, মোটেও ভাল নয়-৩]	
৬.	**<u>আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব</u> [সকল উত্তরদাতার জন্য]**	
৬.১	প্রকল্পের ফলে নৌ-রুটে সারা বছর পর্যাপ্ত নাব্যতা বজায় থাকায় অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন খাতের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে কি ? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৬.২	প্রকল্পের ফলে নৌ-রুটে সারা বছর পর্যাপ্ত নাব্যতা বজায় থাকায় কি ধরনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে? [একাধিক উত্তর গ্রহণ করা যাবে] [কোড: ১. উৎপাদিত পণ্য পরিবহন, ২. যাত্রী পরিবহন, ৩. দিনমজুর, ৪. ক্ষুদ্র ব্যবসা, ৫. কৃষি পণ্য উৎপাদন, ৬. মৎস্য আহরণ, ৭. অন্যান্য.....(উল্লেখ করুন]	
৬.৩	প্রকল্পটি বাস্তবায়ণের ফলে নতুন কি ধরণের ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার ঘটেছে কি? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৬.৪	হ্যাঁ হলে, কি ধরণের ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসার ঘটেছে উল্লেখ করুন? [কোড: ১= বালু, পাথর, কয়লা, ২= কৃষি পণ্য পরিবহন, ৩= তেল ব্যবসা, ৪= মৎস্য পরিবহন, ৫=অন্যান্য	
৬.৫	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে আপনাদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে কি? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৬.৬	হ্যাঁ হলে, কি ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে উল্লেখ করুন:	
৭.	**টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন এবং ঝুঁকি প্রশমন প্রকল্পের প্রভাব**	

	[সকল উত্তরদাতার জন্য]	
৭.১	প্রকল্পের ফলে পরিবেশের উন্নতি হয়েছে কি ? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২, জানি না=৩]	
৭.২	হ্যাঁ হলে কি ধরনে উন্নতি হয়েছে? [কোড: ১. অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে, ২. জনগণের চলাচলে সুবিধা হয়েছে, ৩. প্রকল্পের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কমে যাওয়া, ৪. অন্যান্য.....(উল্লেখ করুন)	
৭.৩	পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব কি পরিলক্ষিত হয়েছে? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৭.৪	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে প্রশ্ন করুন- এর ফলে পরিবেশের উপর কি বিরূপ প্রভাব পড়েছে বলে আপনি মনে করেন ?	
৭.৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য (বাস্তু সংস্থান) ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কি না? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৭.৬	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে প্রশ্ন করুন- এর ফলে পরিবেশের কি কি ক্ষতিসাধন হয়েছে বলে মনে করেন ?	
৭.৭	প্রকল্পটি প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশগত সমতা পুনরুদ্ধারে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে কি ? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৭.৮	প্রকল্পের ফলে নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে কি ? [কোড: হ্যাঁ =১, না=২]	
৭.৯	টেকসই পরিবেশ উন্নয়নে ঝুঁকি প্রশমনে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?	

তথ্য গ্রহণকারীর নাম:

তথ্য গ্রহণকারীর স্বাক্ষর:

সুপারভাইজারের নাম:

স্বাক্ষর:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)'র গাইডলাইন

আস্সালামু আলাইকুম। আমরা **এমআরআই এসোসিয়েটস** নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের **আইএমইডি (IMED)** এর পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন জরিপের উদ্দেশ্যে এসেছি। আপনি/আপনারা জানেন নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক বাস্তবায়িত **"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"** প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ উল্লেখিত প্রকল্পের মাধ্যমে আলোচ্য নদী বন্দর এলাকার অবৈধ স্থাপনা রোধকল্পে সৌন্দর্যবর্ধন, পরিবেশ উন্নয়ন ও নদী তীরের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিআইডব্লিউটিএ উল্লেখিত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করেছে। নদী বন্দরের দুপাশে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম ও উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করার ফলে স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীদের উপর এর কি প্রভাব পড়েছে - প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি না ও প্রকল্প থেকে শিক্ষণীয় কি আছে তা নিরুপন করা এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

এফজিডি'র অধিবেশনের স্থান ঃ.....

ওয়ার্ড ঃ....., সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা ঃ.....

উপজেলা ঃ ..... জেলা ঃ..... .....বিভাগ ঃ.....

তারিখ ঃ.....সময় ঃ.....

এফজিডি চেকলিস্ট

১. নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে (Foreshore Land) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প সম্পর্কে জানা আছে কি ?

২. কি কারণে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল বলে আপনারা মনে করেন?

৩. নদী বন্দরের দুপাশে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি ?

৪. অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি ?

৫. প্রকল্পের আওতায় সরকারি জমি উদ্ধার ও অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করে পুনরুদ্ধার করার পর আপনার এলাকায় তা কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে?

৬. প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে এলাকায় কী কী উপকার হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে আপনাদের এলাকায় কি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে? এতে প্রকল্পের অবদান কতটুকু বলে আপনারা মনে করেন?

৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে নৌ-চলাচল ও মালামাল পরিবহনের জন্য কি কি সমস্যার মুখোমুখি হতেন ?

৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জনসাধারণের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনে সুবিধা বেড়েছে বলে কি আপনারা মনে করেন ? না হলে তার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

১০. নারী-শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের চলাচলের জন্য প্রকল্পটি কি উপযোগী?

১১. বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকা কি ব্যবহারকারীদের জন্য সামাজিকভাবে সুরক্ষিত?

১২. প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আপনাদের এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ কেমন ছিল?

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনাদের এলাকার সামগ্রিক পরিবেশের বর্তমান অবস্থা কেমন?

১৪. নির্মিত ভৌত অবকাঠামো (বিশেষ করে ওয়াকওয়ে, বেঞ্চ, বৃক্ষ, ইত্যাদি) কি স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ ছিল? ব্যাখ্যা করুন।

১৫ প্রকল্প এলাকায় নির্মিত ভৌত অবকাঠামো (বিশেষ করে ওয়াকওয়ে বেঞ্চ, ইত্যাদি) কি অসামাজিক কার্যক্রম ও মাদকসেবীদের দখলে? যদি হ্যাঁ হয়, তবে সামাজিকভাবে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?

১৬. প্রকল্পের ফলে নদীর প্রসস্থতা, নাব্যতা ও পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে কি? যদি হ্যাঁ হয়, তবে নির্মাণ সামগ্রী, শিল্প পণ্য ও কাঁচামাল এবং সাধারণ পণ্য পরিবহনে কি কি সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে?

১৭. প্রকল্পটি আপনার এলাকার ব্যবসা বাণিজ্যে কি কোন প্রভাব ফেলেছে ?

১৮. প্রকল্পের ফলে কোন কোন ধরনের নৌ-যান সহজে চলাচল করতে পারছে?

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের কোন উন্নতি হয়েছে কি না? হলে কি ধরনের উন্নতি হয়েছে? আর যদি বিরূপ প্রভাব পড়ে তবে কি ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়েছে তার উল্লেখ করুন:

২০. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলে প্রকল্প এলাকায় কোন ধরনের জলাবদ্ধতা ও পানি দূষণের মাত্রা বেড়েছে কি না?

২১. প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর তীরে কি কি বৃক্ষরোপন করা হয়েছে? এতে ভ্রমণ পিপাসু লোকজন নদীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারছে কি? ভ্রমণ পিপাসু লোকজনের সংখ্যা কি দিন-দিন বাড়ছে?

২২. প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে কি? হয়ে থাকলে, তা সর্ব-সাধারণের জন্য ব্যবহারযোগ্য কি না?

২৩. এই প্রকল্পের প্রধান তিনটি সবল দিক উল্লেখ করুন:

২৪. এই প্রকল্পের তিনটি দুর্বল দিক উল্লেখ করুন:

২৫. এই প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট তিনটি সুযোগ উল্লেখ করুন:

২৬. এই প্রকল্পের তিনটি ঝুঁকিপূর্ণ দিক উল্লেখ করুন:

২৭. ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন কি?

এফজিডি'তে অংশগ্রহণকারীগণের উপস্থিতির তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	পেশা ও পদমর্যাদা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
০১.					
০২.					
০৩.					
০৪.					
০৫.					
০৬.					
০৭.					
০৮.					
০৯.					
১০.					
১১.					
১২.					

(বি. দ্র. সমজাতীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এফজিডি (FGD) অনুষ্ঠিত করতে হবে এবং অংশগ্রহণকারী সাক্ষৎদাতার ছবি, অডিও ও ভিডিও উভয়ভাবে ধারণ করতে হবে)

আলোচনা পরিচালনাকারী ঃ

স্বাক্ষর ঃ মোবাইল ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

মুখ্য ব্যক্তিবর্গের (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জন্য প্রশ্নাবলি)

আস্সালামু আলাইকুম। আমরা **এমআরআই এসোসিয়েটস** নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের **আইএমইডি (IMED)** এর পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন জরিপের উদ্দেশ্যে এসেছি। আপনি/আপনারা জানেন নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক বাস্তবায়িত **"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"** প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ উল্লেখিত প্রকল্পের মাধ্যমে আলোচ্য নদী বন্দর এলাকার অবৈধ স্থাপনা রোধকল্পে সৌন্দর্যবর্ধন, পরিবেশ উন্নয়ন ও নদী তীরের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিআইডব্লিউটিএ উল্লেখিত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করেছে। নদী বন্দরের দুপাশে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম ও উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করার ফলে স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীদের উপর এর কি প্রভাব পড়েছে - প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি না ও প্রকল্প থেকে শিক্ষণীয় কি আছে তা নিরুপন করা এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

মুখ্য ব্যক্তির নাম ঃ.....

পদবী ঃ..... প্রতিষ্ঠান ঃ.....

মোবাইল ঃ..... ঠিকানা ঃ.....

জেলা ঃ..... বিভাগ ঃ.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ঃ..... সময় ঃ.....

KII 'র চেকলিস্ট

১. প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলুন-

২. প্রকল্পের সকল কার্যক্রম পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কি? কোন কার্যক্রম পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে তার কারণ কি?

৩. ডিপিপি-তে যেভাবে প্রকল্পের লক্ষ্য স্থির করা ছিল তা কি সেভাবে অর্জিত হয়েছে? না হলে কারণ কি?

৪. প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে এর রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে চলছে?

৫. টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের সব কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ হয়েছে কি? ব্যত্যয় ঘটলে তার কারণ কি এবং কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছিল? (শুধুমাত্র BIWTA এর কর্মকর্তাদের জন্য)

৬. টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুসারে ঠিকাদারের প্রতিশ্রুতি কতটা পালিত হয়েছিল? ব্যত্যয় ঘটলে তার কারণ কি এবং কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছিল? (শুধুমাত্র BIWTA এর কর্মকর্তাদের জন্য)

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনাকে কি কোন আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি? (শুধুমাত্র BIWTA এর কর্মকর্তাদের জন্য)

৮. প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে বরাদ্দকৃত অর্থ যথেষ্ট ছিল কি? (শুধুমাত্র BIWTA এর কর্মকর্তাদের জন্য)

৯. প্রকল্পটি আরো ভাল ও গুণগতভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া দরকার ছিল বলে আপনি মনে করেন অথচ নেয়া হয়নি?

<u>প্রকল্পের প্রভাব</u>

১. নদী বন্দরের দুপাশে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

২. অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকায় কি কি উপকার হয়েছে/হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন ?

৪. প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনের জন্য এলাকাবাসী ও উপকারভোগীদের কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হত?

৫. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকাবাসী ও উপকারভোগীদের যাতায়াতের কি ধরনের সুবিধা বেড়েছে বলে মনে করেন ?

৬. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নির্মাণ সামগ্রী, শিল্প পণ্য ও কাঁচামাল এবং অন্যান্য মালামাল দ্রুততম সময়ে ও অপেক্ষাকৃত কম খরচে পরিবহন বৃদ্ধি পেয়েছে কি?

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোন কোন ধরনের নৌ-যান সহজে চলাচল করতে পারছে?

৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকাবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার কি কোন পরিবর্তন হয়েছে? পরিবর্তন হয়ে থাকলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব পড়েছে তার উল্লেখ করুন:

৯. প্রকল্পটি পরিবেশের উপর কোন প্রকার বিরূপ প্রভাব ফেলেছে কি? যদি বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে তাহলে তা কিভাবে-উল্লেখ করুন:

১০. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য (বাস্তুসংস্থান) ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে কিভাবে হয়েছে তা উল্লেখ করুন:

১১. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলে প্রকল্প এলাকায় কোন ধরনের জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি না হ্রাস পেয়েছে কি তা বর্ণনা করুন-

১২. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলে প্রকল্প এলাকায় পানি দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি না হ্রাস পেয়েছে তা বর্ণনা করুন-

১৩. প্রকল্পটি প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশগত সমতা পুনরুদ্ধারে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে কি ? না রাখলে তার কারণ কি?

১৪. টেকসই পরিবেশ উন্নয়নে ও ঝুঁকি প্রশমনে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

১৫. ভ্রমণ পিপাসু ও স্বাস্থ্য সচেতন লোকজনের সংখ্যা ও চলাচল কি দিন-দিন বাড়ছে কি? না বাড়লে তার কারণ কি?

১৬. ভ্রমণ পিপাসু ও স্বাস্থ্য সচেতন লোকজন নির্বিঘ্নভাবে চলাচল ও নদীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারছে কি? না পারলে তার কারণ কি?

১৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে কি? হয়ে থাকলে, তা সর্ব-সাধারনের জন্য ব্যবহারযোগ্য কি না?

১৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নদীর পানি প্রবাহ, নাব্যতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে কি?

১৯. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে প্রকল্পের ভূমিকা কতটুকু?

২০. ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন কি?

২১. প্রকল্পটির কার্যক্রম টেকসই করার জন্য ভবিষ্যতে কি কি উদ্যোগ নেয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

মূখ্য ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর ও সীল (তাঁর অনুমতি নিয়ে ছবি নিন)

তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ ---------- স্বাক্ষর ও তারিখঃ ----------

সুপারভাইজারের নামঃ ----------স্বাক্ষর ও তারিখঃ ----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

প্রকল্প পরিচালকের জন্য প্রশ্নাবলি

আস্সালামু আলাইকুম। আমরা **এমআরআই এসোসিয়েটস** নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের **আইএমইডি (IMED)** এর পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন জরিপের উদ্দেশ্যে এসেছি। আপনি/আপনারা জানেন নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক বাস্তবায়িত **"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"** প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ উল্লেখিত প্রকল্পের মাধ্যমে আলোচ্য নদী বন্দর এলাকার অবৈধ স্থাপনা রোধকল্পে সৌন্দর্যবর্ধন, পরিবেশ উন্নয়ন ও নদী তীরের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিআইডব্লিউটিএ উল্লেখিত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করেছে। নদী বন্দরের দুপাশে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম ও উচ্ছেদকৃত তীর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করার ফলে স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীদের উপর এর কি প্রভাব পড়েছে - প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি না ও প্রকল্প থেকে শিক্ষণীয় কি আছে তা নিরুপন করা এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

প্রকল্প পরিচালকের নাম ঃ.....

পদবী ঃ..... প্রতিষ্ঠান ঃ.....

মোবাইল ঃ..... ঠিকানা ঃ.....

জেলা ঃ..... বিভাগ ঃ.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ঃ..... সময় ঃ.....

প্রকল্প পরিচালকের সহিত সাক্ষাৎকারের (KII) চেকলিস্ট

১. প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলুন

২. প্রকল্পের সকল কার্যক্রম পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল কি? কোন কার্যক্রম পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে তার কারণ কি?

৩. প্রকল্পটির সাম্ভব্যতা সমীক্ষা (Feasibility study) করা হয়েছিল কিনা?

৪. ডিপিপি-তে যেভাবে প্রকল্পের লক্ষ্য স্থির করা ছিল তা কি সেভাবে অর্জিত হয়েছিল? না হলে কারণ কি?

৫. তীর ভূমি উচ্ছেদের সময় কোন ধরনের সমস্যার সম্মূখীন হয়েছিলেন কি না? হলে তা কি ধরনের ছিল এবং কিভাবে সমাধান করেছিলেন?

৬. সর্বোপরি, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় আপনি কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন? কিভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করেছিলেন?

৭. প্রকল্পটি আরো ভাল ও গুণগতভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া দরকার ছিল অথচ নিতে পারেন নি বলে আপনি মনে করেন?

৮. প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনাকে কি কোন আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি?

৯. প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে বরাদ্দকৃত অর্থ যথেষ্ট ছিল কি?

১০. প্রকল্পের কাজের গুণগতমান সর্ম্পকে আপনাদের মতামত কি?

১১. প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সময়মত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছে কি?

১২. প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে এর রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে চলছে ?

১৩. প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের টেকসইকরণ করার লক্ষ্যে ডিপিপিতে কি কোন সুনির্দিষ্ট এক্সিট প্লান (Exit plan) ছিল? যদি না হয়, প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের টেকসইকরণ করার লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন?

১৪. প্রকল্পের কাজগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কি অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল? যদি হ্যাঁ হয়, তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন: (যেমন: শিক্ষাগত যোগ্যতা, কতটি পদ ছিল, কতজন নিয়োগ পেয়েছে, অর্গানোগ্রাম, বেতন, পদবী, সময়কাল, দ্বায়িত্ব):

<u>প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন</u>

১. প্রকল্পের আওতায় মালামাল, সেবা ও নির্মাণ কার্যক্রমের দরপত্র আহবান, ঠিকাদার ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ, মালামাল, সেবা ও নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-বর্ণনা করুন?

২. কার্যাদেশে কতটি করে প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছিল?

ক্রম	কার্যাদেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

৩. মালামাল ও ঠিকাদার নির্বাচনে কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছিল?

৪. চুক্তি অনুযায়ী সবিস্তার প্রায়োগিক বিবরণীর (টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের) সব কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ হয়েছিল কি?

৫. টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুসারে ঠিকাদারের প্রতিশ্রুতি কতটা পালিত হয়েছিল? সেখানে কোন অমিল দেখা গেছিল কি? হ্যাঁ হলে, তা কিভাবে সমাধান করা হয়েছিল?

৬. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন/সমীক্ষা (EIA) প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছিল কিনা? না হলে তার কারণ কি?

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? না হলে তার কারণ কি?

৮. CS ম্যাপ অনুযায়ী নদীর অবৈধ ভূমি উচ্ছেদ হয়েছে কি-না এবং উচ্ছেদ যতটুকু করার কথা ছিল সে টুকু করা হয়েছে কি-না? (এ ক্ষেত্রে সার্ভে অব বাংলাদেশ থেকে মানচিত্র এবং ভূ-জরিপ অধিদপ্তর থেকে রেকর্ড, CS, SS এবং RS এর তথ্য দিতে হবে। পাশাপাশি স্পারসো ও নদী রক্ষা কমিশন থেকে তথ্য দিতে হবে)

<u>প্রকল্পের প্রভাব</u>

১. প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকায় কি কি উপকার হয়েছে/হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন ?

২. প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনের জন্য এলাকাবাসী ও উপকারভোগীদের কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হত?

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকাবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার কি কোন পরিবর্তন হয়েছে? পরিবর্তন হয়ে থাকলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব পড়েছে তার উল্লেখ করুন:

৪. প্রকল্পটি পরিবেশের উপর কোন প্রকার বিরূপ প্রভাব ফেলেছে কি? যদি বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে তাহলে তা কিভাবে - উল্লেখ করুন:

৫. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য (বাস্তু সংস্থান) ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে কিভাবে হয়েছে তার উল্লেখ করুন:

৬. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলে প্রকল্প এলাকায় কোন ধরনের জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি না হ্রাস পেয়েছে কি, তা বর্ণনা করুন-

৭. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলে প্রকল্প এলাকায় পানি দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি না হ্রাস পেয়েছে, তা বর্ণনা করুন-

৮. প্রকল্পটি প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশগত সমতা পুনরুদ্ধারে ও সৌন্দর্য্যবর্ধনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে কি ?

৯. টেকসই পরিবেশ উন্নয়নে ও ঝুঁকি প্রশমনে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি

১. এই প্রকল্পের প্রধান তিনটি সবল দিক উল্লেখ করুন:

২. এই প্রকল্পের তিনটি দুর্বল দিক উল্লেখ করুন :

৩. এই প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট তিনটি সুযোগ উল্লেখ করুন :

৪. এই প্রকল্পের তিনটি ঝুঁকিপূর্ণ দিক উল্লেখ করুন :

৫. ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন কি?

৬. প্রকল্পটির কার্যক্রম টেকসই করার জন্য ভবিষ্যতে কি কি উদ্যোগ নেয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর ও সীল (তাঁর অনুমতি নিয়ে ছবি নিন)

তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ ---------- স্বাক্ষর ও তারিখঃ ----------

সুপারভাইজারের নামঃ ----------স্বাক্ষর ও তারিখঃ ----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই- বাংলানগর, ঢাকা ১২০৭

"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

পিপিএ-২০০৬/পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল / সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলি

প্যাকেজ-

১	মন্ত্রনালয় / বিভাগ	:	
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	
৩	প্রকল্পের নাম	:	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম	:	
৫	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয় /আন্তজাতিক)	:	
৬	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ	:	
৭	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	:	
৮	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	:	
৯	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা	:	
১০	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	:	
১১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	:	
১২	নন রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	:	
১৩	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	:	
১৪	কার্যবিবরনীর অনুমোদনের তারিখ	:	
১৫	সি এস তৈরির তারিখ	:	
১৬	সি এস অনুমোদনের তারিখ	:	
১৭	Notification of Award প্রদানের তারিখ	:	
১৮	মোট চুক্তি মূল্য	:	

১৯	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	:	
২০	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	:	
২১	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	:	
২২	সময় বৃদ্ধি থাকলে, কতদিনের এবং কি কারণে	:	
২৩	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	
২৪	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও বিলের পরিমাণ	:	
২৫	চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ	:	
২৬	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা	:	
২৭	না হলে কেন হয়নি?	:	
২৮	কার্য (Works) গুলোর গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি ঘটেছিল?	:	
২৯	হয়ে থাকলে কেন ?	:	
৩০	দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কিনা ?	:	
৩১	হয়ে থাকলে কেন ?	:	
৩২	কার্য (Works) গুলোর কোন ত্রুটি ধরা পরেছিল কি না?	:	
৩৩	ত্রুটি হয়ে থাকলে সেবা মান কেমন ছিল?	:	

আলোচনা পরিচালনাকারী:

স্বাক্ষরঃ

মোবাইলঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট

এলাকার নাম: **উপজেলা:** **জেলা:**

পর্যবেক্ষণের তারিখ:

ক্রমিক নং	নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ	দৈর্ঘ্য/পরিমাণ/নাম	অবকাঠামোগুলোর বর্তমান কার্যকর অবস্থা	সংস্কার করা হয়েছে কিনা	সংস্কার করার দরকার আছে কি না	অবকাঠামো নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সুবিধা	সার্বিক মতামত
০১.	তীরের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ						
০২.	তীর সংরক্ষণ						
০৩.	আরসিসি পাইলের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ						
০৪.	আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ						
০৫.	দেওয়াল নির্মাণ						
০৬.	বৃক্ষ রোপন						
০৭.	নদীর তীরের ভরাট অংশের মাটি কাটা						
০৮.	অবৈধ দখলদারী রোধ						

পর্যবেক্ষণে অংশগ্রহণকারীর নাম:

Annexure-7

YEAR WISE FINANCIAL AND PHYSICAL TARGET PLAN

Name of Project	**:**	**Construction of Infrastructural Facilities on Evicted Foreshore Land under Dhaka, Narayanganj and Tongi River Port Area.**
Name of agency/Division/Ministry	**:**	**Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA), Ministry of Shipping.**

(Tk. In Lakh)

Budget Head	Economic Code	Code description	Total Physical & Financial Target					Schedule for Year-1 (2011-12)			Schedule for Year-2 (2012-13)			Schedule for Year-3 (2013-14)		
			Qty		Unit Cost	Total Cost	Weight	Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical	
									% of Items	% of Project		% of Items	% of Project		% of Items	% of Project
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(a) Revenue component			**Items**	**Qty/ Unit**												
4800	**Supplies and Services**		i) Consultancy services (Design , Supervision, survey, Soil test)	LS	LS	50.00	0.0046	30.15	60.00	0.276	9.85	20.00	0.0921	10.00	20.00	0.0921
Sub Total 'a' (Revenue Component)				--	-	***50.00***	***0.0046***	***30.15***		**0.276**	***9.85***		***0.0921***	***10.00***		***0.0921***
(b) Capital component																
6800	**Acquisition of Assets**		i) Vehicle:	1 No.	50.00	50.00	0.0046	-	-	-	50.00	100.00	0.46			
6814			ii) Survey Equipment : (Total station Machine-1 & Leveling Machine-1)	2nos	LS	7.50	0.0007	7.49	100	0.070	--	--	-	0.01		
6815			iii) Office Equipment : a) Computer-2 with printer-2	5 Nos	LS	3.50	0.0003	-	-	-	3.50	100	0.030			
			b) Photocopier-1													
7000	**Construction of Works**		i) Construction of Walkway over river bank.	11570 M	0.1014	1173.15	0.1093	74.51	10.00	1.093	450.00	40	4.372	648.64	50	5.465
			ii) Bank protection work	11570 M	0.3193	3694.99	0.3443	350.00	11.00	3.787	1468.65	40	13.772	1876.34	49	16.871
			iii) Construction of Walkway on RCC pile column.	1935 M	0.96295	1863.31	0.1736	-	-	-	900.00	48.50	8.363	963.31	51.50	8.877

Annexure-II, (Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		iv) Construction of RCC Steps.	**80 Nos.**	**22.059**	**1764.72**	**0.1644**	**-**	**-**	**-**	**901.50**	**52**	**8.548**	**863.22**	**48**	**7.892**
		v) Construction of Boundary Wall	**500M**	**0.07**	**35.00**	**0.0032**	**-**	**-**	**-**	**17.50**	**50**	**0.16**	**17.50**	**50**	**0.16**
		vi) Construction of Quay wall	**1115 M**	**1.38155**	**1540.43**	**0.1435**	**-**	**-**	**-**	**900.00**	**59**	**8.454**	**640.43**	**41**	**5.895**
		vii) Excavation of Earth for river bank	**3 lakh M^3**	**180.00**	**540.00**	**0.0503**	**-**	**-**	**-**	**270.00**	**50**	**2.502**	**270.00**	**50**	**2.501**
		viii) Eviction of unauthorized structure	**L.S**	**-**	**10.00**	**0.0009**	**-**	**-**	**-**	**5.00**	**50**	**0.045**	**5.00**	**50**	**0.045**
		ix) Plantation *	**LS**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	
7980	**Capital Block Allocation & Misc Capital Expenditure**	**Other Expenditure (Stationary, fuel/driver salaries/maintenance of vehicles, Conveyance , etc)**	**L.S**	**-**	**55.40**	**-**	**6.00**	**--**	**--**	**24.00**	**--**		**25.40**	**-**	**-**
Sub-total 'b' (Capital Component)			**-**		***10738.00***	**0.9954**	**438.00**	**--**	**-**	**4990.15**	**--**	**52.757**	**5309.85**		**41.907**
Sub- Total (a+b)			**-**		**10788.00**	**1.00**	**468.15**	**--**	**-**	**5000.00**	**--**	**52.85**	**5319.85**		**42.00**
(c) Physical Contingency					**5.00**	**--**	**-**	**--**	**--**	**-**	**--**		**5.00**		**-**
(d) Price Contingency					**50.00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-**	**--**		**50.00**		**-**
Grand Total (a+b+c+d)					**10843.00**	**1.00**	**468.15**	**--**	**5.15**	**5000.00**	**--**	**52.85**	**5374.85**		**42.00**

Note : * Steps will be taken during the execution of the project to make an agreement between project implementation agency (BIWTA) and public and /or private nurseries regarding plantation.

এমআরআই এসোসিয়েটস

প্লট-৪৩০ (চতুর্থ তলা), রোড-৩০, মহাখালী ডিওএইচএস ঢাকা-১২১৯

ইমেইলঃ mirzas003@gmail.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.mri.bd.com